উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২ পৌষ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 18 December 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 209 MLD

ব্রিসবেন-বাংলার আকাশে ফুটল হাসি

এগারোর পাতায়

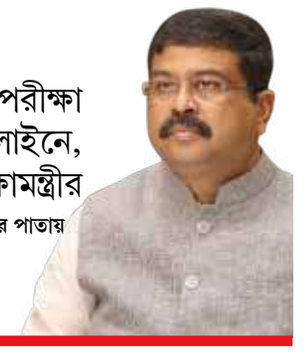

নিট-ইউজি পরীক্ষা এবার অনলাইনে, ইঙ্গিত শিক্ষামন্ত্রীর

সাতের পাতায়

বাদাবন বাঁচাতে

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টিজলের বাদাবন বাঁচাতে উদ্যোগ নেওয়া হল। সম্প্রতি মালদা জেলা প্রশাসনের তরফে বাদাবন তথা হিজল বনকে বাঁচাতে বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

অবাধে দালালরাজ

সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্রে সক্রিয় দালালরাজ। চাষিদের কাছ থেকে অন্যায্যভাবে প্রতি কুইন্টাল ধানে ধলতা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, অভিযোগ কাটমানিরও।

বিস্তারিত চারের পাতায়

স্কুলে নেই কর্মী

রায়গঞ্জ জেলা সদরে একমাত্র সরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে নেই একজনও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। ক্লাসরুমের তালা খোলা, বেল দেওয়ার মতো সব কাজই করতে হয় শিক্ষকদের।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

ধুন্ধুমার কালিয়াগঞ্জে

চেয়ারম্যান ও বিজেপি কাউন্সিলার একে অপরের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। বিজেপি কাউন্সিলার তথা শহর মণ্ডল সভাপতি দপ্তর থেকে বেরিয়ে যেতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

নাট্যমেলা উপলক্ষ্যে বালুরঘাটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। মঙ্গলবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

উৎকণ্ঠায় রায়গঞ্জের চক্রবর্তী পরিবার

ওপারে আগুন, নিখোঁজ ২ দাদা

অস্থির বাংলাদেশ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে রায়গঞ্জের দেবীনগরের চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যদের। কারণ, ওই পরিবারের দুই সদস্য থাকেন বাংলাদেশে। কিন্তু তাঁদের বাড়িঘর, দোকান ভাঙচুর করে পুড়িয়ে দিয়েছে ওপারের আন্দোলনকারীরা। ভয়ে আত্মগোপন করেছেন। বন্ধ ফোন। কোনওভাবেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না ভাই। সব মিলিয়েই ভয় গ্রাস করেছে রায়গঞ্জের দেবীনগর কসবার বাসিন্দা সঞ্জিত চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী তৃপ্তি চক্রবর্তীর মনে।

ওই পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের বগুড়া জেলার দত্তপাড়ার বাসিন্দা দুই দাদা স্বপন চক্রবর্তী (৭০) ও তরুণ চক্রবর্তী (৬০) পরিবার নিয়ে ওখানেই থাকেন। স্বপনবাবু বাংলাদেশের পিরগঞ্জ থানার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক। আরেক দাদা তরুণ চক্রবর্তী দত্তপাড়া পুরসভার আওয়ামি লিগের কাউন্সিলার। তাঁদের সেখানে নিজস্ব মার্কেট রয়েছে। কয়েকটি দোকান পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই চালান। দুই পরিবারই সুপ্রতিষ্ঠিত।

সঞ্জিতবাবু জানান, 'খবর পেয়েছি গত দুইদিন ভীষণ অশান্তি হচ্ছে দত্তপাড়ায়। এরপর থেকে দাদাদের পরিবারের কোনও খোঁজ মিলছে না।' একই সঙ্গে আশঙ্কা, আদৌ বেঁচে আছেন নাকি তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তা জানতে পারছেন না। রায়গঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অরূপ ঘোষের ছেলে ওখানে ডাক্তারি পড়ান। ওনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের। তাঁর মারফত কিছু খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু স্বপন চক্রবর্তী ও তরুণ চক্রবর্তীর পরিবারের খোঁজ মিলছে না।

সঞ্জিতবাবুর স্ত্রী তৃপ্তি সাহা জানান, 'এতদিন আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলাম। কয়েকদিন হল কোনও খবর পাচ্ছি না। জানি না কী হবে।'

মঙ্গলবার বিকালে ওপারে নিজের দাদাদের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন সঞ্জিত চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'আমার দাদা স্বপন চক্রবর্তী প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। একজন প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক হয়েও ছেলেমেয়ে নিয়ে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে। শুনেছি ঘরবাড়ি আগুনে ছাই হয়ে গিয়েছে।'

সঞ্জিতবাবু রায়গঞ্জের যে বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন, সেই সংস্থার এক সদস্য মনোজ সাহা জানান, 'প্রায়ই দাদাদের সঙ্গে কথা হত। আমরাও খোঁজখবর নিতাম। কিন্তু কয়দিন হল কোনও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।'

রায়গঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অরূপ ঘোষের বক্তব্য, 'ছেলে বাংলাদেশে থাকাকালীন আমি বেশ কয়েকবার ওনার দাদাদের ওখানে গিয়েছি। ওই এলাকায় কোনও অশান্তি ছিল না। এবার গিয়ে শুনলাম ওনাদের বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে। তাঁরা কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন, কেউ বলতে পারছে না। দত্তপাড়ায় খুবই প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল চক্রবর্তী পরিবারের। শুনতে পাচ্ছি ওখানে একদিন ভালো থাকলে, পরদিন অশান্তি হচ্ছে।'

ফের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ভোটের ভার

অস্থির বাংলাদেশ

এএইচ খদ্দিমান

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর : কোনও দলীয় নিবাচিত সরকারের অধীনে নয়। বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই। এই বিষয়ে শেখ হাসিনা ২০১১ সালে যে সংশোধনী আইন এনেছিলেন, মঙ্গলবার তার কিছুটা অংশ বাতিল করে দিয়েছে বাংলাদেশের হাইকোর্ট। বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি দেবাশিস রায়চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে ওই সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছিল। ওই বেঞ্চই বলেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করা হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের ক্ষমতায় রয়েছে ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। এই সরকার কবে নাগাদ সাধারণ নির্বাচন করাবে তা নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। বিজয় দিবসের বার্তায় ইউনূস বলেছেন, '২০২৫-এর শেষ কিংবা ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করানো হবে।'

সবথেকে বড় কথা, বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ওই সংশোধনী আইনটি বাতিল হয়ে যাওয়ায় সাংবিধানিকভাবে নিজেদের ফাঁড়া কাটিয়ে নিল ইউনূস সরকার। কারণ, তারাও অসাংবিধানিকভাবে ভোটে না জিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। বিজয় দিবসের বার্তায় এই কারণে ইউনূসের সরকারকে অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট বলে আখ্যাও দিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন চালু করেছিল হাসিনার সরকার। সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়েছিল। তার আগে বাংলাদেশে ওই ব্যবস্থা চালু ছিল।

বাতিল হাসিনা আমলের আইন

ভোটের সময় দেশের ক্ষমতা থাকত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে। সেই ব্যবস্থা বন্ধ করে সংশোধনী আইন এনেছিল হাসিনার সরকার। সেখানে বলা হয়েছিল, অসাংবিধানিক ভাবে ভোট ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। অভিযুক্তকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে দোষী করে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছিল তাতে।

বাংলাদেশের সংবিধানে আগে বলা ছিল, সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার *এরপর দশের পাতায়*

জমি বিবাদে দুই মহিলার 'শ্লীলতাহানি'

কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

গৌতম দাস

গাজোল, ১৭ ডিসেম্বর : জমি বিবাদের জেরে তৃণমূল সমর্থক এক মহিলা এবং তাঁর মেয়েকে বিবস্ত্র করে মারধর আর শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ উঠল এলাকার শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে সপ্তাহখানেক আগে গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত সুবিচার পাননি বলে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা মহিলা এবং তাঁর মেয়ে। বিচারের আশায় তারা দুজনে দ্বারস্থ হয়েছিলেন জেলা পুলিশ সুপারের।

যদিও গাজোল থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার পরে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পাশাপাশি কথা বলা হয়েছে অভিযোগকারী মহিলা এবং সাক্ষীদের সঙ্গে। জোগাড় করা হচ্ছে হাসপাতালের ইনজুরি রিপোর্ট। তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক। ঘটনা দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দলালপুর গ্রামের।

ওই গ্রামের বাসিন্দা নির্যাতিতা মহিলা জানান, মামাশ্বশুরের কাছ থেকে ৪৩ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি ৪১ শতক জমি নিয়েছেন। শাশুড়ি মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন ৮.২০ শতক জমি। কিন্তু গ্রামের কয়েকজন তৃণমূল নেতা তাঁকে জমি চাষ করতে দিচ্ছেন না। ওই মহিলার অভিযোগ, 'গত ২১ নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা ওই তৃণমূল নেতারা আমার বাড়ি ভাঙচুর করে। এক ভরি সোনার হার এবং নগদ ৫৩ হাজার টাকা লুটপাট করে নিয়ে যায়। ১০ ডিসেম্বর সকালবেলা জমিতে চাষ করতে গেলে তারা আমাদের ব্যাপকভাবে মারধর করে। পরের দিন আক্রমণ আরও তীব্র হয়। জমিতে ফেলে আমাদের মারধর করে পোশাক ছিঁড়ে দেয়। শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা করে।'

এরপর পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে যে সুরাহা হয়নি তাও জানিয়েছেন নির্যাতিতা। তাঁর কথায়, 'সেদিনই আমরা গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি পুলিশ। বাধ্য হয়ে আমরা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছি।'

যদিও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার কথা নস্যাৎ করে গাজোল থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার পরে গুরুত্ব দিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

নির্যাতিতার অভিযোগ

- গত ২১ নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা ওই তৃণমূল নেতারা তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করে। এক ভরি সোনার হার এবং নগদ ৫৩ হাজার টাকা লুটপাট করে নিয়ে যায়
- ১০ ডিসেম্বর সকালবেলা জমিতে চাষ করতে গেলে তৃণমূল নেতারা নির্যাতিতা সহ আরও একজনকে মারধর করে
- পরের দিন আক্রমণ আরও তীব্র হয়। জমিতে ফেলে দুই মহিলাকে মারধর করে পোশাক ছিঁড়ে দেয়। শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা করে

জবাব

"এর পেছনে রাজনৈতিক কোনও যোগসাজশ নেই। জমি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে এই গণ্ডগোল।

দীনেশ টুডু
তৃণমূল ব্লক সভাপতি, গাজোল

পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি দীনেশ টুডুর দাবি, 'এর পেছনে রাজনৈতিক কোনও যোগসাজশ নেই। জমি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে এই গণ্ডগোল। এখন অনেকেই নিজেদের তৃণমূল নেতা, কর্মী-সমর্থক বলে দাবি করেন। আজিজুর রহমান আগে ফরওয়ার্ড ব্লক করতেন। এখন তৃণমূলের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করছেন। প্রশাসন তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

আবার তাদের বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন আজিজুর রহমান। তাঁর দাবি, '২০২৩ সাল থেকে জমি নিয়ে এই গণ্ডগোল চলছে। এটি একটি জমি সংক্রান্ত পারিবারিক বিবাদ। আমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে সেরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি।'

'এক দেশ, এক ভোট' বিলে গরিষ্ঠতা লোকসভায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : দেশে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট করানোর পথে আরও এক পা বাড়াল মোদি সরকার। মঙ্গলবার তুমুল তর্কবিতর্ক এবং বাকবিতণ্ডার মধ্যেই লোকসভায় সংবিধানের ১২৯তম সংশোধনী বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল ২০২৪ পেশ করেন আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। গোড়া থেকেই বিরোধীরা এই বিল দুটি নিয়ে আপত্তি তোলে। কিন্তু বিল পেশ করার সময় থেকেই ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়ার এককাট্টা প্রতিবাদ এবং বিরোধিতার মুখে পড়ে সরকার। কংগ্রেস থেকে তৃণমূল, সপা থেকে ডিএমকে-ইন্ডিয়া শরিকদের একটাই কথা। 'এক দেশ, এক ভোট' যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী, অগণতান্ত্রিক। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়া'র একসুরে বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেই মঙ্গলবার লোকসভায় 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত দুটি বিল নিয়ে শেষপর্যন্ত ভোটাভুটির পথে হাঁটে সরকার। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তাতে জয়ও আসে। বিল দুটির পক্ষে পড়ে ২৬৯টি ভোট। বিপক্ষে পড়ে ১৯৮টি ভোট। কিন্তু বিরোধীদের খোঁচা, যে কোনও সংবিধান সংশোধনী বিলকে আইনে পরিণত করতে গেলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের হাতে তা নেই। ভোটের ফল দেখে অমিত শা এবং মেঘওয়াল বলেন, 'সরকার দুটি বিলকে জেপিসিতে পাঠাতে প্রস্তুত।'

কংগ্রেসের বক্তব্য, সরকারের কাছে যখন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই তখন এই বিল পেশ করা উচিত নয়। প্রধান বিরোধী দলের যুক্তি খারিজ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'যখন বিলটি মন্ত্রীসভায় আনা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজেই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এটি বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটিতে (জেপিসি) পাঠানো উচিত।' মেঘওয়াল বলেন, 'বিরোধীদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরেও আমরা এই বিল জেপিসিতে পাঠানোর প্রস্তাব রাখব। আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিলটি পূর্ণাঙ্গ রূপে সংসদে ফিরে আসবে।' প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'এক দেশ এক ভোট বিল অসাংবিধানিক এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। আমরা এর বিরোধিতা করছি।' শশী থারুর বলেন, 'সমস্ত বিরোধী দল এই বিল দুটির বিরোধিতা করছে। আজকের ভোটাভুটি বুঝিয়ে দিল, বিজেপির হাতে সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই।'

এদিকে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের পর এদিন 'এক দেশ, এক ভোট' নিয়ে সংসদে ইন্ডিয়া জোটের ঐক্যের ছবি ফুটে ওঠে । তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে প্রথম ডিভিশন বা ভোটাভুটির প্রস্তাব আসে বিলটি পেশ করার আগে। তিনি *এরপর দশের পাতায়*

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে মমতার ঘোষণা

আবাসে আরও দু'দফায় বরাদ্দ

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : লক্ষ্য ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোট। সেই কারণেই রাজ্যের প্রায় ২৮ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে পূর্ব ঘোষণামতো মঙ্গলবার থেকে তিনদিন ধরে প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের ১২ লক্ষ পরিবারকে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া শুরু হচ্ছে। প্রথম কিস্তির টাকায় কাজ শেষ হলে দ্বিতীয় কিস্তির বাকি ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এর জন্য প্রথম কিস্তিতেই রাজ্যের খরচ হচ্ছে ১৪,৭৭৩ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন নবান্ন সভাঘরে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের উদ্বোধন করে বলেন, 'আজ একটা ঐতিহাসিক দিন। রাজ্য সরকার নিজেই রাজ্যের গরিব মানুষকে বাড়ি তৈরি করার জন্য এই টাকা দিচ্ছে।' কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আবাস প্রকল্পে আমরা এক নম্বরে থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে এই রাজ্যকে বঞ্চিত করেছে। আমরা কথা দিয়েছিলাম, গ্রামের মানুষকে আমরা বাড়ি করে দেব। সেইমতো কথা রাখার কাজ শুরু হল। আমরা কথা দিলে রাখতে জানি।'

এদিনই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, 'আমরা কয়েক দফায় বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করেছি। তাতে দেখা গিয়েছে, প্রায় ২৮ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পে বাড়ি পাওয়ার যোগ্য। আমরা এখন ১২ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির টাকা দিচ্ছি। আগামী মে-জুন মাস নাগাদ আরও ৮ লক্ষ এবং ডিসেম্বর নাগাদ আরও ৮ লক্ষ অর্থাৎ মোট ১৬ লক্ষ পরিবারকে আগামী বছর বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হবে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রথমে ঠিক ছিল, ১১ লক্ষ পরিবার বাড়ি তৈরির টাকা পাবে। কিন্তু সাইক্লোন সহ বিভিন্ন কারণে এই সংখ্যা ১২ লক্ষে পৌঁছেছে। ২৭ হাজারের বেশি টিম ৩৫ লক্ষের বেশি বাড়িতে সমীক্ষা করে স্বচ্ছ তালিকা তৈরির করেছে।' কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই মুহূর্তে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা ১ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রের তরফে ৬৯টি টিম পাঠিয়ে বিভিন্ন কাগজ চাওয়া হয়েছিল। আমরা সব দিয়েছিলাম। কিন্তু তাও রাজ্যকে বঞ্চিত করেছে কেন্দ্র। আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই, আমরা ভিক্ষা চাই না, আমরা ন্যায্য অধিকার চাই।'

> "এই মুহূর্তে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা ১ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রের তরফে ৬৯টি টিম পাঠিয়ে বিভিন্ন কাগজ চাওয়া হয়েছিল। আমরা সব দিয়েছিলাম। কিন্তু তাও রাজ্যকে বঞ্চিত করেছে কেন্দ্র।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**
> মুখ্যমন্ত্রী

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন তৃণমূলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই ভোটে মহিলা ভোটের একটা বড় অংশ নিজেদের কাছে টেনেছিল তৃণমূল। গত লোকসভা নির্বাচনেও তার সুফল পেয়েছে শাসকদল। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে নতুন করে ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে গ্রামীণ ভোটব্যাংক নিজেদের অনুকূলে রাখার মরিয়া চেষ্টা চালালেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভুয়ো কর্মীর ঠেলায় বিপাকে পুরসভা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : ভুয়ো কর্মীর ঠেলায় জেরবার বালুরঘাট পুর কর্তৃপক্ষ। পুরসভার কোনও কাজেই লাগেন না, অথচ প্রতি মাসে তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায় টাকা। এই ভুয়ো কর্মীদেরই এবার খুঁজে দিল বায়োমেট্রিক মেশিন। যার জেরে এক মাসে পুরসভার সঞ্চয় হল প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ওই ভুয়ো কর্মীদের খোঁজ পেতেই খানিকটা স্বস্তি ফিরেছে বালুরঘাট পুর কর্তৃপক্ষের মধ্যে। একইসঙ্গে এই বিপুল অর্থ এতদিন কেন খরচ করা হল, কাদের অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছে, তার তদন্ত দাবি করেছে বিরোধীরা।

দীর্ঘদিন বামেদের দখলে থাকা বালুরঘাট পুরসভা ২০১৩ সালে প্রথম দখল নেয় তৃণমূল। ওই সময় ৬৫০ জন কর্মীকে দৈনিক মজুরিতে নিয়োগ করে তৃণমূল বোর্ড। সেই কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সরব হন। কিন্তু বিরোধীদের হাজার অভিযোগ সত্ত্বেও এতদিন ভুয়ো কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি কেউ। ২০১৮ সালে তৃণমূল পরিচালিত ওই পুরবোর্ড এর মেয়াদ শেষ হলে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রশাসকদের হাতে ছিল পুরসভার ক্ষমতা। প্রশাসকরা চেষ্টা করেও ভুয়ো কর্মী ধরতে ব্যর্থ হন। ফলে এই বিপুল পরিমাণ কর্মীর খরচ বহনের দায়িত্ব এসে বর্তায় নতুন নির্বাচিত তৃণমূল বোর্ডের উপর।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৮০০ জন দৈনিক মজুরির শ্রমিক রয়েছে। তাদের পেছনে প্রতি মাসে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার বেশি নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করতে হয় পুরসভাকে। গত নভেম্বর মাস থেকে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে উপস্থিতি চালু হয়। আর এরপরেই দেখা যায় প্রায় ৮০ জনের উপরে কর্মীর কোনও পাত্তা নেই। বায়োমেট্রিক চালু হওয়ায় নভেম্বর মাসে প্রায় ১২ লক্ষ টাকার সঞ্চয় হয় পুরসভার। আর এরপরই ভুয়ো কর্মী নিয়ে তোলপাড় পড়ে যায়। যদিও কয়েকজন কর্মী নিজেদের ভুলে উপস্থিতি জানাতে পারেননি বলে চিঠি দিয়ে পুরপ্রধানকে তাদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

পুরপ্রধান অশোক মিত্রের বক্তব্য, 'আমরা স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করেছি। এর ফলে বেশ কিছু কর্মী উপস্থিতি *এরপর দশের পাতায়*

কাচের বোতল, দুধের প্যাকেটে ব্রাউন সুগার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : মাদক কারবারিদের ছলের অভাব হয় না। তাই প্রায় প্রতিনিয়তই পাচারের কৌশল বদল করছে কারবারিরা। পাচারের নতুন পন্থা দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছেন তদন্তকারি।

দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়ি-দার্জিলিংয়ের মধ্যে যাতায়াত করা ট্যুরিস্ট ক্যাবকেই ব্রাউন সুগার পাচারের নয়া ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে পাচারকারীরা। লক্ষ্য স্পষ্ট, সহজেই পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে, পাচারকারীদের কেউ খাদ্যসামগ্রীর কাচের বোতল, দুধের প্যাকেটের মধ্যে ব্রাউন সুগার পাচার করছে। কেউ আবার পাচার করছে কমার্সিয়াল ট্যাক্সিতে। যা নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য গোয়েন্দা পুলিশের অন্দরে।

তদন্তে উঠে আসছে

- গত বুধবার রাতে পানিশালা থেকে একটি গাড়ি থানায় এনে রাখা হয়
- যা ট্যুরিস্ট ক্যাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা তদন্তকারীদের প্রাথমিকভাবে নজর এড়িয়ে যায়
- তদন্তে নেমে আটক হওয়া গাড়িটি ভালোভাবে খতিয়ে দেখতেই রহস্যভেদ করেন তদন্তকারীরা
- গোয়েন্দারা জানতে পারেন কাঁচের বোতল, দুধের প্যাকেটে মাদক পাচার হচ্ছে

গত বুধবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পানিশালা টোল প্লাজা এলাকা থেকে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ এক কেজির কিছু বেশি ব্রাউন সুগার সহ সুনীল সাউ নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। যার বাজারমূল্য কোটি টাকা। ধৃত শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। আটক হয় একটি গাড়ি, দুটি মোবাইল ফোন। ধৃতকে সোমবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ কোর্টে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ধৃতের পিছনে বড়সড়ো চক্রের হাত থাকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। এছাড়াও কোথায়, কার কাছে মাদক যাচ্ছিল, কোন জায়গা থেকে পাচার হয়ে আসছিল, এমন বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

অন্যদিকে, ব্রাউন সুগার পাচার কাণ্ডের তদন্তে মিলল প্রতিবেশী জেলা মালদা ও মুর্শিদাবাদের যোগসূত্র। যা নিয়ে শুরু হয়েছে জোরদার জল্পনা। গত অগাস্ট মাসে রূপাহার *এরপর দশের পাতায়*

এডিশন স্পেশাল

স্টল বাড়তে পারে মালদা বইমেলায়

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

মন খারাপ পিকনিকে আগ্রহীদের

বিস্তারিত তিনের পাতায়

বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরের দাপট

বিস্তারিত চারের পাতায়

সীমান্তের রাস্তায় নিষেধাজ্ঞা

বিস্তারিত দশের পাতায়

সেরা ভোডাফোন আইডিয়া

নিউজ ব্যুরো

১৭ ডিসেম্বর : কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে ৪জি নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সেরা পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ভোডাফোন আইডিয়া (ভিআই)। ওপেনসিগন্যাল'স ৪জি নেটওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স রিপোর্ট, নভেম্বর ২০২৪-এ এমনই দাবি করা হয়েছে। ডেটা থেকে ভয়েস, ভিডিও- সবরকম প্যারামিটার ধরেই এই সমীক্ষা করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ভিআই ৪জি ডেটা সর্বোচ্চ গতিতে কাজ করেছে। এছাড়া ৪জি ভিডিও, গেমিং অভিজ্ঞতা সবই খুব ভালো। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, ৪জি ভয়েস অ্যাপের ক্ষেত্রেও শীর্ষে রয়েছে ভিআই।

ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। ভালো মানের ডিজিটাল ক্যামেরা (ডিএসএলআর/মিররলেস) থাকা আবশ্যিক। যোগ্য প্রার্থীরা ২৫ ডিসেম্বর (২০২৪)এর মধ্যে নিজের তোলা পাঁচটি নমুনা ছবি সহ বায়োডাটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন। সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

E-mail : jobs.uttarbanga@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

রোদ্দুর-ময়না কি জানতে পারবে আসল অভিযুক্তের নাম?
পুবের ময়না বিকেল ৩.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.২০ রক্তবীজ, সন্ধে ৭.১০ সংগ্রাম রাত ১০.১৫ অন্যায় অবিচার
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ আক্রোশ, ২.৩০ পুত্রবধূ, বিকেল ৪.৫৫ মায়ের আশীর্বাদ, রাত ৯.২৫ মেজ বউ, ১১.২৫ হীরক রাজার দেশে
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ তোমাকে চাই, দুপুর ১.০০ অন্নদাতা, বিকেল ৪.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধে ৭.৩০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.৩০ অমানুষ-২
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্বামীর আদেশ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পথ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নাগরিক
জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৩ হিরো-দ্য বুলেট, ২.৫০ জেট্টি, বিকেল ৫.১৯ রুদ্রঙ্গী, সন্ধে ৭.৫৫ ভীমা, রাত ১০.৪৪ জাল-দ্য ট্র্যাপ
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৭ গ্রেট গ্র্যান্ড মস্তি, দুপুর ১.১৫ বাগী, বিকেল ৩.৫৪ কৃশ, সন্ধে ৭.৩০ ড্রিম গার্ল, রাত ১০.০৯ রাবণাসুরা
জি ক্লাসিক : দুপুর ১.০৮ অমৃত, বিকেল ৪.০২ ঘর জামাই, সন্ধে ৭.০০ রূপ কি রানি চোরোঁ কা রাজা, রাত ১০.৩০ আপ কে দিওয়ানে
সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.৩৭ ২০১২, বিকেল ৩.১৮ জন র‍্যাম্বো, ৪.৫২ দ্য ৩৫৫, সন্ধে ৬.৫৯ স্যান অ্যানড্রিজ, রাত ৯.০০ ওয়ান্ডার উওম্যান ১৯৮৪, ১১.৩৮ প্যাসিফিক রিম

রক্তবীজ বিকেল ৪.২০ জলসা মুভিজ

বাগী দুপুর ১.১৫ অ্যান্ড পিকচার্স

ইনটু দ্য ব্লু বিকেল ৩.১৮ মুভিজ নাউ

অমানুষ-২ রাত ১০.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমায়

দমকলের জমিতে বিদ্যুতের সাব-স্টেশন

কালিয়াচক, ১৭ ডিসেম্বর : কালিয়াচকের যদুপুরে তৈরি হবে বিদ্যুতের সাব-স্টেশন। বুধবার সাব-স্টেশনের জন্য জমি পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সঙ্গে ছিলেন এসডিও পঙ্কজ তামাং, কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের বিডিও সত্যজিৎ হালদার, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কামাল হোসেন প্রমুখ। এই জমিতে দমকল কেন্দ্র তৈরি হওয়ার কথা ছিল। সেই জমিতে হবে বিদ্যুতের সাব-স্টেশন। দমকলকেন্দ্রের জায়গা রদবদল করা হচ্ছে। দমকলকেন্দ্র তৈরি হবে যদুপুর হাসপাতাল সংলগ্ন জায়গায়। সেখানে প্রায় দুই একর জমি রয়েছে। একপাশে হাসপাতাল এবং এক পাশে দমকল কেন্দ্র হলে অনেক সুবিধা হবে বলে প্রশাসনিক কর্তাদের ধারণা।

বিদ্যুতের সাব-স্টেশন এবং দমকল কেন্দ্রের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়ে রয়েছে। বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের কাজ শুরু হবে কিছুদিনের মধ্যেই। তবে দমকল কেন্দ্রের জায়গাটি নিয়ে এখনও দ্বিধা দ্বন্দ্বে রয়েছে অনেকেই। কারণ তার থেকেও যদি ভালো জায়গা জাতীয় সড়কের ধারে পাওয়া যায় তাহলে সেই জায়গাটিকেই বেছে নেওয়া হবে।

যদিও যদুপুর হাসপাতালের জায়গাটির সীমানা নির্ধারণ করার জন্য ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ব্লক আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'যদুপুর হাসপাতালের পাশে দুই একর জমিতে দমকলকেন্দ্র তৈরি করা যেতে পারে। জায়গাটি দেখার পর কাজ শুরু হবে।'

> **মন্ত্রীর ঘোষণা**
>
> দমকলকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিদ্যুতের সাব-স্টেশনের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে কাজ শুরু হবে।
>
> **সাবিনা ইয়াসমিন,** মন্ত্রী

সুডার সতর্কবার্তায় সাফাইয়ের উদ্যোগ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : সাফাই নিয়ে পুরসভার গাফিলতির ভার আর নেবে না স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি অর্থাৎ সুডা। রাস্তায় আবর্জনা পড়ে থাকার দায় নিতে হবে পুরসভাকেই। সেইসঙ্গে আর্থিক জরিমানার টাকাও গুনতে হবে। সুডার তরফে এমনই নির্দেশিকা জারির পরেই নড়েচড়ে বসেছে ইংরেজবাজার পুরসভা।

স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে ভারতবর্ষের প্রতিটি শহরের পুরসভা ও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনগুলিতে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছে কেন্দ্র। শহরের কোথাও আবর্জনা ফেলে রাখা যাবেনা। যদি কোনও শহরে আবর্জনা ফেলে রাখে এবং এনিয়ে অভিযোগ করা হলে, তাহলে সেই পুরসভার বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা করবে কেন্দ্র। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের টাকাও আটকে যাবে। এতদিন আবর্জনা নিয়ে পুরসভাগুলোর আর্থিক জরিমানার টাকা পরিশোধ করে আসছিল স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)। এনিয়ে দীর্ঘ কয়েকবছর ধরেই পুরসভাগুলিকে সতর্ক করে আসছিল সুডা। প্রতিটি পুরসভাকে দ্রুত নিজস্ব ভাগাড় তৈরি এবং আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প চালু করে আবর্জনামুক্ত শহর গড়ে তুলতে হবে যাতে আর্থিক জরিমানার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। এনিয়ে পুরসভাগুলির গড়িমসি ভাবে তিতিবিরক্ত সুডা কর্তারা।

আবর্জনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআইসি শুভময় বসু জানান, 'শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ইংরেজবাজার পুরসভার সাফাইকর্মীরা দিনরাত কাজ করে চলেছেন। এতদিন বাড়ি বাড়ি থেকে সংগৃহীত আবর্জনা ওয়ার্ডেরই অস্থায়ী ভাগাড়ে ফেলা হচ্ছিল। এবার থেকে রাস্তায় আবর্জনা আর ফেলা হবেনা। আমাদের ট্রলি রাখা থাকবে। সাফাইকর্মীরা পৃথকীকরণ করে সরাসরি আবর্জনা ট্রলিতে ফেলবেন।'

পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী জানান, 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তুলতে আমরা বহু আগে থেকেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। শহর সাফাই এখন দিনে দুবার করা হয়। বাড়ানো হয়েছে ট্রলির সংখ্যা। আমরা চেষ্টা করছি যাতে মূল সড়ক ছাড়াও শহরের ভিতর থেকেও আবর্জনা নেওয়ার। বাড়ানো হয়েছে সাফাইকর্মীর সংখ্যাও।'

অপহরণে ধৃত অভিযুক্তের কাকা

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : এক নাবালিকাকে অপহরণ করে বিক্রি করার অভিযোগে মূল অভিযুক্তের কাকাকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আইনুল হক (৩৪)। মঙ্গলবার ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিশেষ কোর্টে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সম্প্রতি ওই নাবালিকাকে অপহরণ করে অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠে। নাবালিকার পরিবার রায়গঞ্জ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে অপহৃত ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের কাকাকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ।

বধূ নির্যাতনে গ্রেপ্তার স্বামী

বৈষ্ণবনগর, ১৭ ডিসেম্বর : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম সানারুল ইসলাম। তার বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন স্ত্রী রোকেয়া বিবি। শ্রীকস্তি থেকে মঙ্গলবার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

২০২৩-এর ২৮ অক্টোবর গৃহবধূ রোকেয়া বিবি বৈষ্ণবনগর থানায় তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ মঙ্গলবার ভোরে শ্রীকস্তি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে।

ব্যম্বু মিশন প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রকে নালিশ সুকান্তর

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় ব্যম্বু মিশন প্রকল্পে লাভের মুখ দেখেছে অসম, ত্রিপুরা। অথচ, রাজ্য সরকারের জন্য বাংলায় এই প্রকল্প কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না বলে কেন্দ্রকে চিঠি দিলেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'কৃষি উন্নতি যোজনার অধীনে বাম্বু মিশনকে অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্র। রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে অবগত করার পরেও তারা কোনও আগ্রহ দেখায়নি। কোনও নোডাল এজেন্সি তৈরি করেনি।' উত্তর- পূর্বের অসম, ত্রিপুরা বাঁশের সামগ্রী তৈরি করে আর্থিকভাবে সফল হয়েছে। এমনকি ভিনদেশে রপ্তানি হচ্ছে। চিঠিতে বিষয়টি উল্লেখ করে সুকান্ত মজুমদার লেখেন, এমনকি বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'নর্থ ইস্ট কেন অ্যান্ড বাম্বু ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোর সঙ্গে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং বাংলাকে যুক্ত করার কাজ চলছে।' সুকান্ত মজুমদারকে পাঠানো চিঠিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং লেখেন, 'নর্থ ইস্ট কেন অ্যান্ড ব্যম্বু ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের নোডাল এজেন্সির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডে ব্যম্বু মিশনের কাজ চলবে। এর ফলে উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গে বাঁশের সামগ্রী তৈরি প্রশিক্ষণ, তৈরি এবং বিপণন করে আর্থিক উন্নয়ন হবে।'

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিওএন/২০২৪/এনওডি/০৫, তারিখ ঃ ২৫-১১-২০২৪ -এর জন্য সংশোধনী - ১

টেন্ডার নং.ঃ সিই/সিওএন/কেএম/এমআইএস/২০২৪/১২ -এর জন্য সংশোধনী -১ জারি করা হয়েছে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিই/সিওএন-৫, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/নভেম্বর/০৬ তারিখঃ ২৯-১১-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী-১

টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/কেকে/এমআইএস/২০২৪/১৩ এর বিপরিতে সংশোধনী-১ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/৫
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-TENDER NOTICE

Tender Reference No. CGEC/NIT-12(a)/2024-25, CGEC/NIT-12(b)/2024-25, CGEC/NIT/13/2024-25, CGEC/NIT-14/2024-25, CGEC/NIT-15/2024-25 For supply of Laboratory Equipment, Mess employee, Conduction of Nirman Sahayak Program, Jungle cutting etc. For details visit : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Principal, Cooch Behar Govt. Engg. College

NOTICE INVITING E-TENDER

Sealed PERCENTAGE RATE E-Tenders are hereby invited vide NIT No WBBCWD/102/PO-APD/2024-2025 Dated :- 16.12.2024 for various civil works of this office from the bonafide, eligible contractors as specified in details. For more details visit District website www.alipurduar.gov.in/wbtenders.gov.in

Sd/-
PO cum DWO, BCW & TD
Alipurduar

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী নন্দলাল আগরওয়াল, পিতা স্বর্গীয় বাবুলাল আগরওয়াল Q3 স্পেস টাউন, সেবক রোড, থানা- ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। ডাওয়াগুড়ি মৌজায় I-1441/19 নং দলিল মূলে সুব্রত পালের নিকট হইতে 579 ও 581দাগের মধ্যগত 19 Decimal জমি 06/05/2014 ইং তারিখে বুক IV-72/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে দোলন রানী পাল ও কাঞ্চনরানী পালের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং AMN/0801/2024/19760 Mutation Case মূলে কোচবিহার ১ নং B.L&L.R.O. Office-এ রেকর্ড-এর জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয়ে কারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে কোচবিহার ১ নং B.L&L.R.O. Office-এ যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

Alipur-I Gram Panchayat
Kaliachak, Malda

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the undersigned for the development work in of Alipur-I Gram Panchayat. For more details please visit www.wbtenders.gov.in

Ref TENDER ID-2024_ZPHD 786083_1 & TENDER ID-2024_ZPHD_786080_1& TENDER ID-2024_ZPHD_786077_1 to 3 eNIT Published Date & Bid Submission Start Date 17-12-2024, Bid Submission End Date- 27-12-2024, Technical Bid Opening Date- 30-12-2024

Sd/-
Prodhan
Alipur-I Gram Panchayat

সেতু কাজের পুনর নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১১০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ৩৫-এপি-II-২০২৪। কাজের নামঃ ফকিরাগ্রাম জংশন-গোলকগঞ্জ জংশনের মধ্যে ২০/৭-৮ কিলোমিটারে ১x২.৫০ মিটার আরসিসি বক্স কালভার্টের দ্বারা সেতু নং.-১২এ (১x১.৮৩ মিটার স্ক্রিক আর্চ) এর পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,২৫,২৭,১৯৯.৭৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬২,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৩৪, তারিখ ১৩.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : "তিন বছরের মেয়াদের জন্য ভাগলপুরের ১০টি এবং মালদা টাউনে ৩০টি আরএমপিইউ ধরনের এসি কোচের ফেডার্স লয়েডস/লয়েডস/সিডওয়াল/ইনটেক/অমিত/দৌলতরাম/স্টেস্যালাইট ইত্যাদি নির্মিত প্ল্যান্টের বার্ষিক সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য : ১,১৯,৪৯,২৮৮.৯৪ টাকা। বায়না অর্থ : ২,০৯,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ২৩.১২.২০২৪ তারিখ থেকে ০৬.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট — www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। MLD-167/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বাতিল

বর্তমান কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে ট্রেন পরিচালনায় সামাল দিতে, **১৫৭০৯/১৫৭১০ মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.১২.২০২৪ থেকে ২৮.১২.২০২৪) **বাতিল** থাকবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

PUBLIC NOTICE

Memo No. 3706/15-vehicle Dated 17.12.2024

It is hereby informed that the under mentioned seized vehicles are lying unclaimed in the custody of the Forest Department in connection with different forest offences. Claimants if any, are requested to appear in person before the undersigned at office chamber on 06.01.2025 with valid documents, otherwise the vehicles will be confiscated to the State of West Bengal under Section 59A of Indian Forest (West Bengal Amendment, 1988) Act, 1927.

Sl. No.	Vehicle No.	Vehicle Type
1.	WB-6363A/1555	TATA ACE MEGA
2.	WB-63/8832	TATA ZENON PICK UP
3.	NL01D/7599	TRUCK
4.	WB-64A/0910	MARUTI 800
5.	WB-70A/3335	MARUTI VAN
6.	WB-64A/2855	MARUTI VAN
7.	WB-73C/8424	TATA-407
8.	WB-73B/5031	BOLERO CAMPER
9.	WB-64J/3032	MOTOR CYCLE
10.	WB-70A/9922	MARUTI 800

SD/- Authorised Officer, District of Cooch Behar
&
Divisional Forest Officer, Cooch Behar Division.

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তাং. ১৩.১২.২০২৪
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য দুই পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৪টি এসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। www.ireps.gov.in-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। নিলাম ক্যাটালগের বিশদ ঃ (১) নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২ডি। ট্রেন ঃ ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৩টি এসএলআর। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ২৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। (২) নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২ই। ট্রেন ঃ ট্রেন নং. ১২৩১১ হাওড়া-কালকা নেতাজী এক্সপ্রেসের এফএসএলআর-১। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ৩০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-487/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

"গ্রিড কানেক্টেড" সৌর ফটো ভোল্টাইক মডিউল স্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল/২৯/আরটি১৭_২০২৪/কে/১০৪০, তারিখ ঃ ১২-১২-২০২৪; টেন্ডার নং. ঃ আরটি১৭_২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে "গ্রিড কানেক্টেড" (অন গ্রিড) সৌর ফটোভোল্টাইক মডিউল স্থাপন (ফেজ- I)। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮,৩০,৮৫,০৫০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৫,৬৫,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের শেষ তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৬-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এবং সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./৫২ অফ ২০২৪ তারিখঃ ১১-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. [illegible] এবং সময়ঃ ০৯-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৯-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ অর্থাৎ ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ভর্তি

নতুন শিক্ষাবর্ষে চৌধুরীহাট শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি চলিতেছে। আসন সংখ্যা সীমিত। যোগাযোগের মোবাইল নম্বর- 9932920941/ 9932966039. (D/S)

কর্মখালি

Security Guard চাই, ৮ ঘণ্টা Duty, Salary- ৯৫০০/-, O.T Extra. থাকা ও খাওয়ার সুবিধা আছে। Tailor কাজের মেয়ে চাই। Mob : 8967577096. (C/113635)

Marketing Manager

For Siliguri OPD branch of Institute of Neurosciences Kolkata. To meet doctors in North Bengal for brain and spine surgeries referral. Payment terms negotiable (on incentive basis only). Contact : Oindrila Moitra 8207220666. (C/113952)

ব্যবসা-বাণিজ্য

কম দামে কেজি দরে ঢেউ টিন পাওয়া যাচ্ছে। (M) 9832387689. (C/113933)

ত্যাজ্যপুত্র

আমি তুলসী মোদক ৫/১২/২৪ তারিখে APD EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলে বিকাশ মোদক-কে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করিলাম। (C/113720)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে A+ কিডনিদাতা চাই। 25-45 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9674258565. (C/114209)

•

কিডনি চাই, A+, বয়স 30-45, পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর : 8016140555. (C/114210)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম ভুল থাকায় 09-12-2024 Jal EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Alkash Uddin এবং Alkash Rahaman একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/113636)

•

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 04.12.2024 কোচবিহার সদর নোটারি অ্যাফিডেভিট বলে Rejwan Mia এবং Rahim Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল। আমার ছেলের শুভ নাম Rejwan Mia। জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং - B/2024/1466716, Dt. 04.11.24. Golenowhati, Sitalkuchi, কোচবিহার। (C/113132)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No WB6920040865384)-এ নাম ভুল থাকায় ১৬/১২/২০২৪ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No 01AC 918193) বলে আমার নাম সংশোধন করে Rakhal Ch Mondal, পিতা- Lt. B.C Mondol থেকে Rakhal Chandra Mandal, পিতা- Lt. Brajendra Chandra Mandal করা হল। (C/113719)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি বিপুল ঠাকুর, পিতা- রামেশ ঠাকুর, গ্রাম- উত্তর মেন্দাবাড়ি, থানা- কালচিনি, জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট (No 860/Kal) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 8837214801. (C/113718)

•

আমি তারক পাল, পিতা মৃত প্রমোদ পাল, সাইগ্রাম শিবমন্দির, পোস্ট ঃ কদমতলা। আমার মা মৃত আরতি পালের জমির আসল দলিল কপি হারিয়ে গেছে যাহার নম্বর 1640, তারিখ 01-03-1989, যদি কেউ পেয়ে থাকেন এই নম্বরে কল করবেন 9733350838. (C/114211)

•

আমি, কুমদা দাস, স্বামী প্রয়াত সুবল চন্দ্র দাস, ঠিকানা ঃ হাসপাতাল পাড়া, পোস্ট ও থানা- ইসলামপুর, জেলা- উত্তর দিনাজপুর- 733202, (W.B.)। আমি বিক্রয় দলিল হারিয়েছি (নং- 3877/2013) এবং বায়নানামা (নং- 2238/2013), জিডিই- নং- 253, Dt.- 05/12/2024, পি.এস.- ইসলামপুর। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন। - M : 7001618998. (S/N)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অযথা দুশ্চিন্তা বাদ দিন। কোনও কারণে অর্থ খরচ হতে পারে। প্রেমে শুভ। বৃষ : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। অফিসে সহকর্মীরা ভুল বুঝতে পারে। মিথুন : বাবার জন্য দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কর্কট : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বাড়বে। সিংহ : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। প্রেমে শুভ। কন্যা : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। তুলা : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের আগমনে আনন্দ। হারানো জিনিস ফেরত পেতে পারেন। বৃশ্চিক : পথে আজ বিতর্কে জড়ালেই সমস্যা বাড়বে। সন্ধের পর ভালো খবর পেতে পারেন। ধনু : রাস্তায় খুব সতর্ক হয়ে চলুন। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। মকর : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য। নতুন অফিসে আজ যোগ দিতে পারেন। কুম্ভ : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। মেয়ের চাকরি পাওয়ার সংবাদে স্বস্তি। মীন : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ২ পুহ, সংবৎ ৩ পৌষ বদি, ১৫ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৭, অঃ ৪।৫১। বুধবার, তৃতীয়া দিবা ১২।৪। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ৩।৩৬। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ১০।৩২। বিষ্টিকরণ দিবা ১২।৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১২।৭ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৩।৩৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১২।৪ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৮।৫৬ গতে ১০।১৫ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৫৬ গতে ৪।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।২৮ গতে অগ্নিকোণে ইশানেও নিষেধ, দিবা ১২।৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭। ৪৮ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১০।৩৯ গতে ১২।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৭ গতে ৬।৫০ মধ্যে ও ৮।৩৭ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৬ গতে ৭।৪৮ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবন ও জীবিকা।। জয়ী সেতুতে ছবিটি তুলেছেন হলদিবাড়ির পূর্ণেন্দু রায়।

প্রকৃতি রক্ষায় উদ্যোগ • কোথাও আবেদন নীতি, কোথাও নিষেধাজ্ঞা বনভোজনে

বিগত কয়েক বছর ধরে লাগাতার গাছ কাটা হচ্ছে। ফলে ভারসাম্য হারাচ্ছে পরিবেশ। যার প্রভাব পড়ছে আবহাওয়া এবং জলবায়ুতে। এবার প্রকৃতি রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। সেই কারণে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টিজলের বন মালদার হিজল বনকে বাঁচাতে চিঠি দেওয়া হয়েছে বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডকে। অন্যদিকে, একই উদ্দেশ্যে পিকনিক বন্ধের পোস্টার ছেয়েছে বালুরঘাটের ফরেস্টে।

বাদাবনকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি

> আমরা শেষমেশ আরটিআই করে হিজল বন নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি কী জানতে চেয়েছিলাম। তার কিছু উত্তর পেয়েছি, কিছু এখনও পাইনি। সঙ্গে মালদার হবিবপুরের হিজল বনকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি জানিয়েছি।
> **রূপক দেবশর্মা**, সম্পাদক

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : অবশেষে নড়েচড়ে বসল জেলা প্রশাসন। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টিজলের বাদাবনকে বাঁচাতে উদ্যোগ নেওয়া হল। সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের তরফে বাদাবন তথা হিজল বনকে বাঁচাতে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, জেলার পরিবেশপ্রেমীরা মালদার হবিবপুরের হিজল বনকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি তুলেছেন। ডিএফও জিজু জিসপার জানিয়েছেন, 'হিজল বন বাঁচাতে বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হবে।'

মালদা জেলার পরিবেশপ্রেমী সংস্থা 'সহকার'-এর সদস্যদের দাবি, গত বছর হিজল বনের কাঁটাতারের ওপারে আগুন লাগার পর ওই এলাকায় সার্ভে করা হয়। ওই সমীক্ষায় উঠে আসে, বেশ কিছু সংরক্ষিত জায়গায় চাষবাস হচ্ছে। এরপরে সংগঠনের কর্তাদের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, এভাবেই এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম হিজল বন কি হারিয়ে যাবে? 'সহকার'-এর সম্পাদক রূপক দেবশর্মা বলেন, 'আমরা শেষমেশ আরটিআই করে হিজল বন নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি কী জানতে চেয়েছিলাম। তার কিছু উত্তর পেয়েছি, কিছু এখনও পাইনি। সঙ্গে মালদার হবিবপুরের হিজল বনকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি জানিয়েছি।'

মালদায় বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর হবিবপুর ব্লকের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সিঙ্গাবাদ-তিলাসনে বিশাল এলাকাজুড়ে রয়েছে মিষ্টি জলের হিজল বন। ১৮১০ সালে তৎকালীন বৃটিশ সার্ভেয়ার ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টনের সমীক্ষায় গঙ্গা তীরবর্তী বাংলার পূর্বাংশে টাঙন ও পুনর্ভবা নদীর নিম্নাংশে দশ থেকে বারো মাইল চওড়া এবং ১০০ বর্গমাইল লম্বা জলা জঙ্গলের কথা লিখে গিয়েছেন। পরবর্তীতে ১৮৭৬ সালে হান্টারের জেলার সমীক্ষাতেও এই হিজল বনের হদিস মেলে। ১৯১৪ এবং তৎপরবর্তী মালদা জেলার গেজেটেও মালদার দক্ষিণ-পূর্বাংশে এই বনভূমির উল্লেখ আছে। এই জটিল বৈচিত্র্যময় বাস্তুশৃঙ্খলকে ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালে দুটি সরকারি আদেশনামায় বনাঞ্চল বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃতি দেয়।

স্থানীয় এলাকার প্রবীণদের মুখ থেকে জানা যায়, একসময় এইসব জঙ্গলে প্রচুর বাঘ থাকত। হ্যামিল্টন ও কার্টারের বিবরণেও আঠারো শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বাঘ, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, মঙ্গুস, বাঘরোল, উদবিড়াল, শিয়াল, হায়না, বুনো শুয়োর, বুনো মহিষ, বড় হরিণ বা গাউর, সম্বর ও চিতল হরিণ দেখা যেত। দেখা যেত বিপুল সংখ্যক পাখি। এখন শুধু রয়েছে একটা জলাভূমি, যেখানে শীতের সময় সামান্য পরিযায়ী পাখি আসে। পরিবেশপ্রেমী তাপস কুণ্ডুর অভিযোগ, 'শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ ওই জলাভূমির আয়তন কমে অর্ধেক হয়েছে। মজে গিয়েছে কচুরিপানায়। তাই আজ পাখিরা আর তেমন আসে না।'

গাজোল বন দপ্তরের রেঞ্জার লতিফ শেখ জানিয়েছেন, 'এই এলাকায় মাইকিং করে পশু ও পাখি শিকার বন্ধ করতে বার্তা দেওয়া হয়েছে। বনাঞ্চলে পিকনিকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।'

এই বাদাবন বাঁচাতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার।

মন খারাপ পিকনিকে আগ্রহীদের

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : চড়ুইভাতির মরশুমে মন খারাপ করা খবর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসিন্দাদের জন্য। বন দপ্তরের অধীনে থাকা বনাঞ্চলগুলিতে পিকনিকে নিষেধাজ্ঞা জারি করল বালুরঘাট বন দপ্তর। দ্রুত বিভিন্ন ফরেস্টে লাগানো হবে নিষেধাজ্ঞার পোস্টার। বিগত কয়েক বছর থেকেই বন দপ্তরের অধীনে থাকা ফরেস্টগুলিতে পিকনিকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

পরিস্থিতি দেখে বালুরঘাট সহ জেলার বাসিন্দারা বিকল্প পিকনিক স্পট খুঁজছেন। জানা গিয়েছে, বালুরঘাট বন দপ্তরের অধীনে রয়েছে ডাঙা ও দোগাছি ফরেস্ট। যেগুলিতে বিগতদিনে পিকনিকের ভিড় দেখা যেত। তবে বিগত কয়েক বছর থেকে ওই সব বনাঞ্চলে পিকনিকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শুধু বালুরঘাট নয়ড় তপন ব্লকে রয়েছে পাহাড়পুর ফরেস্ট, গোফানগর ফরেস্ট। সেগুলিতেও পিকনিক বন্ধের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এমনকি বালুরঘাট, তপন, কুমারগঞ্জ, হিলি ব্লকের আশপাশের বন দপ্তরের অধীনে কিছু বনাঞ্চল রয়েছে।

ফলে সেই জায়গাগুলিতে আর পিকনিক করা যায় না। এদিকে বালুরঘাট শহরের মধ্যে কোথাও জায়গা নেই। শহর লাগোয়া আরণ্যক পার্কও বন্ধ। বালুরঘাটের আশপাশে একটাই ভরসা ডাঙ্গি ফরেস্ট। তাই প্রতিবছর ডাঙ্গিতে ব্যাপক ভিড় হচ্ছে। কিন্তু ওই ডাঙ্গি ফরেস্টে অব্যবস্থার শেষ নেই। নেই শৌচালয়, নেই জলের ব্যবস্থা। ফলে পিকনিক করতে আসা লোকজন সমস্যায় পড়ছেন।

বনাঞ্চলগুলিতে পিকনিকের ফলে পশুপাখিদের সমস্যা হত। তারস্বরে ডিজে বাজানো ও যেখানে সেখানে নোংরা ফেলার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছিল। যা নিয়ে সরব হয়েছিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। এরপরই গত চার-পাঁচ বছর ধরে পিকনিকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে বন দপ্তর। এবিষয়ে বালুরঘাটের বাসিন্দা সুদীপ সরকারের আক্ষেপ, 'গত কয়েক বছর ধরে বন দপ্তরের ফরেস্টগুলিতে

> বন দপ্তরের অধীনে ফরেস্টগুলিতে কোনওভাবেই পিকনিক করা যাবে না। এনিয়ে আমরা ফরেস্টগুলির মুখে পোস্টার দেব, যাতে কেউ পিকনিক করতে না আসে।
> **তাপস কুণ্ডু**
> রেঞ্জ অফিসার

পিকনিক করতে দেওয়া হয় না। একটা সময় এই সব বনাঞ্চলে প্রচুর পিকনিক হত। শহর ঘেঁষা আরণ্যক পার্ক বন্ধ। এখন সকলের একমাত্র ভরসা ডাঙ্গি ফরেস্ট। কিন্তু সেখানে আবার সুব্যবস্থা নেই। একটি বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা দরকার।'

ভাটপাড়া পঞ্চায়েতের প্রধান নীলিমা বর্মন বলেন, পিকনিকে আসা সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয় তার জন্য এবার পর্যাপ্ত জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। আগামীতে ডাঙ্গি ফরেস্টকে আরও ভালো করে গড়ে তোলা হবে।

বচসা নিয়ে মুখে কুলুপ প্রশাসনের

পথসভায় পুলিশি বাধা প্রতিবাদীদের

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথসভা করতে গিয়ে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হলেন আরএসপির কর্মী-সমর্থকরা। অভিযোগ, মঙ্গলবার বালুরঘাট থানা মোড়ে পথসভা শুরু করতেই পুলিশ এসে তা বন্ধ করে দেয়। যা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন আরএসপি নেতৃত্ব। আরএসপির জেলা সম্পাদিকা সুচেতা বিশ্বাসের প্রশ্ন, 'কেন পথসভার অনুমতি দেওয়া হল না?' এই অবস্থায় শুধু মিছিল করে এর প্রতিবাদ জানান আরএসপি নেতৃত্ব। অপরপক্ষে এই ঘটনা নিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছে বালুরঘাট পুলিশ, প্রশাসন।

আরজি কর কাণ্ডে সিবিআই চার্জশিট জমা দিতে না পারায় জামিন পেয়েছেন অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডল। এরপরই বিজেপি-তৃণমূল সেটিং-এর তত্ত্ব খাড়া করে সরব হয়েছেন বাম সহ অন্য বিরোধীরা। তারই জেরে এদিন 'আরজি কর কাণ্ডের বিচার কোথায়?' তৃণমূল ও সিবিআইয়ের কাছে তার 'উত্তর' চাইতে বালুরঘাট থানা মোড়ে পথসভার আয়োজন করা হয় আরএসপির তরফে।

মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে বালুরঘাট থানা মোড়ে এনিয়ে প্রতিবাদ পথসভা ও মিছিলের ডাক দেয় আরএসপি। উপস্থিত ছিলেন আরএসপির জেলা সম্পাদক সুচেতা বিশ্বাস প্রমুখ। লাগানো হয়েছিল মাইক। এমন সময়ে তালভঙ্গ। যথাসময়ে সকলে পথসভার জন্য উপস্থিত হলেও তা করার অনুমতি পাননি দলের সদস্যরা। জেলা প্রশাসনিক ভবনে মিটিং চলছে তাই পথসভা করা যাবে না।

আরএসপি কর্মীদের মিছিল। মঙ্গলবার। -মাজিদুর সরদার

এমনটাই জানানো হয় পুলিশের তরফে। ফলে বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা প্রায় ৬টা পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল সকলে। অবশেষে সভা না করে খালি গলায় শুধু মিছিল করেন আরএসপি নেতৃত্ব। প্রতিবাদ জানানো হয় অনুমতি না মেলার।

সম্পাদিকা সুচেতা বিশ্বাসের বক্তব্য, 'এমন ছোট সভার জন্য সাধারণত অনুমতি নিতে হয়নি। এর আগেও এমন বহু সভা করা হয়েছে। কিন্তু আজকে পথসভা করতে দেওয়া হয়নি। সভা শুরু করতেই তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারও অঙ্গুলিহেলনেই হয়তো আজকের এই সভা করতে দেওয়া হয়নি। এনিয়ে আগামীতে আরও প্রতিবাদ করা হবে।' অন্যদিকে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ জানান, 'এনিয়ে কোনও অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

আদিনায় প্রশাসনের জবরদখল উচ্ছেদ

ভাঙা হচ্ছে রাস্তার পাশের নির্মাণ। মঙ্গলবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

গৌতম দাস

গাজোল, ১৭ ডিসেম্বর : জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মালদা জেলার ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম রাস্তা সংস্কার, ড্রেন নির্মাণ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে আদিনা মসজিদের প্রবেশপথে সুদৃশ্য তোরণ, পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রীর দোকান প্রভৃতি।

এছাড়াও পর্যটকদের জন্য আদিনা বাসস্ট্যান্ডে তৈরি করা হচ্ছে অত্যাধুনিক শৌচালয়। এই কাজের জন্য আদিনা বাসস্ট্যান্ড থেকে ইকোপার্ক পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে জবরদখলকারীদের সরানোর উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রশাসনের তরফে সরকারি জায়গায় থাকা দোকানগুলি সরিয়ে রাস্তা চওড়া করার কাজ শুরু হয় জোরকদমে। এই কাজে প্রশাসনকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন স্থানীয়রাও।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জেলার ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম আদিনা মসজিদ। রয়েছে একলাখি মসজিদ বা গোলঘর, তার পিছনে ছোট সোনা মসজিদও। কয়েকশো মিটার দূরে রয়েছে ছোট ও বড় দরগা। রয়েছে সুলতানি আমলের সেলামি দরওয়াজা।

সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠেছে সাজানো গোছানো ইকোপার্ক। পর্যটকরা যাতে মসৃণভাবে এই সমস্ত জায়গায় যাতায়াত করতে পারেন তার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ঢোকার মুখে রাস্তার ধারে স্থানীয় মানুষজন যেসব সরকারি জায়গা দখল করেছিলেন, সেগুলি এদিন প্রশাসনের তরফে আর্থমুভার দিয়ে ভাঙার কাজ শুরু হয়। কিছুদিন আগেই জবরদখলকারীদের জায়গা খালি করার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে অনেকে জায়গা ফাঁকা করে দিয়েছিলেন। যাঁরা নিজেরা সরাতে পারেননি, এদিন প্রশাসনের তরফে তঁদের সরিয়ে দেওয়া হল।

এদিনের উচ্ছেদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন, ভূমি দপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা।

বৈষ্ণবনগরে বোমাবাজির মামলায় ধৃত

বৈষ্ণবনগর, ১৭ ডিসেম্বর : এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল ও বোমাবাজির মামলায় মঙ্গলবার ভোরে একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নুর আলম। বাড়ি দাড়িয়াপুর গাদ্দিটোলা এলাকায়। বেদারবাদ পঞ্চায়েত এলাকার চক সেহেরদি থেকে ধৃতকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বাসপাড়া এলাকায় এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল ও বোমাবাজি হয় দুই যুযুধান গোষ্ঠীর মধ্যে। বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। ওই মামলায় এদিন একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত তিন

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : টোটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হল তিনজন। মঙ্গলবার সকালে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাটের বোয়ালদার পঞ্চায়েতের পশ্চিম কৃষ্ণপুরে।

স্থানীয়রা জানান, এদিন দুটি বাইক ওই এলাকার মূল রাস্তা দিয়ে আসছিল। সেই সময় একটি টোটোর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। টোটোচালক গুরুতর জখম হন। দুই বাইকচালকও আহত হয়েছেন। টোটোচালকের নাম নিশি বর্মন। তাঁর বাড়ি স্থানীয় বাউধারা মোড়ে। আহত বাইকচালকদের নাম, ঠিকানা জানা যায়নি। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি বাইক পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। টোটোর সামনের কাচ ভেঙে যায় ও একাধিক ক্ষতি হয়েছে।

মিঠে রোদ্দুরে খাওয়াদাওয়া। মঙ্গলবার গাজোলের আদিনা ফরেস্ট ডিয়ার পার্কের পাশে। পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

প্রতিরোধের দাবির মধ্যে ফের গঙ্গায় ভাঙন

শেখ পান্না

রতুয়া, ১৭ ডিসেম্বর : গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটি ও জন আন্দোলন কমিটির যৌথ উদ্যোগে মালদা জেলার ভাঙনদুর্গতদের নিয়ে গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ সহ ছ'দফা দাবিতে ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হল জাঠা কর্মসূচি। চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মঙ্গলবার ট্যাবলোর মাধ্যমে রতুয়া-১ ব্লকের বিলাইমারি অঞ্চল থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়। আগামী ২৪ ডিসেম্বর কর্মসূচি শেষ হবে কালিয়াচক-২ ব্লকের পঞ্চানন্দপুরে।

এই জাঠার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে ভাঙন এলাকার মানুষদের দুর্দশার কথা তুলে ধরা হবে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। দাবিগুলি হল, কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে নদী ভাঙনকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করে স্থায়ী ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজ্য সরকারের তরফে সমস্ত ভাঙনপীড়িত মানুষ তথা পরিবারের পূর্ণ পুনর্বাসন ও যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র খাস জমির উপর ভরসা না করে জমি কিনে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্তকে

> সকাল থেকেই খাকচাবোনা গ্রামে শুরু হয়েছে নতুন করে গঙ্গাভাঙন। প্রায় ৫০ মিটার জমির পাড় ভেঙে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে।
> **আবদুর রাজ্জাক**
> স্থানীয় বাসিন্দা

পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দখলে থাকা পশ্চিমবঙ্গের ২১টি মৌজার জমি প্রশাসনিক দখলে আনতে হবে। তাদের হাত থেকে জমি নিয়ে জমির মালিকের নামে রেকর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৫৫ সালের ১২ নম্বর ধারা বাতিল করে ভাঙনে বিলীন হওয়া জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত রায়তের অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এদিন জাঠা কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটির সম্পাদক খিদির বক্স, নাগরিক অ্যাকশন কমিটির উপদেষ্টা বিপ্লব ভট্টাচার্য সহ দুই সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিকে এই জাঠা কর্মসূচি চলাকালীনই বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাকচাবোনা গ্রামে নতুন করে শুরু হয় গঙ্গাভাঙন। অকাল নদী ভাঙনে আতঙ্কিত এলাকাবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুর রাজ্জাক জানান, 'আজ সকাল থেকেই খাকচাবোনা গ্রামে শুরু হয়েছে নতুন করে গঙ্গাভাঙন। প্রায় ৫০ মিটার জমির পাড় ভেঙে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। অসময়ে গঙ্গার পাড় ভাঙায় রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছি। কখন কী হবে বলা মুশকিল। অবিলম্বে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ না হলে আমাদের আরও ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।'

নাবালিকা নববধূকে খুনে গ্রেপ্তার দুই

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : ফের নির্যাতনের অভিযোগ খবরের শিরোনামে। তবে স্রেফ নির্যাতন নয়, একেবারে প্রাণে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল রায়গঞ্জে।

নাবালিকা নববধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করার দায়ে স্বামী ও শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম শম্ভু ঋষি (২৪) ও যমুনা ঋষি (৪০)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের আগাবহোর গ্রামে। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার জানিয়েছেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক দুজনকেই ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত নাবালিকা নববধূর নাম বৃষ্টি বর্মন ঋষি (১৩)। বাড়ি রায়গঞ্জ ব্লকের বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের আগাবহোর গ্রামে। গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

উত্তর রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

ইয়ার্ড পুনর্গঠন সংক্রান্ত কাজের জন্য, উত্তর রেলওয়ের লখনৌ ডিভিশনে বারাবাঁকি-অযোধ্যা ক্যান্ট.-জাফরাবাদ শাখায় , **অযোধ্যা ক্যান্ট.** স্টেশনে **১৪ দিনের** বিফোর নন-ইন্টারলকিং (১৭.১২.২০২৪ থেকে ৩০.১২.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত) এবং **০৮ দিনের** নন-ইন্টারলকিং (৩১.১২.২০২৪ থেকে ০৭.০১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) কাজ করা হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

● **পথ পরিবর্তন ঃ (১) ১৩০০৯/১৩০১০ হাওড়া-যোগ নাগরী ঋষিকেশ-হাওড়া দুন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.১২.২০২৪ থেকে ০৬.০১.২০২৫ = উভয়ের ২০টি করে ট্রিপ) যাত্রাপথ পরিবর্তন করে উভয় অভিমুখে **বারাণসী জংশন-মা বেলহা দেবী ধাম প্রতাপগড় জংশন-রায়বেরিলি জংশন-লখনৌ জংশন** হয়ে চলবে। **(২) ১৫৬৬৮ কামাখ্যা-গান্ধীধাম এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮/১২, ২৫.১২.২০২৪, ০১.০১.২০২৫ = ০৩টি ট্রিপ) যাত্রাপথ পরিবর্তন করে **জাফরাবাদ-সুলতানপুর-লখনৌ** হয়ে চলবে। **(৩) ১৫৭৪৩ বালুরঘাট-বাঠিডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮/১২, ২০/১২, ২২/১২, ২৪/১২, ২৫/১২, ২৭/১২, ২৯/১২, ৩১.১২.২০২৪, ০১/০১, ০৩/০১ ও ০৫.০১.২০২৫ = ১১টি ট্রিপ) এবং **১৫৭৪৪ বাঠিডা-বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯/১২, ২০/১২, ২২/১২, ২৪/১২, ২৬/১২, ২৭/১২, ২৯/১২, ৩১.১২.২০২৪, ০২/০১, ০৩/০১ ও ০৫.০১.২০২৫ = ১১টি ট্রিপ) যাত্রাপথ পরিবর্তন করে উভয় অভিমুখে **জাফরাবাদ-সুলতানপুর-লখনৌ** হয়ে চলবে। ● **১৩১৫১ কলকাতা-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস** ৩১.১২.২০২৪ থেকে ০৭.০১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অযোধ্যা ক্যান্ট. স্টেশনে স্টপেজ দেবে না এবং **অযোধ্যা, সালারপুর ও মসৌধা** স্টেশনে ৫ মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ দেবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত। চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তুলসীহাটায় প্রশ্নে পুলিশের ভূমিকা

ধানের ক্রয়কেন্দ্রে অবাধে দালালরাজ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ ডিসেম্বর : সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রে সক্রিয় দালালরাজ। চাষিদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে প্রতি কুইন্টাল ধানে ধলতা নেওয়ার অভিযোগ অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, অভিযোগ রয়েছে স্লিপ নেওয়া থেকে শুরু করে ধান বোঝাইয়ের ক্ষেত্রে কাটমানি নেওয়ারও। ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান চাষিরা। গোটা ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরজুড়ে।

দালালের সঙ্গে বচসায় কৃষকরা। মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুরে তোলা সংবাদচিত্র।

মঙ্গলবার বিকেলে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের তুলসীহাটা সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রের এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রশাসনের ভূমিকা। চাষিদের অভিযোগ, প্রতি কুইন্টাল ধানে পাঁচ থেকে সাত কেজি ধলতা নিচ্ছেন মিল মালিকরা। কারও যদি ১৫ কুইন্টাল ৮৫ কেজি ধান থাকে, তিনি দাম পাচ্ছেন ১৫ কুইন্টালের। স্লিপের জন্যও অতিরিক্ত টাকা লাগছে। গাড়ির জন্যও লাগছে আলাদা টাকা। ক্রয় কেন্দ্রে এভাবেই সক্রিয় থাকছে দালালচক্র। তার প্রতিবাদেই এদিন বিক্ষোভ দেখান চাষিরা।

এই ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার কৃষক বিরোধী। সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রের নামে দালালরাজ চলছে। সেই টাকা যাচ্ছে তৃণমূল নেতাদের ঘরে। যদিও তৃণমূলের দাবি, এর আগে চাষিদের জন্য কেউ ভাবেনি। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই কেন্দ্র হয়েছে। কোনও দালালরাজ চললে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। তবে তো নিয়ম নেই।'

বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়ার কটাক্ষ, 'এভাবে সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রের নামে দালালরাজ চলছে। সবটাই তৃণমূলের মদতে। ফড়েদের দাপট বাড়ছে। টাকা পাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা।'

পালটা তৃণমূল নেতা তথা আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি সাহেব দাসের দাবি, 'যাতে কৃষকদের সঙ্গে বঞ্চনা না হয়, তাই মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যেটা এর আগে কেউ নেয়নি। কোনও সমস্যা হলে প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে। এসব বিরোধীদের চক্রান্ত হতে পারে।'

এক ধান বিক্রেতা চাষি আলিমুদ্দিন জানান, 'আমার ধান ছিল ১৫ কুইন্টাল ৮৫ কেজি। স্লিপ হয়েছে ১৫ কুইন্টালের। বাকিটা ধলতা। এছাড়াও স্লিপের জন্য টাকা দিতে হচ্ছে।' আরেক ধানচাষি ও বিক্রেতা দুলাল সাহার অভিযোগ, '২৫ কুইন্টাল ধান এনেছি। প্রতি কুইন্টালে পাঁচ কেজি ধলতা নিচ্ছে। নয়তো বলছে ধান কিনবে না। এটা

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল জানিয়েছেন, 'এনিয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের হলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।'

চিকিৎসক হেনস্তায় ধৃত

গঙ্গারামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : চিকিৎসককে হেনস্তা করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠাল পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গঙ্গারামপুরে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম রাজীব সরকার (২৬)।

জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর থানার পুলিন্দার বাসিন্দা তাহেরা বিবি। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। রবিবার রাতে তাকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। এরপরে মৃতের পরিবারের লোকজন চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব হন। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, মৃতের পরিবারের লোকজন চিকিৎসকের ওপর চড়াও হয়। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। রাতে ওই চিকিৎসক গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলে রাজীবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন তাকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

অসুস্থকে আর্থিক সাহায্য

রতুয়া, ১৭ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার ক্যানসার আক্রান্ত রাকিবের পাশে দাঁড়াল প্রশাসন। মঙ্গলবার তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে রতুয়া-২ ব্লকের বিডিএমও কুলদীপ নন্দ। সঙ্গে ছিলেন মহারাজপুর পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি নইমুদ্দিন আহমেদ সহ আরও অনেকে। আক্রান্ত রাকিব আলির পরিবারের হাতে ১০ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু সরকারি ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

নইমুদ্দিন আহমেদ জানান, 'রাকিব আলি দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত। কিন্তু অর্থের অভাবে চিকিৎসা মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হয় তাঁর পরিবারকে। আমরা আজ কিছু আর্থিক সাহায্য ও শীতবস্ত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আগামীদিনেও যতটা পারব ওই পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব।'

বধূ নিগ্রহে স্বামী গ্রেপ্তার

কালিয়াচক, ১৭ ডিসেম্বর : বধূ নির্যাতনের মামলায় ফের একজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের নাম শেখাত আলি (৩২)। বাড়ি কালিয়াচকের বাখরপুর গ্রামে।

গত সোমবার শাহনাজ খাতুন নামে এক বধূ স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে একটি অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরী জানান, 'বধূ নির্যাতনের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

ফাঁসে মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : ঝুলন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধারের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এল গঙ্গারামপুরে। মৃতের নাম ধনঞ্জয় রায় (৪৪)। গঙ্গারামপুর থানার ধলদিঘি মোড় এলাকার বাসিন্দা ধনঞ্জয় রায়।

পরিবারের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। রবিবার রাতে পরিবারের লোকজনের অলক্ষে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ধনঞ্জয়। বেশ কিছু সময় পর বিষয়টি পরিবারের নজরে আসে। এরপর তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। সোমবার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়।

ক্রেতার অপেক্ষায়। মঙ্গলবার বালুরঘাটের মণিমেলা বাজারে। মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে আবাসের বরাদ্দের চেক

গৌতম দাস

গাজোল, ১৭ ডিসেম্বর : আবাস যোজনার টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। বারবার কেন্দ্রের কাছে দরবার করলেও মেলেনি টাকা। প্রতিবাদে রাজ্যের তরফেই বাংলার গরিব মানুষকে দেওয়া হচ্ছে ঘর। বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির জন্য টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। সমীক্ষা সহ প্রাথমিক পর্বের কাজ শেষে মঙ্গলবার থেকে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর কাজ শুরু হল। এদিন কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি জেলার দু'জন করে উপভোক্তার হাতে এই টাকা তুলে দিয়েছেন। মালদা জেলা থেকে যে দুই উপভোক্তা ডাক পেয়েছেন তাঁরা দু'জনেই গাজোল ব্লকের। দু'জনই সাহাজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। এদের মধ্যে একজন বাগডোল গ্রামের মনোজ কিস্কু। অপরজন খোরদোহিল গ্রামের মঞ্জুর মোমিন। সোমবার রাতে তাঁরা কলকাতায় যান।

কলকাতা রওনা দেওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দুই

> কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বাছাই করা কিছু উপভোক্তার হাতে আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা তুলে দেবেন। মালদা জেলা থেকে যে দুজন ডাক পেয়েছেন, তাঁরা দুজনই গাজোল ব্লকের। এটি আমাদের কাছে নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়।
>
> সুদীপ্ত বিশ্বাস, বিডিও

উপভোক্তা জানান, তাঁরা খুবই গরিব। আবাস যোজনার ঘরের জন্য আবেদন করেছিলেন। সমীক্ষার পর তাঁদের জন্য ঘর মঞ্জুর হয়েছে। এতে তাঁরা খুব খুশি। তবে খোদ মুখ্যমন্ত্রী যে তাঁদের হাতে ঘরের টাকা তুলে দেবেন তা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি। মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে আবাস যোজনায় ঘরের প্রথম কিস্তির টাকা নিয়েছেন তাঁরা।

বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমরা সুন্দর এবং স্বচ্ছভাবে আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজ করেছি। গাজোল ব্লকে প্রথম পর্বে ১৭৪৬ জন উপভোক্তাকে এই যোজনার ঘর দেওয়া হচ্ছে। তালিকায় রয়েছেন আরও ২১৯৬ জন উপভোক্তা। সমস্ত উপভোক্তাই ঘর পাবেন। সব মিলিয়ে গাজোল ব্লকের ৩৯৪২ জন উপভোক্তা বাংলার আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় রয়েছেন।'

গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের দাবি, 'স্বচ্ছভাবে আবাস যোজনার ঘরের সমীক্ষা করার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আমাদের ব্লক। আমরা সব উপভোক্তার নামের তালিকা টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি, তাঁর দুই আত্মীয় এবং কৃষি কর্মাধ্যক্ষের নামও আবাস যোজনার তালিকায় উঠেছিল। সবদিক থেকেই তাঁরা এই ঘর পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। তাঁরা স্বেচ্ছায় ঘর ফিরিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। জেলার যে দু'জন উপভোক্তার হাতে মুখ্যমন্ত্রী ঘর তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা তুলে দেবেন তাঁরা দুজনেই গাজোল ব্লকের। এতে আমরা খুব খুশি।'

ক্রীড়া সংস্থার চিঠিতে বিতর্ক

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ত্রিবার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের পর থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। জেলা প্রশাসনের তরফে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদককে পাঠানো চিঠি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

আগামী ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের তরফে পাঠানো চিঠিতে রয়েছে জেলা ক্রীড়া সংস্থার দুজন সম্পাদকের নাম। যদিও আশ্চর্যজনকভাবে দুটো চিঠির মেমো নম্বর একই।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করেন কমিটির সম্পাদক অমিতাভ ঘোষ। তাঁর মতে, 'জেলা ক্রীড়া সংস্থার ২২ জনের নতুন কমিটি তৈরির ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে, এমনকি উপযুক্ত সদস্য সংখ্যা না থেকেও তাঁরা কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির সম্পাদক সহ পুরো কমিটি অবৈধ। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য আমার নামে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক হিসেবে চিঠি এসেছে।'

যদিও বর্তমান কমিটির সম্পাদক সুব্রত ঘোষের দাবি, 'জেলা প্রশাসনের তরফে ভুল করে আগের কমিটির সম্পাদকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তারপরে আমি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। পরে ভুল শুধরে নিয়ে আমার নামে চিঠি পাঠানো হয়েছে।'

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণ বলেন, 'একটি ক্ল্যারিক্যাল মিসটেক হয়েছিল।'

মৃত পরিযায়ীর পরিবারের পাশে

সামসী, ১৭ ডিসেম্বর : চাঁচল-২ নম্বর ব্লকের ক্ষেমপুর পঞ্চায়েতের বিজলির বাসিন্দা মৃত পরিযায়ী শ্রমিক ইমরুল হকের (১৮) বাড়িতে গিয়ে তাঁর শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী। পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেন অর্থ এবং খাদ্যসামগ্রী।

দিনাচারেক আগে ইমরুল (১৮) ট্রেনে চেপে মুম্বই রওনা দেয়। বাবা আগে থেকেই সেখানে থাকেন। রাতে ঘুমের ঘোরে শৌচাগারের দিকে যাচ্ছিলেন। আচমকাই দরজার কাছে গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে মারা যায় বলে পরিবারের দাবি। ময়নাতদন্তের পর দেহ সোমবার বাড়ি এসে পৌঁছায়।

দেহ আসার খবর পেয়ে মঙ্গলবার মালতীপুর বিধানসভার বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী ইমরুলের বাড়ি যান। পরিবারের সদস্যদের জানান সমবেদনা। পাশাপাশি সবরকম সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেন বিধায়ক।

পাটকাঠির পালায় আগুন

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : আগুনে পুড়ে গেল পাটকাঠির পালা। মঙ্গলবার অল্পের জন্য রক্ষা পেল গোটা গ্রাম। আগুন লাগার খবর পেয়ে বালুরঘাট দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা পঞ্চায়েতের মালঞ্চা এলাকায়। জানা গিয়েছে, বাড়ির মালিক শরৎচন্দ্র মাহাতোর বাড়ির উঠোনে ছিল পাটকাঠির পালা। সেখানেই এদিন আগুন লাগে। তবে আগুন লাগার কারণ নিয়ে ধন্দে মালিক সহ সকলে।

হেপাজতে দুই তরুণ

গঙ্গারামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : ব্যবসায়ীর দোকানে চুরি করার অভিযোগে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল দেবা হালদার (২৩) ও প্রসেনজিৎ হালদার (৩০)। তাদের বাড়ি গঙ্গারামপুরের গঙ্গীরাতলায়। সোমবার ধৃতদেরকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

উল্লেখ্য, শহরের কালীতলার বেকারি ব্যবসায়ী অমল দাস। সোমবার সকালে দোকান খুলতে গেলে দেখেন, দোকানের তালা ভাঙা। এতে তাঁর সন্দেহ হয়। অভিযোগ, দোকানের কয়েক হাজার নগদ টাকা সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। দোকানের সিসিটিভি, হার্ডডিস্ক, টিভি সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরে তদন্তে নেমে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ দেবা ও প্রসেনজিৎকে গ্রেপ্তার করে।

মোবাইল ফেরত

হরিরামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রাপকদের হাতে ফেরাল হরিরামপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার এগারো জনের হাতে তাঁদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল তুলে দেওয়া হয়। খোয়া যাওয়া মোবাইল ফেরত পেয়ে খুশি মোবাইলের মালিকরা।

সুরক্ষার তাগিদে সিসি ক্যামেরায় মুড়ছে ডালখোলা

করণদিঘি, ১৭ ডিসেম্বর : চুরি, ছিনতাই সহ বাইক রোমিওদের ঠেকাতে এবং সড়কে নজরদারি বাড়াতে ডালখোলা শহরে শতাধিক ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। এনিয়ে সম্প্রতি ডালখোলা থানায় একটি প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার, ডালখোলা মার্চেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সচিব রাজেশ গুপ্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সংগঠনের সভাপতি সম্পত আগরওয়ালা। জানিয়েছে, থানা এলাকায় ৫০টি স্থানে বসানো হবে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা।

পুলিশ এসব বিভিন্ন ক্যামেরার মাধ্যমে শহরের অলিগলি ও সড়কপথে নজরদারি চালাবে পুলিশ। এতে চুরি,ছিনতাই বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পুরসভা, ব্যবসায়ী সংগঠন ও জেলা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এসব ক্যামেরা বসানো হবে জানিয়েছেন মার্চেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজেশ গুপ্তা।

ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার জানান, 'শহরের বিভিন্ন জায়গায় ৫০টি সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। তার জন্য পুরসভার তরফে পুলিশ প্রশাসনকে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। শহরের সুরক্ষা ব্যবস্থার তাগিদেই এই সহযোগিতা করা হবে।'

ডালখোলা মার্চেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনোজ লাড্ডা জানাচ্ছেন, 'শহরবাসীর সুরক্ষায় মার্চেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সর্বদা জাগ্রত রয়েছে। পুলিশের সুরক্ষা বিষয়ক আবেদনে সংগঠন সবসময়ই সাড়া দেবে। শহরে ঠিক কত ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসালে সুরক্ষা ব্যবস্থা ঠিকঠাক হবে, তা ঠিক করতে আগামী শুক্রবার আরও একটি বৈঠক করা হবে।'

আট বছর পর খুঁটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ

পুরাতন মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : আট বছরের অপেক্ষা এবার শেষ। এতদিনের পুঁতে রাখা খুঁটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ হতে চলেছে। পুরাতন মালদার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশঘাট শ্মশানপাড়া এলাকায় অবশেষে আলো পেতে চলেছেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার এলাকার প্রায় আটটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বিদ্যুতের সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে আধুনিক এলইডি বাল্ব লাগিয়ে আলোর সমস্যা মেটানোর উদ্যোগ নিয়েছেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার বাসন্তী রায়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই আলোর সমস্যা মেটানোর কাজ শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই এতে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

মিনতি দাস নামে স্থানীয় বাসিন্দার বক্তব্য, 'আলোর অভাবে এলাকা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে থাকে। সাপ পোকামাকড়ের আতঙ্কে থাকতে হয়। অনেকদিন ধরেই আলোর দাবি ছিল আমাদের। অবশেষে সেই দাবি মিটতে চলেছে।'

স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার বাসন্তী রায়ের কথায়, 'আট বছর ধরে বিদ্যুতের খুঁটি পোঁতা ছিল। কিন্তু কোনও বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। ফলে এলাকার রাস্তা অন্ধকার হয়ে থাকত। আমরা পুর চেয়ারম্যানকে বলে সমস্যা মিটিয়েছি।'

পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষের প্রতিশ্রুতি, 'শহরের যেখানে যেখানে বিদ্যুতের জন্য আলোর সমস্যা রয়েছে, আমরা ধীরে ধীরে মিটিয়ে ফেলছি। আগামীদিনে শহরের কোথাও আলোর সমস্যা হবে না।'

বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরের দাপটে ক্ষোভ কুলহরিতে

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের কথা দক্ষিণ দিনাজপুরে কারও অজানা নয়। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত পথঘাট দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বালিবোঝাই অগুনতি ট্র্যাক্টর। মানুষজনের কথা চিন্তা না করে দ্রুতগতিতে যাতায়াত করছে সেগুলি। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলহরি গ্রামের মানুষজন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।

স্থানীয়দের অভিযোগ, আত্রেয়ী নদী থেকে সংগ্রহ করে কিংবা নদীর তীরে জমা করে রাখা স্তূপ থেকে বালি তুলে ট্র্যাক্টরগুলি দ্রুতগতিতে কুলহরির ঢালাই রাস্তায় যাতায়াত করে। এতে রাস্তা নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি এলাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে। মাঠের ফসলও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্পা রায়ের বক্তব্য, 'বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরগুলি সিমেন্ট ঢালাই রাস্তায় দ্রুতগতিতে চলে। এতে রাস্তার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। পাশাপাশি, ট্র্যাক্টর চলাচলের সময় ধুলোর মাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে স্থানীয় বাসিন্দারা ভোগান্তির শিকার হন।'

কুমারগঞ্জ

গ্রামবাসীদের দাবি, বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরগুলির অতিরিক্ত চাপে রাস্তার স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় ফাটল ধরেছে। ধুলোর জন্য বাচ্চা এবং বয়স্কদের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার কথা জানালো হলেও প্রশাসনিক স্তরে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করা হয়নি।

এদিন গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ করে ট্র্যাক্টরের যাতায়াত বন্ধ করার সঙ্গে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। তাঁদের বক্তব্য, এই রাস্তাটি শুধুমাত্র গ্রামের মানুষের জন্য। তাই বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরের চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। এই বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসন জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে দ্রুত তদন্ত করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

জেলার খেলা

জাগলিং দিয়ে শুরু কুলদাকান্ত ফুটবল

টাউন ক্লাব মাঠে জাগলিং দেখাচ্ছেন কাতার বিশ্বকাপের প্রোমো গার্ল বিপাশা বৈষ্ণব। ছবি - দিবাকর সাহা

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : কাতার বিশ্বকাপের প্রোমো গার্ল বিপাশা বৈষ্ণবের জাগলিংয়ে মাতল রায়গঞ্জ। মঙ্গলবার দুপুরে রায়গঞ্জের টাউন ক্লাব মাঠে কুলদাকান্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়। সেই উদ্বোধন উপলক্ষ্যেই আয়োজকরা বিপাশাকে আনেন জাগলিং প্রদর্শনীর জন্য। উপস্থিত জনতা বিপাশার জাগলিং দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। কখনও বাইক চালকের কাঁধের উপর বসে, আবার কখনও মাঠের মধ্যে অন্যের কাঁধে বসে বিভিন্ন জাগলিং দেখান তিনি। চারটি ফুটবলকে একসাথে নিয়ে জাগলিং প্রদর্শন করতেও দেখা যায় তাঁকে। এদিন কুলদাকান্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে ভেটেরান্সদের প্রদর্শনী ফুটবলও অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার মূল খেলায় মুখোমুখি হবে ইউনাইটেড সুভাষগঞ্জ এবং বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি।

৫ উইকেট উত্তমের

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার হিলি যুব গোষ্ঠী ৫৫ রানে গঙ্গারামপুর জুনিয়ার ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। এদিন বালুরঘাট স্টেডিয়ামে হিলি টসে হেরে ২৪.১ ওভারে ১১৬ রান তোলে। রোহিত বিশ্বাস ৩৯ রান করেন। দেব দাস ৩৫ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন অমরজিৎ দাস (১১/৩)। জবাবে গঙ্গারামপুর ১৭.৩ ওভারে ৬১ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা উত্তম ওরাওঁ ১৩ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট।

ফ্রি হ্যান্ড জিম

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার দুপুরে রায়গঞ্জের টাউন ক্লাবে চালু হল একটি বিনামূল্যে ফ্রি হ্যান্ড জিম। ক্লাব সম্পাদক অরিজিৎ ঘোষ বলেন, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় বহু মানুষ রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবে এসে শরীরচর্চা করেন। তারা যাতে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করার সুযোগ পায়, এবং ফিট থাকেন, সেজন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হল।

হার কোচবিহারের

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : সিএবি-র পরিচালনায় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে মঙ্গলবার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে কোচবিহারকে হারিয়েছে নদিয়া। বুধবার খেলবে কোচবিহার এবং উত্তর ২৪ পরগনা।

টুসুপুজোর সূচনা মালদার কুর্মি গ্রামে

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১৭ ডিসেম্বর : অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি থেকে বামনগোলার বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়ে গেল কুর্মি সমাজের ঐতিহ্যবাহী উৎসব টুসুপুজো। লোককথা আর বিশ্বাসের প্রতীক টুসু উৎসবকে কেন্দ্র করে কুর্মি অধ্যুষিত এলাকা বামনগোলার ছাইতনতলা, ফরিদপুর, ধর্মডাঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকায় টুসুপুজো শুরু হয়েছে। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হওয়া এই টুসুপুজো চলবে পৌষ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত। পুজোর শেষ দিন পৌষ সংক্রান্তিতে ছাইতনতলা টাঙন নদীর পাড়ে এলাকার সমস্ত টুসুমূর্তি একত্রিত করে অনুষ্ঠিত হবে শতাব্দীপ্রাচীন মিলনমেলা। তারপরই বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে এক বছরের জন্য সমাপ্তি হবে টুসুপুজোর।

টুসুপুজোকে কেন্দ্র করে পৌষ সংক্রান্তিতে মেলার পেছনে রয়েছে এক জনশ্রুতি। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে, টুসু ছিলেন কুর্মি সম্প্রদায়ের এক সুন্দরী কন্যা। টুসুকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন কোনও এক ভিন সম্প্রদায়ের রাজা। কিন্তু টুসু সেই বিয়েতে মত দেননি। টুসুর অভিভাবকরাও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন রাজার প্রতিনিধিকে। এতে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে টুসুর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত জানালে আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে হারিয়ে যান চিরদিনের জন্য। টুসুর এই

টুসুপুজোয় মহিলারা। মঙ্গলবার বামনগোলায়। - সংবাদচিত্র

আত্মত্যাগ তাঁকে কুর্মি সমাজের কাছে মানবী থেকে দেবীতে উন্নীত করে। এখন সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছে টুসুপুজোকে কেন্দ্র করে মেলা সম্প্রীতির মিলন মেলা হয়ে ওঠে প্রতি বছর।

টুসুপুজোর সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়ে গেল টুসুমেলার প্রস্তুতি। পুজোর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, টুসুপুজোর ক্ষেত্রেও রয়েছে নানান বৈচিত্র্য। টুসুপুজোয় আগ্রহী গ্রামের মহিলারা নিজেরাই টুসুর মূর্তি গড়েন। পাড়ায় পাড়ায় কয়েকটি বাড়ি মিলে আলাদা করে দল ভাগ হয়ে অগ্রহায়ণের সংক্রান্তির দিন থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত সন্ধ্যায় টুসুর পুজো করেন। টুসুর মূর্তির পাশে থাকে একটি নতুন মাটির হাঁড়ি। প্রতিদিন টুসুর নামে একটি করে ফুল ওই মাটির হাঁড়িতে রেখে মাটির সরা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। টুসুর ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় চিঁড়ে, গুড়, মুড়ি, বাতাসা, ছোলা ইত্যাদি। আর পুজোতে চলে টুসুকে নিয়ে বাঁধা নানা গানের প্রতিযোগিতা। তারপরই ফুলভর্তি মাটির হাঁড়ি ও টুসুর মূর্তিগুলি বিসর্জন দেওয়া হয় টাঙন নদীর জলে। কামনা করা হয় টুসুর আত্মার শান্তির।

তারাপীঠের পুজোয় নিয়মের কড়াকড়ি

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১৭ ডিসেম্বর : ফের তারাপীঠ মন্দিরে বন্ধ হল মোবাইল। সেইসঙ্গে মোটা অঙ্কের টাকা ফেললেই মায়ের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পথও বন্ধ করা হল। জেলা শাসকের কড়া হুঁশিয়ারির পর নড়েচড়ে বসেছে মন্দির কমিটি। সোমবার থেকে চালু হয়েছে একগুচ্ছ নিয়মাবলি। শুধু পুণ্যার্থী নয়, একই নিয়ম মানতে হবে সেবাইতদেরও। তবে তারাপীঠে একাধিকবার নিয়ম চালু হলেও দিনকয়েকের মধ্যেই সেই নিয়ম ভেঙে বেনিয়ম হতে শুরু করে। ফলে জেলা প্রশাসনের নিয়ম কতদিন মেনে চলে মন্দির কমিটি সেটাই দেখার।

এ ব্যাপারে মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই নিয়ম আগেই ছিল। কিন্তু আমাদের শিথিলতার কারণে সেই নিয়মে কিছুটা ভঙ্গ হয়েছে। জেলা প্রশাসনের নির্দেশ এবার মেনে চলা হবে।'

প্রশাসনের নির্দেশে তারাপীঠ মন্দির কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার থেকে প্রতিদিন ভোর সাড়ে ৫টায় সকলের জন্য মন্দিরের গর্ভগৃহ খুলে দেওয়া হবে। প্রথম একঘণ্টা সাধারণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা পুণ্যার্থীদের মন্দিরে প্রবেশ করানো হবে। পরে বিশেষ লাইনে থাকা ভক্তদের প্রবেশ করানো হবে। এভাবেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাধারণ ও বিশেষ লাইনে থাকা ভক্তদের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। বিশেষ লাইনে পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মন্দির কমিটির অফিস থেকে কুপন সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া মন্দিরের ভিতর দীর্ঘক্ষণ ধরে পুজো করা যাবে না। বাইরে পুজো, মন্ত্রোচ্চারণের পর মায়ের দর্শন করে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। গর্ভগৃহ কিংবা বারান্দায় নারকেল ফাটানো, দেবী-বিগ্রহে আলতা, অগুরু দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে দেবীর চরণে স্পর্শ করিয়ে নিতে পারবেন ভক্তরা। পাশাপাশি মা তারার মধ্যাহ্ন ভোগের সময়ে দেড় ঘণ্টা বন্ধ থাকবে মন্দির।

রাজপথে সান্তার বেশে। মঙ্গলবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

বড়দিনে 'ঠাঁই নাই' একাধিক পর্যটনকেন্দ্রে

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : কলকাতা সহ রাজ্যের অধিকাংশ পর্যটন কেন্দ্রে বড়দিনের ছুটিতে হোটেল ও হোমস্টে সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গিয়েছে। হোটেল না পেয়ে বিদেশের অনেকেই রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের জন্য পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গত বছরের থেকে এবার বড়দিনে বিদেশি অতিথির সংখ্যা দ্বিগুণ হবে বলে মনে করছে পর্যটন দপ্তর। মঙ্গলবার রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'দুর্গাপুজো হোক বা বড়দিন, পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে হোটেলের চাহিদা বরাবরই থাকে। কিন্তু এবার সেই চাহিদা অনেক বেশি।' একইসঙ্গে কলকাতার পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, চন্দননগর, ব্যান্ডেল, বিধাননগর সহ একাধিক জায়গা পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে আলোকসজ্জায় সাজানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টেয় কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে বড়দিন উৎসবের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার অ্যালেন পার্কেই সংগীতানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রেমো ফার্নান্ডেজ।

এদিন মধ্য কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিবারের মতো এবারও পার্ক স্ট্রিট, অ্যালেন পার্ক, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চ সহ সংলগ্ন এলাকা আলোকসজ্জায় সাজানো হচ্ছে। এই আলোকসজ্জা ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবে। এছাড়া বড়দিন উৎসব ১৯ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে।' পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অ্যালেন পার্কে অনুষ্ঠান হবে। ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর অ্যালেন পার্ক বন্ধ থাকবে। ২৬ ডিসেম্বর কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়া ২৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যটন দপ্তর ও তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে অ্যালেন পার্কেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। উৎসব চলাকালীন পার্ক স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে ইনফরমেশন কিয়স্ক, খাবারের স্টল ও ফার্স্ট এইডের স্টলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহস্পতিবার থেকে উৎসব শুরু হলেও এদিন থেকেই আলোকসজ্জায় সেজেছে পার্ক স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকা।

পার্থর জামিনের শুনানি শেষ, স্থগিত রায়দান

সিবিআই হেপাজতে 'কাকু'

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি একটি আর্থ-সামাজিক অপরাধ। পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ পাঁচ শিক্ষা অধিকর্তার জামিন সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার এমনটাই দাবি করলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী। তিনি বলেন, শিক্ষকরা সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করে। কিন্তু এই দুর্নীতি চক্রে শিক্ষক, মন্ত্রী, শিক্ষা অধিকর্তারা জড়িয়ে গিয়েছেন। ফলে পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা জামিন পেলে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কলকাতা হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চে পার্থ সহ পাঁচজনের জামিনের মামলার শুনানি এদিন শেষ হয়েছে। রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছে।

এদিন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে সিবিআই সওয়াল করে, দু'রকম পদ্ধতিতে ষড়যন্ত্র হয়েছিল। প্রথমত, নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন ওএমআর শিট কারচুপি, তথ্যপ্রমাণ নষ্ট, অযোগ্যদের

মেধাতালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে দুর্নীতি হয়েছিল। পার্থরা জামিন পেলে অভিযুক্তদের প্রভাবিত এবং তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারেন। অনেকের থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের নিয়োগ করা হয়নি। এই ঘটনা কখনই মন্ত্রীর অজান্তে হতে পারে না। রীতিমতো প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি। সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য

প্রয়োজনীয় অনুমোদনও পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করে সিবিআই।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য, এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য রাজ্যের থেকে অনুমোদন চাওয়া হয়। এখনও তা পাওয়া যায়নি। চার্জশিটে সাক্ষীদের নাম সহ তদন্তের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। তাও সিবিআই জমা দিতে চায়। তবে বিচারপতি প্রভাবশালী তকমার সঙ্গে জামিনের সম্পর্ক থাকার বিষয়টি গুরুত্ব দেননি। আপাতত শুনানি শেষ হয়েছে।

এদিন নিম্ন আদালতে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আইনজীবী সিবিআইয়ের মামলায় জামিনের আবেদন করে। তবে সশরীরে সুজয়কৃষ্ণের হাজিরার বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারক। তিনি বলেন, 'আদালত বারবার হাজিরার নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু সশরীরে হাজিরা না দিলে সিবিআইয়ের কিছু করার নেই।' যদিও এদিন সুজয়কৃষ্ণ ভার্চুয়ালি হাজির হওয়ার পর তাঁকে গ্রেপ্তারের নথি আদালতে পেশ করে সিবিআই।

শেষমেশ সুজয়কৃষ্ণকে শনিবার পর্যন্ত হেপাজতে পেল সিবিআই। তাঁকে হেপাজতে নিতে জেলে গিয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনি অসুস্থ। যদিও সিবিআই সূত্রে খবর, অন্য হাসপাতালে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

ব্যাংক দুর্নীতিতে শহরজুড়ে ইডি'র তল্লাশি

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : ব্যাংক দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই তৎপর হয়ে উঠল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বেশ কয়েক বছর আগে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি হয়। ওই দুর্নীতির সঙ্গে একাধিক ব্যবসায়ী সহ বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ। সেই তদন্ত সূত্রেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালায় ইডি।

এদিন দমদম ক্যান্টনমেন্টের গোরাবাজার এলাকায় এসপি মুখার্জি রোডে ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালান। সেখানে ব্যবসায়ী সঞ্জয় গুপ্তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার পরেও সেই টাকা শোধ করেননি। এছাড়াও নিউ আলিপুর এবং গড়িয়াহাট এলাকাতেও যান ইডি আধিকারিকরা। হুগলির বৈদ্যবাটির চ্যাটার্জি পাড়ার এক ব্যক্তির বাড়িতে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি ধর্মতলায় একটি লোহার যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী বেসরকারি ফার্মে চাকরি করেন। ব্যাংক দুর্নীতি মামলায় তিনিও যুক্ত রয়েছেন। হাওড়ার বেলুড় এবং ঘুসুড়ির একাধিক আবাসনে তল্লাশি চালানো হয়।

তালিকায় কোচবিহারের বলরামপুর-২

কর আদায়ে ব্যর্থ অধিকাংশ পঞ্চায়েত

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : রাজ্যের অধিকাংশ পঞ্চায়েত কর আদায়ে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে। তার ফলে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে যে উন্নয়নমূলক কাজ এলাকায় করা হয়, তা কার্যত থমকে গিয়েছে। পঞ্চায়েতগুলি শুধুমাত্র রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলের দিকেই তাকিয়ে বসে আছে। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ নবান্ন। কর আদায়ে ব্যর্থতার কারণ জানতে জেলা শাসকদের চিঠি দিয়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর। এর মধ্যে রয়েছে কোচবিহারের বলরামপুর-২ পঞ্চায়েতও।

চলতি আর্থিক বছরে এক টাকাও কর আদায় করতে পারেনি তারা। এছাড়াও পুরুলিয়ায় ২৩টি, ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কয়েকটি পঞ্চায়েত এক টাকাও কর আদায় করতে পারেনি। জেলা শাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর পঞ্চায়েত দপ্তরের একটি প্রতিনিধিদল ওই জেলাগুলিতে পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৩৫১টি পঞ্চায়েত ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের তুলনায় মাত্র ০.৫ শতাংশ কর আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ প্রতি বছর অন্তত ১০ শতাংশ কর আদায় বাড়াতে পঞ্চায়েতগুলিকে নির্দেশ দেওয়া আছে।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'পঞ্চায়েতগুলি কেন কর আদায় করতে পারেনি, তা জেলা শাসকদের কাছ থেকে জানা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের ওপর এলাকার অনেক উন্নয়ন নির্ভর করে। তাই পঞ্চায়েতগুলিকে নিজস্ব কর আদায় বাড়াতে বারবার বলা হয়েছে।'

পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এমনিতেই রাজ্যের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তার ওপর একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে রাজ্য সরকারকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। এই অবস্থায় রাজ্যের প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে মঙ্গলবার বিকাল থেকেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পে টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে। তাঁদের প্রথম পর্যায়ে ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এই টাকাও রাজ্য সরকারের তহবিল থেকেই দেওয়া হচ্ছে। তাই রাজ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে পঞ্চায়েতগুলিকে স্থানীয় ছোটখাটো উন্নয়নমূলক কাজ নিজস্ব তহবিল থেকেই করতে বলা হয়েছে। কিন্তু ওই পঞ্চায়েতগুলি বছরে ১ টাকা করও আদায় করতে না পারায় সেই কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। এই অবস্থায় পঞ্চায়েত দপ্তরের বার্ষিক মূল্যায়ন রিপোর্টে দেখা গিয়েছে কর আদায়ের উদাসীনতা। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই রাজ্যস্তরের ওই প্রতিনিধি দল জেলাগুলিতে যেতে পারে।

বাংলাদেশে বন্দি মৎস্যজীবীদের ছাড়াতে চিঠি

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : কয়েকদিন আগে সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে সীমান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক হয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের ৯৫ জন মৎস্যজীবী। এই মুহূর্তে তাঁরা বাংলাদেশের জেলে বন্দি রয়েছেন। তাঁদের মুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে উদ্যোগী হয় তা নিয়ে বিদেশমন্ত্রককে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে কথা বলতে তৃণমূলের সংসদীয় দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার বিকেলে বাংলাদেশের জেলে বন্দি থাকা মৎস্যজীবীদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। এই মুহূর্তে পরিবারগুলি চরম আর্থিক অনটনে ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। রাজ্য সরকারের তরফে তাঁদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী। মন্টুরামবাবু বলেন, 'ওই ৯৫টি পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার আছে। বাংলাদেশের জেল থেকে তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁদের ওপর বাংলাদেশের জেলে যাতে কোনও অত্যাচার না হয়, সেই দিকে নজর রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

কুর্মিদের অবরোধে নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : জাতীয় সড়ক ও রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে পারবে না কুর্মি সম্প্রদায়। ২০ ডিসেম্বর তাঁরা নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। তবে মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এভাবে জাতীয় সড়ক ও রেল ট্র্যাক অবরোধ করলে রাজ্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে কুর্মি, জাকাত সহ বিভিন্ন সম্প্রদায় যাতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাতে পারে সেই ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে নেওয়ার

নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। সেক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না রাজ্য।

আদিবাসী তকমার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের কুর্মি সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এরাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে কুর্মি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। এই রাজ্যে ৩০টি বিধানসভা আসন এবং ৪টি লোকসভা আসনে জয়-পরাজয় নির্ভর করে কুর্মি ভোটব্যাংকের ওপর। ২০১৭ সালে কুর্মিদের দাবিদাওয়ার বিষয়গুলি নিয়ে সমীক্ষা করে পর্যালোচনা রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে পাঠায় রাজ্য। পরবর্তীতে সেই সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যের থেকে কিছু তথ্য চায় কেন্দ্র।

তবে অভিযোগ, রাজ্য সেই তথ্য কেন্দ্রের কাছে পাঠায়নি, তাই তাদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ২০ ডিসেম্বর থেকে আবার তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান। তাই এর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন এক ব্যক্তি। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে জানান, কুর্মি সম্প্রদায়ের দাবিদাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্গত বিষয়। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

এবার ফেসবুকে

পাত্র-পাত্রী, শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Uttarbangasambadofficial

তথ্য ভাণ্ডার থাকছে ওয়েবসাইটে

ভিজিট করুন uttarbangasambad.com

বিশদে জানতে বা বিজ্ঞাপন দিতে মেসেজ করুন ৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আপনার সঙ্গে, আপনার পাশে

বুধবার, ২ পৌষ ১৪৩১, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২০৯ সংখ্যা

আলোচিত

হে ঈশ্বর, আমাকে আর কী কী দেখতে হবে? যদি ৬৫ ইনিংসে ৫৫.৭ গড়ে ও ১২৬ স্ট্রাইক রেটে ৩৩৯৯ রান যথেষ্ট না হয়, তাহলে হয়তো আমি ততটা ভালো ক্রিকেটার নই। কিন্তু আপনার ওপর আমার ভরসা আছে। আশা করব লোকেও আমার ওপর ভরসা করবে। কারণ আমি ফিরে আসবই।

\- পৃথ্বী সাউ

ভাইরাল

৭.৩ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ভানুয়াতু। ধ্বংসস্তূপের ভাইরাল হওয়া সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, একটি গ্যারাজের গাড়ি আর অন্য জিনিসপত্র দুলছে, যেন কেউ নাড়াচ্ছে। একটি ছেলে আর একটি কুকুর ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে।

আজ

১৯৮৩

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৪২

আজকের দিনে জন্মেছেন বিখ্যাত আলোকচিত্রী রঘু রাই।

নতুন সংকট ওপারে

ছাত্র আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ ডিঙিয়ে বাংলাদেশে এখন ক্ষমতায় অন্তর্বর্তী সরকার। দেশের সংবিধানে অন্তত অন্তর্বর্তী সরকারের বিধান ছিল না। যদিও হঠাৎ খোদ প্রধানমন্ত্রীর দেশান্তরী হওয়ায় দেশটার সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। নচেৎ সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হত। বাংলাদেশ এর আগে অনেকবার সামরিক শাসন দেখেছে। কিন্তু এবার সেনাবাহিনী সেই দায়িত্ব নিতে রাজি ছিল না।

ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যত বাধ্যবাধকতা ছিল। যে ছাত্র আন্দোলনের কাঁধে ভর দিয়ে এই সরকারের প্রতিষ্ঠা, তাতে শুধু পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ ছিল না। ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগের কট্টর প্রতিপক্ষ বিএনপি থেকে শুরু করে সেসময় দেশটায় নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামি, অন্য ছোটখাটো দল, এমনকি বাম দলগুলি জুড়ে গিয়েছিল সেই আন্দোলনে। যেখানে স্পষ্ট কোনও নেতৃত্ব ছিল না। যৌথ আন্দোলন করতে যেসব শর্তপূরণ প্রয়োজন, খামতি ছিল তাতেও।

সংরক্ষণ বিরোধিতায় শামিল হয়েছিল যেসব দল ও সংগঠন, তাদের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য বা অ্যাজেন্ডা আছে। হাসিনার পলায়নের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের সেই খামতির কারণে বিদেশ থেকে ডেকে আনা হয়েছিল মুহাম্মদ ইউনূসকে। যাঁকে ক্ষমতায় থাকাকালীন হাসিনার সরকার নানাভাবে হেনস্তা করেছে। এমনকি জেলেও পুরেছিল। সেই সূত্রে মুজিব-কন্যার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে ভয়ংকর ক্রোধ ছিল ইউনূসের।

ফলে আওয়ামি লিগ ও দলের নেত্রীকে উৎখাত করার এই সুযোগ তাঁর না ছাড়াই স্বাভাবিক ছিল। উদ্দেশ্য ও অবস্থানে নানা অমিল, এমনকি মতভেদ থাকলেও অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত সব দল, সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষের ঐকমত্যের জায়গা ছিল শুধু কট্টর হাসিনা বিরোধিতা। পরে এর সঙ্গে মূলত জামায়াতের প্রভাবে যুক্ত হয় ভারত বিরোধিতা। তবে আওয়ামি লিগ সরকারের স্বৈরাচারে দীর্ঘদিন কোণঠাসা হয়ে থাকার পর বিএনপি হয়ে উঠেছে ভারত বিরোধিতার সবচেয়ে বড় চ্যাম্পিয়ন।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, তত অন্তর্বর্তী সরকারে ক্ষমতাসীন শক্তিগুলি ও তাদের সমর্থকদের মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসছে। হাসিনা ও ভারত বিরোধিতায় কট্টর থাকলেও দেশ পরিচালনায় মতপার্থক্য, এমনকি পারস্পরিক অবিশ্বাসগুলি ক্রমে ক্রমে বেআব্রু হয়ে পড়ছে। সরকারের সবচেয়ে বড় সমর্থক দুই শক্তি জামায়াতে ও বিএনপি যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচিত সরকার স্থাপনে মরিয়া। যাতে নিজেরা ক্ষমতার প্রত্যক্ষ শরিক হতে পারে।

বিএনপি দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে। ক্ষমতাসীন না হলে জামায়াতের পক্ষে বাংলাদেশকে খাতায়-কলমে ইসলামিক রাষ্ট্র গড়ে ফেলা কঠিন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচন করানোর ব্যাপারে তেমন গা নেই বলে স্পষ্ট হচ্ছে। বিজয় দিবসে সর্বশেষ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে বোঝা গিয়েছে, নির্বাচনের তড়িঘড়ি কোনও পরিকল্পনা নেই। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাতে বিএনপি'র তেমন সায় নেই। জামায়াতে অবশ্য দেশের ইতিহাস নতুন করে লেখার পক্ষে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান শক্তি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বের সমর্থনেও ফাটল ধরার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ওই আন্দোলনের এখন অন্যতম প্রধান নেতা সারজিস আলমকে এমন কথাও বলতে শোনা গিয়েছে যে, প্রয়োজনে প্রধান উপদেষ্টাকেও রেয়াত করা হবে না। আন্দোলনটির যথার্থতার পক্ষের অন্যতম প্রবক্তা ফরহাদ মাজহারের মতো দেশের বিশিষ্টজনের একাংশও সরকারের কাজকর্মে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি ধর্মনির্বিশেষে সাধারণ মানুষের একাংশও সরকারের ভূমিকাকে সমর্থন করছে না। ফলে সরকারের সমর্থক শক্তিগুলির ভিন্নমত রাষ্ট্র পরিচালনার পথে অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পাশাপাশি দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশের সামনে এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

সোজা-সাপটা

একটা সময় আসবে যখন দেখা যাবে, প্রায় সব মানুষই পাগল হয়ে গেছে। এই রকম একপেশে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আত্মহত্যা বাড়বে, অপরাধ বাড়বে। মানুষ হাসতে হাসতে খুন করবে, কাঁদতে কাঁদতে বিয়ে করবে।

সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ করলে তবে সদসৎ বিচার আসে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

তুমি কে? আমি একটা মানুষ। কেমন মানুষ? মধ্যবিত্ত মানুষ। এইটাই কি তোমার পরিচয়? আজ্ঞে হ্যাঁ। মানুষ হল অর্থনৈতিক জন্তু। টাকাতেই সব পরিচয়। অর্থহীন মানুষ জন্তুর সমান। পৃথিবীর আবর্জনাবিশেষ। তখন সামর্থ্যই তার একমাত্র সম্বল। তখন একটাই প্রশ্ন, খাটতে পারো? তাহলে দু'বেলা দু'মুঠো জুটবে। রেলের কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে বিশ্রী, কর্কশ গলায়- অ্যায় কুলি?

স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সব কথার কথা, লিখতে হয় লেখা, বলতে হয় বলা। স্বাধীন দেশের একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে ক্ষমতার গলায় ডাকছে, অ্যায় কুলি! তার মাথায় একের পর এক ঢাউস ঢাউস ক'টা ব্যাগ চাপানো হল। এক কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল একটা কাঁধ ব্যাগ। লোকটি যাবে, পা বাড়াচ্ছে, হঠাৎ বড় মানুষটির চোখ পড়ল, তার পরিবারেরই এক সদস্যের কাঁধে একটা ব্যাগ।

আরে একি, তুমি বইবে কেন, কুলিই যখন করা হয়েছে!

আহা। ও বেচারা আর কত বইবে!

আরে, ওরা তো ওই কাজের জন্যেই। একটা কাঁধ এখনও খালি। খালি যাবে কেন, তুলে দাও, তুলে দাও।

লোকটি আর মানুষ রইল না, হয়ে গেল সচল বোঝা। এখানেই শেষ হল না তার হেনস্তা। তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলা হল, 'চোখে চোখে রাখো। খুব সাবধান। মালপত্তর নিয়ে হাওয়া না হয়ে যায়! এই, তোমার নম্বর কত?'

লোকটি জাতে কুলি। নাম নেই, নম্বর।

ইংরেজরা আমাদের মাথাটি খেয়ে গেছে। অভিজাত সম্প্রদায় মানে অসভ্য সম্প্রদায়। অনেক টাকা, অনেকে প্রচুর শিক্ষিত, কিন্তু তাদের ভেতরে আসল মানুষটা নেই। অহংকারে চাপা পড়ে আছে। রেস্তোরাঁয় ঢুকে 'বেয়ারা' বলে যে যত বেয়াড়া চিৎকার করতে পারবে তার আভিজাত্যই সবচেয়ে বেশি। উর্দিপরা লোকটি সসম্ভ্রমে এগিয়ে দেবে মেনু। বেয়ারা আর বয় দুটি সমার্থক শব্দ। প্রবীণও বয়, নবীনও বয়। রেস্তোরাঁর টাই-আঁটা সুদর্শন ছেলেটি হল 'ওয়েটার'। খাতা, পেন্সিল হাতে তটস্থ, 'কী নেবেন স্যর!'

ছোট্ট ওইটুকু জায়গার মধ্যেই কত জাতের মানুষ! খরিদ্দার, সে যেমনই হোক প্রভুর সমান। ব্যবসার পুরোনো নীতি। যাওয়ার সময় মোটা টাকার টিপস, দয়া নয়, স্ট্যাটাস সিম্বল। তুমি আমাকে খাতির করবে। টাকার বিনিময়ে খাতির আদায়। খাতির আর শ্রদ্ধায় অনেক তফাত। খাতির আদায় করতে হয়, শ্রদ্ধা গড়িয়ে গড়িয়ে এক মানুষ থেকে আরেক মানুষে চলে যায়। শ্রদ্ধেয় হতে হলে চরিত্র চাই। প্রেম চাই। নোটের বান্ডিল দেখিয়ে আদায় করা যায় না।

এক বড়লোক রেগে গেলেই ভৃত্যকে ক্যাঁৎ করে লাথি মারত। ঘণ্টাখানেক পরে একটা অনুশোচনা হত, তখন গোলামটিকে ডেকে বলত, এই নে কুড়ি টাকা। মালিক দিনতিনেক লাথি মারেনি। ভৃত্য উশখুশ করছে, শেষে বলেই ফেললে, হুজুর, আমার পেছনটা অনেক দিন উপোস করে আছে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেও পুরুষের প্রভুত্ব। সেখানে টাকা নয়, অহংকার। জরু আর গোরু দুটোই যেন সম্পত্তি। বিয়ের মাস কয়েকের মধ্যেই ভালোবাসা 'ভেপার'। তখন ক্রিকেট খেলা। সংসার ক্রিজে উইকেট সামলাচ্ছে রমণী, পুরুষ একের পর এক বাম্পার ছাড়ছে।

শিক্ষিত মানুষকে জিজ্ঞেস করলুম, কোন আক্কেলে টানারিকশা চাপেন! একটা জিরজিরে লোক টানছে, বসে আছে এক মেদের মৈনাক।

খুব কায়দার উত্তর এল, 'আমরা না চাপলে ও খাবে কী?'

এই খেয়োখেয়ির পৃথিবীতে খাওয়ার জন্যেই যত কাণ্ড। একদল বেশি খেয়ে ফুলছে, আরেক দল অনাহারে চুপসে যাচ্ছে।

'মার হাব্বা!'

২

কী হবে?

চলছে এবং চলবে।

একটা সময় আসবে যখন দেখা যাবে, প্রায় সব মানুষই পাগল হয়ে গেছে। এই রকম একপেশে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আত্মহত্যা বাড়বে, অপরাধ বাড়বে। মানুষ হাসতে হাসতে খুন করবে, কাঁদতে কাঁদতে বিয়ে করবে। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সুবিন্যাস বলে কিছুই থাকবে না মানুষের জীবনে। দেশে দেশে রক্তগঙ্গা বইবে। ক্রমশই মানুষ হয়ে যাবে বিপজ্জনক এক কথাবলা পশু।

যাকগে, সে যা হবার তা হবে। সেই কারণে আমি মাঝেমধ্যে জঙ্গলে পালাই। বেশ লাগে গাছপালা কীটপতঙ্গের জগৎ। প্রকৃতির নিয়ম যা ছিল তাই আছে। বিশাল বিশাল গাছ আকাশের দিকে আলোর খোঁজে উঠে গেছে ডালপালার বাহু মেলে। পাতায় পাতায় বাতাসের বার্তা। ভোরের ঘুম ভাঙাতে যত পাখির যত গান। কিছু পরেই অরুণদেবের কিরণরেখা পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে আসবে মহীরুহের উত্থানভূমিতে। এঁকে যাবে অনন্ত আলোর আলপনা। চাপা আলোর উৎসবে বনভূমির থমথমে নীরবতায় শুরু হবে নির্জনতার নৃত্য। বড় ব্যস্ত এই বনভূমি। বহু ধরনের, বহু বর্ণের পিঁপড়ের অবিরাম ছোটাছুটি। মাছিই বা কত রকমের! মৌমাছির নিরলস অন্বেষণ। কোথায় ফুটেছে মধুক্ষরা ফুল, মৌমাছি জানে। কত রকমের সরীসৃপ। গাছের চূড়ায় দাঁড়কাক। সে তো ডাক নয়, বনভূমি প্রকম্পিত করা অদ্ভুত এক টংকার। অজস্র কাঠবেড়ালি। তাদের বিচিত্র ছোটাছুটি, খেলা না খাদ্যের সন্ধান, কে বলবে! পাতা ঝরার কাল। অবিরাম ঝরেই চলেছে শালের পাতা। জঙ্গলের যে জায়গাটায় রোদ নামতে পেরেছে সেখানে এক ঝাঁক ছাতারে পাখি মহাকলরোলে সভা বসিয়েছে। সেই আলোকিত দিক থেকে এইবার আসছে একদল মেয়ে। কাঁধে ঝুলছে বস্তা। শাল পাতা আর শুকনো ডাল কুড়োবে সারাদিন। জঙ্গলের অন্য প্রাণীদের মতো এরাও জঙ্গলের। খাতির করে শহরের ভোগসুখে নিয়ে গেলে স্বার্থ আর সংকীর্ণতার পীড়নে মরে যাবে।

এই বনানীতে আমিই এক আজব মানুষ সম্পূর্ণ বেমানান এক শহুরে প্রাণী। আমার এই জঙ্গল-প্রেম একটা আদিখ্যেতা। জঙ্গলের মানুষ আমার মতো এইভাবে জঙ্গল দেখে না। আমি একটা, জঙ্গল একটা এই ভাব তাদের

মধ্যে নেই। জঙ্গল-মানুষে সেখানে একাকার। এক থেকে আর এক-কে পৃথক করা যায় না। জঙ্গল তাদের চোখে কবিতা নয়, জীবিকা।

বন বিভাগের কর্মচারী এসে প্রশ্ন করলেন, শহুরে লোক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইবার সরে পড়ুন।

কলকাত্তাইয়া মেজাজে বললুম, কেন?

আপনার ভালোর জন্যই বললুম। দাঁতাল হাতি কাকে বলে জানেন?

জানি।

সেই দাঁতাল হাতির দল ঘুরছে এই জঙ্গলে। কাল রাতেও অত্যাচার করে গেছে। হঠাৎ এসে গেলে কী করবেন?

ছুটব! ছুটে পালাব।

পারবেন না। হাতি দয়া না করলে পারবেন না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল খুব। শহরের ছেলে। কবিতাও লিখেছেন। তাঁরই বাংলোয় বসে চা খেতে খেতে গল্প। বললেন, শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীতে রোমান্সেরও মৃত্যু হবে। আপনি দেখছেন গাছ, এরা দেখছে কাঠ। আপনি দেখছেন ঝরাপাতা, এরা দেখছে শাল পাতা। কীট, পতঙ্গ, পাখি, পূর্ণিমা এদের চোখে পড়ে না। আটচালায় বসে স্মার্টফোনে খুটুর খুটুর করে, বলিউডি নাচ আর গান, খুনোখুনি, মারামারি। মানুষ আর মাথার দিকে নেই, পেটের দিকে নেমে এসেছে। শুনবেন আমার দুঃখের কথা, আমি জঙ্গলে থাকি বলে আমার বৌ আমাকে ডিভোর্স করে চলে গেছে।

বাংলোর বারান্দায় দুজনে হাঁ করে বসে রইলুম। তিনটে বাহারি প্রজাপতি উড়ছে।

৩

প্রবাদে আছে, বেপরোয়া মানুষের ভ্রমণসঙ্গী হোয়ো না। অনেক বোঝা তোমার ঘাড়ে চেপে যেতে পারে, অনেক ঝুঁকি। কারণ সে তো যা খুশি তাই করবে, আর তার ভুলের মাশুল তোমাকেই দিতে হবে।

সেইসঙ্গে এও বলে, বোকার কাছে পরামর্শ নিতে যেও না। কারণ তোমার বিষয়ের গোপনীয়তা রাখতে পারবে না। সব্বাইকে বলে বেড়াবে।

প্রবাদে আরও আছে, অপরিচিতের উপস্থিতিতে গোপনীয় কিছু কোরো না। এর পরিণতি কী হতে পারে তা তোমার জানা নেই।

এইসব প্রবাদ অতি প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এইসব প্রবাদের রচনাকার প্যালেস্তাইনের অধিবাসী ছিলেন। জানা গেছে এটুকুই। তাঁর এই প্রবাদমালাটিকে ল্যাটিনে বলে, 'ইকলেসিয়াসটিকাম'। তিনি লিখেছিলেন হিব্রুতে। ভাষা হিব্রু হলেও ভাব 'হেলেনিক', গ্রিক রীতিনীতির প্রভাবপুষ্ট। ১৮৯৬ সালে কায়রোর এক 'সিনাগগ' থেকে এঁর পাণ্ডুলিপির টুকরো আবিষ্কার হতে থাকে। নানা কারণে এই অপূর্ব প্রবাদমালা 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' স্থান পায়নি। কারণ একটাই, ধর্মীয় ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কয়েকটি বিপরীত ভাব- সুখের অনিশ্চয়তা, বন্ধুদের অবিশ্বাস্যতা, সর্বোপরি নারীদের ছলনাময়িতা। এই জ্ঞানী মানুষটির নাম ছিল জেসাস বেন সিরাক।

সেদিন দুর্গাপুজোর সপ্তমী। কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সপার্ষদ। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেখানে উপস্থিত। ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণকে বলছেন, 'এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম, বড়মানুষ। টাকা আর লোকজন অনেক, মনে করলে তোমার অনিষ্ট করতে পারে, তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে, তাতেই সায় দিয়ে যেতে হয়! তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখে আওয়াজ করে তাকে ঠান্ডা করতে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠান্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে, তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন- বলে গালাগালি দেবে। তাকে বলতে হয়, কী খুড়ো কেমন আছো? তাহলে খুব খুশি হয়ে তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।'

'অসৎ লোক এলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকোটুকো আছে? আমি বলি আছে।'

'কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জানো না, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়। তা না হলে হয়তো তোমার এমন রাগ হয়ে গেল যে, তার আবার উলটে অনিষ্ট করতে ইচ্ছা হয়।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপায় বলেছেন, 'মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ কল্লে তবে সদসৎ বিচার আসে।'

সব মানুষই মত্ত। ছুটছে। সামনে ছুটছে সোনার হরিণ, কাম আর কাঞ্চন। ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি। এদেরই মাঝে যুগে যুগে বহু মানুষ এসে পথের পাশে দাঁড়িয়েছেন সত্যের পতাকা হাতে। একটি কালজয়ী জাপানি প্রবাদ, 'উইসডম অ্যান্ড ভার্চু আর লাইক দি টু হুইলস অফ এ কার্ট।'

জনমন জনমত

কালিয়াচকের ছবি আরও বিস্তৃত হোক

কালিয়াচকের শিক্ষা বিপ্লব নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সিরিজ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আরও চললে ভালো হত। তিন ব্লকে দেখা যাচ্ছে শিক্ষাবিপ্লবের ছাপ। প্রাইভেট স্কুলের পাশাপাশি লেখা হোক ভালো সরকারি স্কুল নিয়ে।

শুধু স্কুল নিয়ে নয়, শিক্ষা বিপ্লবের কাণ্ডারী, শিক্ষা বিপ্লবে নিবেদিত শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, সরকারি স্কুল স্থাপনে সাহায্যকারী মানুষদের নিয়েও লেখা হোক বিস্তারিতভাবে। লেখায় স্থান পাক অশিক্ষাকর্মীরাও। তৈরি হোক নতুন নির্ভরযোগ্য দলিল।

যেভাবে কালিয়াচকের বদলে যাওয়া ছবিটা উত্তরবঙ্গ সংবাদ তুলে ধরেছে, তার তুলনা হয় না। বাংলার অনেক মানুষই জানতেন না, কালিয়াচক এভাবে বদলে ফেলেছে নিজেকে। কালিয়াচকের শিক্ষা বিপ্লব গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ুক।

হাসানু জামান আনসারি
শেরশাহি, কালিয়াচক।

এভাবে চললে পাশের সংখ্যা আরও কমবে

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজে ইতিমধ্যে বেজেছে পরীক্ষার দামামা। ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা। বিজোড় সংখ্যক সিমেস্টারগুলোর ক্লাস শুরু হয় সাধারণত জুলাই মাসে। সেই অনুযায়ী তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারেরও ক্লাস শুরু হয়েছে জুলাই মাসে। কিন্তু প্রথম সিমেস্টারের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ক্লাস শুরু করতে অগাস্ট গড়িয়ে যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই ক্লাস শুরু হয়েছে, শেষ হল ডিসেম্বরের একেবারে শুরুতে। অর্থাৎ প্রথম সিমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের সময় মিলল মাত্র চার মাস। তার মধ্যে পুজোর ছুটি এক মাস। সিমেস্টারের অর্থাৎ ছয় মাসের পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণ করতে সময় পাওয়া গেল মাত্র তিন মাস।

স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে আসে। এখানে প্রথমেই যে হোঁচটটি খায়, তা হল বিষয় নিয়ে। এমন কিছু বিষয় তাদের নিতে হয় যেগুলো তারা এর আগে পড়েছে তো দূরের কথা, নামও ঠিকঠাক শোনেনি। যেমন- গ্রেট ইন্ডিয়ান এডুকেটরস, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন্ডিয়া ইত্যাদি। এর পাশাপাশি স্কুল থেকে অনেকটাই আলাদা কলেজের পড়াশোনায় ধাতস্থ হতেই তাদের কেটে যায় কিছুটা সময়। এত সংকীর্ণ সময়ে পাঁচ-ছয়টা পেপারে প্রস্তুতি নিতে তাদের কালঘাম ছুটে যায়। আর তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এক বা একাধিক পেপারে

অকৃতকার্য হয়। যে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে তারা কলেজে আসে শুরুতেই ঘটে সেই স্বপ্নভঙ্গ। স্কুল জীবনে কোনও দিন ফেল করেনি এমন ছাত্রছাত্রীও অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে। এভাবেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে কলেজে পড়ার অনীহা, বাড়তে থাকে কলেজ ছুটের সংখ্যা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলোতে সিমেস্টার সিস্টেমে ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা পর্ব সমাপ্ত করতে হয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব প্রথম সিমেস্টারের ভর্তি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে ক্লাস চালু হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিছু কিছু কলেজে অধ্যাপক এবং শ্রেণিকক্ষের অপ্রতুলতা লক্ষ করা যায়। ফলে কোনও কোনও বিভাগে একই সময়ে দুটোর বেশি ক্লাস করানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ফেলা দরকার। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পাঠ্যসূচির সংক্ষিপ্তায়ন। সংকীর্ণ সময়ের কথা মাথায় রেখে অন্তত প্রথম সিমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়।

কৃষ্ণমোহন ভৌমিক, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি।

জাতিদ্বন্দ্ব মানুষকে ভুলিয়ে রাখার প্রধান অস্ত্র

দীর্ঘদিন ধরে একনায়কতন্ত্রী শাসনের ফলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, অভাব-অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে তৈরি হয় গণ অভ্যুত্থান, যার কুপ্রভাব হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বাংলাদেশ ও সিরিয়ার মতো ছোট্ট দেশগুলি। দু'দেশের রাষ্ট্রপ্রধান দেশ থেকে বিতাড়িত। বর্তমান বাংলাদেশে জবরদখলকারী একটা সরকার চলছে। তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন না করেই দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে নিয়েছে। এটা কোনও সভ্য দেশে হতে পারে না।

দেশে এক শ্রেণির মানুষের হাতে নেই কোনও কাজ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন দুরূহ হয়ে উঠেছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুঠতরাজ লেগেই রয়েছে। দেশের শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে শুরু করেছে জাতপাতের লড়াই, যা সহজে মানুষকে তাদের অভাব-অভিযোগ থেকে ভুলিয়ে রাখার প্রধান অস্ত্র।

বাংলাদেশের মানুষ জানে, ভারতের চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা ছাড়া তারা বাঁচতে পারবে না। তবুও বিএনপি, জামায়াতে শিবির সহ কট্টর মৌলবাদ গোষ্ঠীর মদতে বর্তমান তদারকি সরকার ভারত বিরোধিতায় লাফাতে শুরু করেছে।

আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ডে সহমত নন। বর্তমান সরকারের উচিত, নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠনে উদ্যোগী হওয়া। কিন্তু তারা সেই পথে হাঁটার চেষ্টাও করছে না। তারা যদি ভেবে থাকে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভারতের ভূখণ্ড দখল করবে তাহলে বলছি তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।

ভারত সবসময় প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। আমরা ভারতীয়রাও তাই চাই। কিন্তু এই বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব আমাদের দুর্বলতা ভাবলে ভুল করবে প্রতিবেশী দেশগুলি। প্রয়োজনে আমরা ভারতীয়রাও দেশ রক্ষায়, দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ভারত এটা সবসময় দেখিয়ে দিয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার যুদ্ধ কেউ আমরা ভুলিনি।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ভাগ্য যে মহিলার ভালো ৫। জলসেচের জন্য খাল ৬। যথাযথ বিচার ৮। বুক বা ছাতি, তক্তাও হতে পারে ৯। আঘাত বা প্রহার করা ১১। সব সময় একসঙ্গে দেখা যায় এমন দুজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ১৩। প্রবাদে শিবরাত্রির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ১৪। নিঃস্ব, দরিদ্র বা দুঃখী মানুষ।

উপর-নীচ : ১। অভিমান থেকে দাম্পত্য কলহ ২। ওজন বা গুরুত্ব ৩। মেয়েদের হাতের বালা ৪। একেবারে যুদ্ধ বা লড়াই ৬। বাঁহাতে সব কাজ করেন ৭। গর্ত বা গহ্বর ৮। যিনি পালন করেন ৯। ভাতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ১০। তৈলাক্ত ভাব ১১। ঐরাবত বা হাতি ১২। আলোর উৎস পতঙ্গ ১৩। পুরো এক বছর।

সমাধান ■ ৪০১৫

পাশাপাশি : ১। মিছামিছি ৩। পোয়াতি ৫। কোলছাওয়াল ৬। বিকট ৭। টিকিন ৯। উপরচালাক ১২। কিঞ্জল ১৩। মনান্তর।

উপর-নীচ : ১। মিয়াবিবি ২। ছিলিম ৩। পোলাও ৪। তিজেল ৫। কোট ৭। টিক ৮। নস্যাধার ৯। উড়কি ১০। রসুল ১১। লাটিম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ইন্দিরার এক সিদ্ধান্তে বন্ধ হয় একসঙ্গে ভোট

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : দেশে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট করাতে মরিয়া নরেন্দ্র মোদির সরকার। সেই কারণে প্রবল বিরোধিতার মধ্যেই মঙ্গলবার লোকসভায় দুটি বিল পেশ করেছে কেন্দ্র। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে মোদি সরকারের পক্ষে এক দেশ, এক ভোট ব্যবস্থা পুনরায় কায়েম করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি সত্যিই দেশের এক দেশ, এক ভোট ব্যবস্থা কায়েম করতে সফল হন তাহলে দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় পর ভারতে ফের একসঙ্গে নির্বাচন হতে পারে।

দেশের নির্বাচনি ইতিহাস বলছে, স্বাধীনতার পর ১৯৫১-৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভা এবং রাজ্যগুলির বিধানসভা ভোট একসঙ্গেই হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর উত্তরসূরি লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা দিব্যি চলেছিল। ১৯৬৭ সালে শেষবার দেশে একসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভাগুলির ভোট হয়েছিল। কিন্তু সেবার কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করে রাখতে সমর্থ হলেও পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যের বিধানসভা ভোটে ভরাডুবি হয় কংগ্রেসের। আদি বনাম নব কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব ক্রমশ মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। যা ইন্দিরা গান্ধির পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল।

কংগ্রেসে ভাঙনের পর কেন্দ্রে কোনওরকমে সরকার টিকিয়ে রাখলেও ইন্দিরা চাইছিলেন একচ্ছত্র ক্ষমতা। ফলে ১৯৭২ সালে লোকসভা ভোট হওয়ার কথা থাকলেও তা ১৫ মাস এগিয়ে আনেন তিনি। ১৯৭০ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাতে লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন ইন্দিরা গান্ধি। একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট করানোর রীতিতে সেই প্রথম ধাক্কা। প্রয়াত নেত্রী সেসময় ঘোষণা

করেছিলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না। মানুষের কাছে যে অঙ্গীকারগুলি করেছিলাম তাও পালন করতে পারছি না। আমরা শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাই না। বরং সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের জনসাধারণের বিপুল অংশ যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে চাই।'

ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে সেইসময় আদি কংগ্রেসের মোরারজি দেশাই, কে কামরাজ, নিজলিঙ্গাপ্পা, অতুল্য ঘোষ, নীলম সঞ্জীব রেড্ডিরা ছিলেন। আদি কংগ্রেসের সঙ্গে তলে তলে যোগাযোগ রাখছিল জনসংঘ, সোস্যালিস্ট পার্টির মতো শক্তিগুলিও। ১৯৬৭ সালে তিনি ডাক দিয়েছিলেন গরিবি হটাও। এরপর ব্যাংক জাতীয়করণ, কয়লা খনিগুলির জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপের মতো একাধিক সমাজতান্ত্রিক এবং জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্তগুলি ভালো চোখে নেননি সিন্ডিকেট কংগ্রেসের সদস্যরা। তাঁর স্বাধীনচেতা চিন্তাভাবনা এবং পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিল সিন্ডিকেট। ফলে কংগ্রেসে ভাঙন ধরেছিল। দেশে কংগ্রেস বিরোধী সুর ক্রমশ চড়ছে তখন নব কংগ্রেসকে নিয়ে কীভাবে সাফল্য আসবে তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন ইন্দিরা।

শেষমেশ তাঁর সচিব পিএন হাকসারের পরামর্শে ১৯৭১ সালে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পথে হাঁটেন ইন্দিরা। তাতে বিপুল জয় ৩৫২টি আসনে জয়ী হয়েছিল নব কংগ্রেস। আদি কংগ্রেস জিতেছিল মাত্র ১৬টি আসন। একসঙ্গে ভোট করানোর প্রথা ভারতের সংবিধানে কোথাও বলা নেই। কিন্তু নেহরুর আমলে প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে যে রেওয়াজ শুরু হয়েছিল নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে গিয়ে সেই প্রথা ভেঙেছিলেন নেহরু-কন্যা। দীর্ঘ পাঁচ দশক পর হারানো পরম্পরাকে ফিরিয়ে আনাটাই এখন প্রবল নেহরু-গান্ধি পরিবার বিরোধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রধান চ্যালেঞ্জ।

একটু খাবারের খোঁজে

গাজায় কিশোরদের ভিড়। অপেক্ষা একটাই। কখন আসবে খাবার? মঙ্গলবার। -এএফপি

বঞ্চনার অভিযোগে বিজেপিকে বিঁধলেন সুদীপ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুমুল তরজার সাক্ষী হল লোকসভা।

চলতি অর্থবর্ষের প্রথম পর্বের আনুষঙ্গিক বরাদ্দ নিয়ে আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর উত্তরের মাঝেই পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা এবং আবাস যোজনা-র তহবিল স্থগিত করার বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবি করে তৃণমূল কংগ্রেস। এরপরই লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্যের বঞ্চনা নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'গরিব মানুষের টাকা যে পার্টিকর্মীদের পকেটে গিয়েছে, সেটা স্পষ্ট। তাই এদের এত সমস্যা হচ্ছে। আমরা দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে টাকা দেব না। যারা দুর্নীতি করেছে, রাজ্য সরকার তাদের চিহ্নিত করুক। আমরা টাকা দিতে প্রস্তুত।' ঘটনাচক্রে সেই মুহূর্তে স্পিকারের আসনে ছিলেন তৃণমূল সংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

গ্রামীণ আবাস যোজনার টাকার অপব্যবহার নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, '২০১৬ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গকে এই প্রকল্পে ২৫,০০০ কোটিরও বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা আবাস যোজনা' করেছে এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে তদন্তে গিয়ে অর্থ নয়ছয়ের প্রমাণ পেয়েছে। রাজ্য সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলেছিল। আমরা তাদের কাছে জানতে চেয়েছি, এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে?'

নির্মলা বলেন, 'মনরেগা প্রকল্পেও বেনিয়মের অভিযোগ ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে দুর্নীতি হয়েছে, সেখানেই টাকার সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে। রাজ্যের সব টাকা আমরা আটকে রাখিনি। যদি রাজ্য সরকার কোথায় দুর্নীতি হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানায় এবং ব্যবস্থা নেয়, তাহলে আমরা আবার টাকা দিতে প্রস্তুত।'

এরপরেই তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন, 'যেখানে দুর্নীতি হয়েছে সেখানে তদন্ত হোক, টাকা আটকানো হোক। কিন্তু পুরো রাজ্যের টাকা আটকানো উচিত নয়। রাজ্যে এক লক্ষ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষ কাঁদছেন।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা বন্ধ থাকায় গরিব মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে।' তিনি আরও দাবি করেন, 'কেন্দ্র রাজ্যকে চাপে রাখতে দুর্নীতির অভিযোগকে হাতিয়ার করছে। কোথাও কোথাও দুর্নীতি হতে পারে, কিন্তু তার জন্য পুরো রাজ্যকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। রাজ্যে গরিব মানুষের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের উচিত দ্রুত তহবিল ছাড়া।'

কৃষকদের আজ পঞ্জাবজুড়ে 'রেল রোকো'

অমৃতসর, ১৭ ডিসেম্বর : পুলিশি বাধায় 'দিল্লি চলো' অভিযান আটকে যাওয়ায় এবার রেল অবরোধের সিদ্ধান্ত নিলেন পঞ্জাবের কৃষকরা। মঙ্গলবার কৃষক নেতা সারওয়ান সিং পান্ধের নতুন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে বলেন, 'বুধবার দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত রেল রোকো হবে। পঞ্জাবের সমস্ত কৃষককে বলছি এই শান্তিপূর্ণ অবরোধ কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে। জনসাধারণের প্রতি আমাদের আর্জি, কৃষকদের আন্দোলনকে আরও বেশি করে সমর্থন করুন। রাজ্যের স্বার্থে পঞ্জাববাসীকে এক হয়ে লড়তে হবে।'

চলমান এই কৃষক আন্দোলন ৩০৯তম দিনে প্রবেশ করেছে। কৃষকদের দাবিগুলি পূরণে কেন্দ্রীয় সরকার অনড় অবস্থান নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন পান্ধের। তিনি জানান, এই কৃষক আন্দোলন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বরং এটি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে।

আন্দোলনের আরেক নেতা জগজিৎ সিং দালেওয়াল গত ২২ দিন ধরে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। পান্ধের জানিয়েছেন, 'দালেওয়ালের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। যদি তাঁর কিছু হয়, তবে এর সম্পূর্ণ দায়ভার কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের ওপর পড়বে।'

প্রিয়াংকার ব্যাগে কুপোকাত পদ্ম

প্যালেস্তাইনের পর বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের পাশে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : বিজেপির অস্ত্রে বিজেপিকেই বধ করার ছক কষছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে এর আগে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এবার মমতার পথে হেঁটে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্র ও বিজেপিকেই কাঠগড়ায় তুললেন সোনিয়া-কন্যা।

মঙ্গলবার ওয়েনাডের সাংসদ বাংলাদেশের হিন্দু ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেওয়া একটি ব্যাগ কাঁধে সংসদে প্রবেশ করেন। সংসদ চত্বরে ওই ব্যাগ সহ অন্য কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গে বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও দেখান প্রিয়াংকা। তাঁর এহেন কৌশলে রীতিমতো অস্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব।

বাংলাদেশের প্রাক্তন ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি এবং লাগাতার হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় আগাগোড়া সরব বিজেপি এবং সংঘ পরিবার। ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সরকারকে বারবার হিন্দু সহ সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুর স্বার্থ সুরক্ষিত করার বার্তা দিয়েছে মোদি সরকার। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই অবস্থায় এদিন বাংলাদেশের হিন্দু ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে একরাশ উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নীতি।'

প্যালেস্তাইনের প্রতি সহানুভূতির বার্তা দিতে একটি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সোমবার সংসদে ঢুকেছিলেন প্রিয়াংকা। তাঁর ওই ব্যাগ দেখে বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, 'উনি বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বিক্ষোভে প্রিয়াংকারা।

মুখে কুলুপ এঁটেছেন কেন। এটা তো ভারতের সংসদ। ১৪০ কোটি ভারতীয়ের অভাব-অভিযোগ নিয়ে কথা বলার জন্য মানুষ সাংসদদের নির্বাচিত করে। প্রথমে আসাদউদ্দিন ওয়াইসি 'জয় প্যালেস্তাইন' স্লোগান দিয়েছিলেন। আর এখন প্যালেস্তাইন ব্যাগ নিয়ে সংসদে এসেছেন প্রিয়াংকা।'

সম্ভাল নিয়ে প্রশ্ন তোলার পরও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগে সুর চড়িয়েছিল বিজেপি। এবার বাংলাদেশের হিন্দু ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে প্রিয়াংকা গেরুয়া শিবিরের পালের হাওয়া কাড়তে সক্রিয় হয়েছেন।

ঘটনা হল, সোমবার বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে লোকসভায় বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর ঘটে চলা লাগাতার হামলা এবং অত্যাচারের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার কেন কিছু করছে না তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন প্রিয়াংকা। সংসদের ভিতরে এবং বাইরে প্রথমে প্যালেস্তাইন, তারপর বাংলাদেশের ইস্যুতে লাগাতার সরব হওয়া থেকে পরিষ্কার, প্রিয়াংকা ও কংগ্রেস বুঝিয়ে দিতে চাইছে, তাদের পৃথিবীর সর্বত্র অত্যাচারিত মানুষের সংজ্ঞাটা একই। যেখানেই অন্যায়, অত্যাচার হবে, নির্যাতন, নিপীড়ন হবে কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে সরব হবে।

সোমবার প্রিয়াংকা লোকসভার জিরো আওয়ারে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় হিন্দু এবং খ্রিস্টান দুই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে সরব হওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। যাঁরা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের পাশে দাঁড়ানো উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের।'

আদালতে স্বস্তি মিলল না ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর : মিলল না অব্যাহতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পর্ণ স্টার স্টর্মি-যৌন ঘুষকাণ্ড মামলায় নিউ ইয়র্ক আদালত রেহাই দিল না। বিচারক জুয়ান মার্শান জানিয়েছেন, ট্রাম্প আর ক'দিন পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবেন। তা সত্ত্বেও এই মামলায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।

বিচারকের বক্তব্য, স্টর্মি-ঘুষ মামলা ব্যক্তি ট্রাম্পের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। এর সঙ্গে সরকারি ক্ষেত্র যুক্ত নয়। তাই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন বলে ছাড় পাবেন না।

২০ জানুয়ারি ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিচ্ছেন। ইলেক্টোরাল ও পপুলার ভোটে জেতার কৃতিত্ব নিয়ে প্রেসিডেন্টের মসনদে বসবেন তিনি। কিন্তু স্বস্তি পাবেন না। স্টর্মি মামলার চাপ তাঁকে তাড়া করে বেড়াবে।

বিশেষ বৈঠকে যোগ দিতে চিনে দোভাল

বেজিং, ১৭ ডিসেম্বর : ভারতের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার চিনে পৌঁছেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। বুধবার তাঁর সঙ্গে বৈঠক হবে চিনা বিদেশমন্ত্রী তথা বিদেশ নীতি সংক্রান্ত কমিশনের প্রধান ওয়াং ই'র।প্রায় পাঁচ বছর পর ভারত ও চিনের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিনিধি বৈঠক হতে যাচ্ছে। এই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পড়শি দুটি দেশের মধ্যে কাঠামোগত আলোচনা হবে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

চার বছর আগে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকার রক্তাক্ত স্মৃতি অতীত। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় সামরিক টহলদারি দুই দেশ সরিয়ে নিয়েছে। এই আবহে মঙ্গলবার চিনা বিদেশমন্ত্রী তথা বিদেশ নীতি সংক্রান্ত কমিশনের প্রধান ওয়াং ই'র সঙ্গে বৈঠক করতে বেজিং পৌঁছেছেন দোভাল। চার বছর ধরে পূর্ব লাদাখে সামরিক অচলাবস্থার কারণে থমকে থাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের বিশেষ প্রতিনিধির ২৩তম এই বৈঠক।

চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যে রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে যে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা হয়েছে, তার ভিত্তিতে চিন ভারতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা বাড়াতে যোগাযোগ ও সংলাপের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সুস্থ ও স্থিতিশীল পথে ফেরাতে চিন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

দিল্লি ভোটের নির্ঘণ্ট দ্রুত

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ খুব শীঘ্রই ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। চলতি সপ্তাহেই নির্বাচনি প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে খবর। আগামী বছরের শুরুতেই দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। ভোটে শাসকদল আম আদমি পার্টিকে বিজেপি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে ত্রিমুখী লড়াইয়ের মধ্যে পড়তে হবে।

ইস্তফা দাবি

অটোয়া, ১৭ ডিসেম্বর : বিড়ম্বনায় ট্রুডো। উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড ইস্তফা দেওয়ার পর এবার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর ইস্তফা চাইলেন কানাডা সরকারের বন্ধু দল নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা জগমিত সিং। তিনি জানিয়েছেন, কানাডার মানুষ আর পারছে না। প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে।

ভানুয়াতু দ্বীপের রাজধানী পোর্টভিলাতে ভূমিকম্পে তছনছ। কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৩। রয়েছে সুনামি সতর্কতা।

নিট-ইউজি পরীক্ষা এবার অনলাইনে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : জাতীয় মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজি অনলাইন পদ্ধতিতে নেওয়া হবে, নাকি আগের মতো কাগজ-কলমে (পেন-পেপার মোড) হবে, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ও স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মধ্যে আলোচনা চলছে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের পরীক্ষার সংস্কার বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নিট পরীক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রকের। তাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে ইতিমধ্যে দুই দফা আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'যে পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া সবচেয়ে সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হবে, সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

চলতি বছরে নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠার পর অনলাইন পদ্ধতি চালুর দাবি ওঠে। ন্যায্য ও স্বচ্ছ পরীক্ষা নিশ্চিত করতে ইসরোর প্রাক্তন প্রধান আর রাধাকৃষ্ণানের নেতৃত্বে একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে নিট-ইউজি পরীক্ষা কলম ও কাগজে নেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীরা ওএমআর শিটে বিকল্প প্রশ্নের (এমসিকিউ) উত্তর দিয়ে থাকেন।

বড়দিনের আগে ধস শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ১৭ ডিসেম্বর : সামনে বড়দিনের উৎসব। তার আগে শেয়ার বাজারে পতন অব্যাহত রইল। সোমবারের পর মঙ্গলবারও বড় অঙ্কের পতন হল সেনসেক্স ও নিফটির।

মঙ্গলবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১০৬৪.১২ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৮০৬৮৪.৪৫ পয়েন্টে। একইভাবে ন্যাশনাল

স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩৩২.২৫ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ২৪৩৩৬.০০ পয়েন্টে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে ১৮ ডিসেম্বর। তার আগে শেয়ার বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভ ০.২৫ শতাংশ সুদের হার কমাবে কি না বা আগামী বছরে সুদের হার নিয়ে কী পূর্বাভাস দেয় তা নিয়ে দোলাচলে রয়েছেন লগ্নিকারীরা। বাণিজ্য ঘাটতি বাড়া, দুর্বল আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজার এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির ফের শেয়ার বিক্রির আশঙ্কা ইত্যাদিও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সংবিধান আলোচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : সংবিধান নিয়ে আলোচনার মঙ্গলবার রাজ্যসভা উত্তপ্ত হল বিরোধী দলনেতা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাগবিতণ্ডায়। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংবিধানের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে আলোচনায় বলেন, 'সদনে সদস্যদের উপস্থিতি কম থাকে।' কিন্তু তাঁর বক্তব্যের পরই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে ক্ষোভপ্রকাশ করেন এবং অমিত শা'কে তীব্র আক্রমণ করে খারগে অমিত শা'কে 'কাপুরুষ' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'তুমি তো কাপুরুষ।'

এর উত্তরে অমিত শা বলেন, 'খারগে সাহেব, যদি কিছু করে থাকেন, তাহলে তা সাহসের সঙ্গে শুনতেও হবে।'

স্বভাবসিদ্ধভঙ্গিতে কংগ্রেসের ওপর আক্রমণ করে এরপরই অমিত শা বলেন, বিজেপি তাদের ১৬ বছরের শাসনকালে ২২টি সংবিধান সংশোধন করেছে, যেখানে কংগ্রেস তাদের ৫৫ বছরের শাসনকালে ৭৭টি সংবিধান সংশোধন করেছিল। তিনি বলেন, 'দুই দলই তাদের শাসনকালে সংবিধানে পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু এই পরিবর্তনের পেছনের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা বলেছিলেন আমরা কখনও আর্থিকভাবে স্বাধীন হতে পারব না, দেশবাসী এবং সংবিধান তাদের কঠোর জবাব দিয়েছে।' বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, 'আজ আমরা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। আমরা ব্রিটেনকেও পিছনে ফেলে দিয়েছি।'

কংগ্রেসকে পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, 'জনগণ 'স্বৈরাচারের অহংকার' ভেঙে দিয়েছে।'

এজেন্টের প্রতারণায় বন্দি ২২ বছর

দেশে প্রত্যাবর্তন হামিদার

মুম্বই ও লাহোর, ১৭ ডিসেম্বর : 'সবার উপরে' ছবির ছবি বিশ্বাসের মতো তিনি বলতেই পারতেন, 'আমার ২২টা বছর ফিরিয়ে দাও'। কিন্তু তিনি তা বলছেন না। দীর্ঘ বন্দিদশা কাটিয়ে জন্মভূমিতে ফেরার পর তিনি এতটাই অভিভূত যে, তাঁর মুখে কথা সরছে না।

ভ্রমণ সংস্থার প্রতারণায় ২০০২ সালে পাকিস্তানে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন মুম্বইয়ের তরুণী হামিদা বানু। সেই থেকে পাক-হায়দরাবাদেই থাকতে হচ্ছিল তাঁকে। সেদিনের সেই তরুণী এখন প্রৌঢ়া! শেষমেশ সোমবার ২২ বছর পর ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ফিরেছেন তিনি।

মুম্বইয়ে থাকতে হামিদা বানু রান্নার কাজ করতেন। ২০০২ সালে ভ্রমণ সংস্থার এক দালাল তাঁকে দুবাইয়ে চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদে নিয়ে যান। তারপর থেকে এতদিন সেখানেই থেকেছেন হামিদা। ২০২২ সালে ওয়ালিউল্লাহ মারুফ নামে স্থানীয় এক ইউটিউবার হামিদার দুর্ভোগের কাহিনী সমাজমাধ্যমে তুলে ধরেন।

হামিদা বানু

কিছুদিনের মধ্যেই সেই ভিডিওটি দু'দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মারুফের প্রতিবেদনমূলক ভিডিওর সুবাদেই দীর্ঘ দু-দশকেরও বেশি সময় পর হামিদার খোঁজ পায় তাঁর পরিবার। মায়ের সঙ্গে ফোনে কথাও হয় মেয়ে ইয়াসমিনের। শুরু হয়ে যায় হামিদাকে দেশে ফেরানোর তোড়জোড়।

বিদেশমন্ত্রকের এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে ২২ বছর পর হামিদা পা রাখেন দেশের মাটিতে। তাঁকে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন পাক বিদেশমন্ত্রকের আধিকারিকরাও।

স্বামীর মৃত্যুর পর মুম্বইয়ে রান্নার কাজ করে চার সন্তানকে বড় করছিলেন হামিদা। তিনি এর আগে দোহা, দুবাই, সৌদি আরব সহ একাধিক জায়গায় রান্নার কাজ করেছিলেন এবং কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি তাঁর। রাঁধুনির কাজ করতে গিয়ে তাঁকে যে এমন দুর্দশায় পড়তে হবে, তা হামিদার কষ্টকল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানে গিয়েই আঁধার নেমে এল জীবনে। দীর্ঘ ২২ বছরে বদলেছে অনেককিছুই। মাঝে করাচির এক ব্যক্তির সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়েও হয় তাঁর। কোভিড-১৯ মহামারির সময় সেই স্বামীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে সৎ ছেলেকে নিয়ে করাচিতেই থাকতেন।

দেশে ফিরে প্রৌঢ়া জানিয়েছেন, 'কখনও ভাবিনি এই দিনটা দেখতে পাব! ঘরে ফেরার সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এতবছর পর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে এত আনন্দ হচ্ছে যে কী বলব! ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।'

তারকাকথা

মুকেশকে সোনাক্ষীর সাবধান বাণী

কোনও এক সময়ে কৌন বনেগা করোড়পতিতে অংশ নিয়েছিলেন সোনাক্ষী সিনহা, তাই নিয়ে নেটে ধুন্ধুমার চলছে এখন! সেই শো-তে হনুমান কার জন্য সঞ্জীবনী নিয়ে গিয়েছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর সোনাক্ষী দিতে পারেননি। তাই নিয়েই শক্তিমান মুকেশ খান্না হুল ফুটিয়ে বলেছেন, 'এটা ওর নয়, ওর বাবা শত্রুঘ্ন সিনহার দোষ, তিনি কেন বাচ্চাদের রামায়ণের সঠিক জ্ঞান দেননি? এরপর সোনাক্ষী মুখ খুলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায়। তিনি পোস্ট করেছেন, 'মানছি সেদিন আমি উত্তরটা দিতে পারিনি, কিন্তু এতদিন পর আপনি এসব কথা তুলছেন? ভগবান রাম যদি মন্থরাকে, স্বয়ং রাবণকে ওই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরও ক্ষমা করতে পারেন, আপনি পারেন না? কী শিখলেন তাহলে রামের কাছ থেকে?... আমার বাবা বা পরিবারকে কোনও দোষ দেবেন না। আমি সাবধান করে দিচ্ছি আপনাকে। এ আমার পরিবারেরই শিক্ষা যে আমি আপনার সঙ্গে এরপরও ভদ্রভাবে কথা বলছি। ভবিষ্যতে প্রচার পাবার জন্য আমার ও আমার পরিবারকে ব্যবহার করবেন না।' বাবা শত্রুঘ্নও বলেছেন, 'ওকে হিন্দু ধর্মের গার্জেন কে বানাল? সোনাক্ষীর জন্য আমি গর্বিত। ও প্রকৃত হিন্দু, কারওর কাছ থেকে কোনও সার্টিফিকেটের দরকার নেই ওর।'

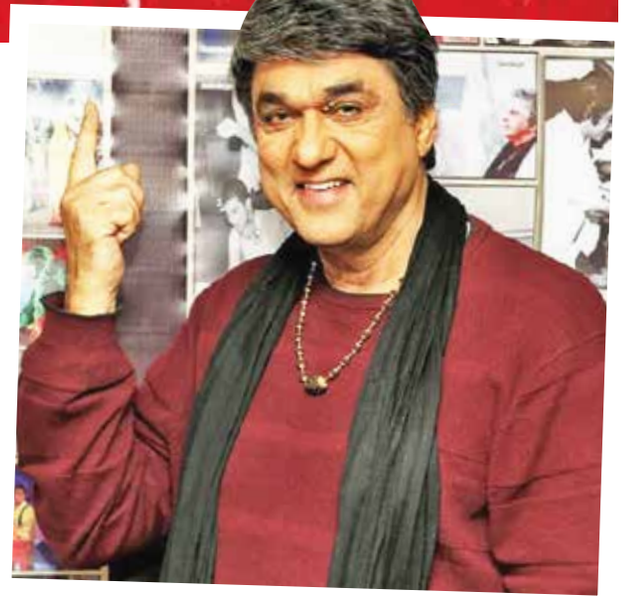

লাপতা লেডিস অস্কারের প্রচারে আমির

এই মুহূর্তে আমেরিকায় প্রাক্তন স্ত্রী কিরণ রাওয়ের পরিচালনায় নির্মিত লাপতা লেডিস বা লস্ট লেডিস-এর প্রচার চালাচ্ছেন আমির খান— তিনিই এই ছবির প্রযোজক। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'মনে হয় লাপতা লেডিস অস্কার জিতলে ভারতীয়রা ব্যালিস্টিক হয়ে যাবে, মানে একেবারে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো লাগামছাড়া হয়ে যাবে— অবশ্যই আনন্দে। আমারও আনন্দ হবে। ভারতীয়রা এমনিতেই সিনেমাপ্রেমী। এর আগে কোনও ভারতীয় ছবি অস্কার পায়নি। মানুষের আনন্দের কথা ভেবেই এই পুরস্কারটা পেতে চাই।' তিনি এর সঙ্গে বলেছেন, এই অস্কার পেলে বিশ্বের অসংখ্য মানুষের কাছে লাপতা লেডিস পৌঁছে যাবে। এর আগে মাদার ইন্ডিয়া, সালাম বম্বে ও লগান আন্তর্জাতিক ফিচার বিভাগে জায়গা পেলেও অস্কার জিততে পারেনি। ফলে লাপতা লেডিস-এর প্রতি প্রত্যাশা অনেক বেশি।

অক্ষয়কে নিয়ে চিন্তিত চিকিৎসকরা!

অক্ষয় কুমার কি অসুস্থ? ডাক্তাররা সে কথাই বলছেন। অক্ষয়কে টানা বিশ্রাম নিতে বলেছেন তাঁরা। কিন্তু কোথায় কী? অক্ষয় দিব্যি শুটিং আর প্রেস মিট চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে কদিন আগে অবধি তাঁর চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল!

আসলে হয়েছিল কি, 'হাউস ফুল ৫' সিনেমায় একটি অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করছিলেন অক্ষয়, তখনই কিছু একটা উড়ে এসে পড়ে তাঁর চোখে। তাড়াতাড়ি চিকিৎসককে ডেকে প্রাথমিক চিকিৎসাও করানো হয়। অক্ষয়ের চোখে ব্যান্ডেজ করে দেন চিকিৎসক। নায়ককে পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে বলা হয়েছে এখন। তবে এতকিছুর পরেও শুটিং বন্ধ রাখতে চান না অক্ষয়।

সিনেমার একেবারে শেষ পর্যায়ের কিছু শুটিং বাকি তাই কাজ ফেলে না রেখে দ্রুত শুটিং ফ্লোরে ফিরতে চাইছেন অক্ষয়। সম্প্রতি একটি প্রেস কনফারেন্সে অক্ষয়কে শারীরিক সুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার ভঙ্গিতে বলেন, এই তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। অক্ষয়ের কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছে, তিনি অনেকটাই ভালো আছেন।

অবশ্য অক্ষয়ের এখন বিশ্রাম নেওয়ার অবসর নেই। 'হাউসফুল' মুক্তি পাবে ২০২৫-এর ৬ জুন। 'হাউসফুল ৫' সিনেমার শুটিং শেষ করেই অক্ষয় শুরু করবেন 'ভূত বাংলো' সিনেমার শুটিং। 'ভুলভুলাইয়া'র পর ফের আরও একবার একটি হরর কমেডি সিনেমায় অভিনয় করবেন অক্ষয় কুমার। বহু বছর পরে এই সিনেমায় প্রিয়দর্শনের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি। ২০২৬ সালে সিনেমাটি মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

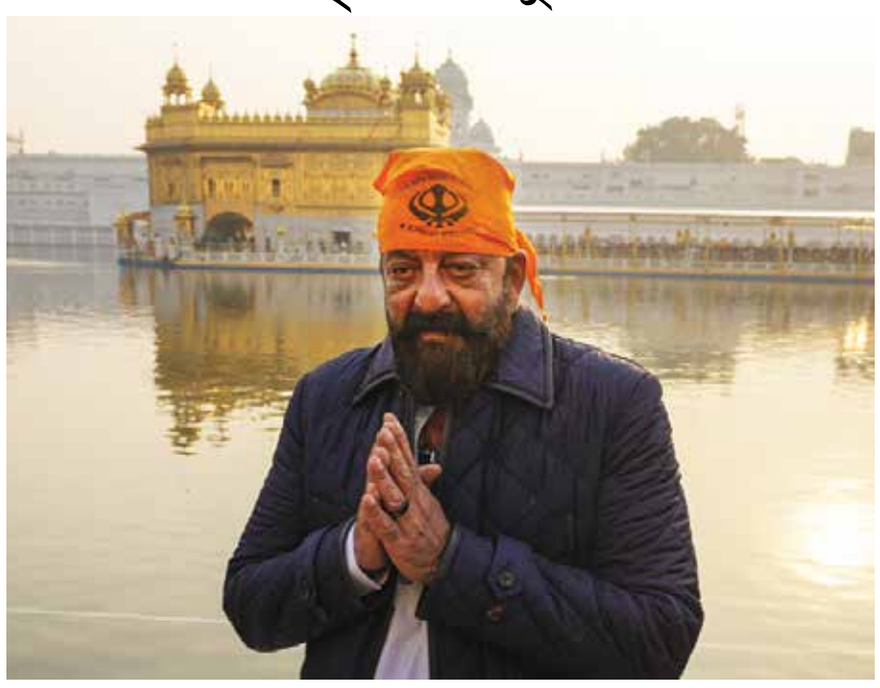

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সঞ্জয় দত্ত। ইয়ামি গৌতমের পুত্র বেদাভিদের আশীর্বাদ কামনায় সঙ্গী হয়েছিলেন তিনিও।

কেরিয়ার শেষ, ভেবেছিলেন মাহিরা

রইস ছবিতে শাহরুখ খানের নায়িকা হয়ে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন মাহিরা খান। তারপর আর ভারতে ছবি করতে পারেননি। সৌজন্য উরি হামলা—এরপর পাকিস্তানী অভিনেতাদের ভারতে কাজ করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এর ওপর একটি ভাইরাল ভিডিও মাহিরার কেরিয়ারে জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল বলে মাহিরা মনে করেন। সে সময় রণবীর কাপুরের সঙ্গে তিনি নিউ ইয়র্কে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। ভিডিওয় দেখা যায়, সেখানকার হোটেলে দুজনে সিগারেট খাচ্ছেন, মাহিরার পিঠে কামড়ের দাগ। এখান থেকেই বিতর্ক তৈরি। মাহিরার তখন সদ্য বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, ছেলে ছোট। সেই সময় এই ভিডিওর জন্য তিনি ভেঙে পড়েন। তিনি বলেছেন, 'ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেকে একা মানুষ করতে হচ্ছে, তার ওপর ভারতে পাকিস্তানী শিল্পীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা— কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তবে সামলে নিয়েছি, কাউকে বুঝতে দিইনি। কঠিন সময় ছিল সেটা।'

এখন পুনরায় তিনি বিয়ে করেছেন। রণবীরও আলিয়া আর রাহাকে নিয়ে সংসারী।

একনজরে সেরা

শুটিং শেষ

অক্ষয় কুমার স্কাই ফোর্স ছবির শুটিং শেষ কলেন। আকাশপথেই অ্যাকশন হবে এই ছবিতে। ১৯৬০-৭০ দশকে ভারত-পাকিস্তানের ভিতর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তারই পটভূমিতে তৈরি এই ছবি। মুক্তি পাবে দেশপ্রেমের আবহে ২০২৫-এর ২৬ জানুয়ারি। অক্ষয় ছাড়া আছেন সারা আলি খান, নিমরত কউর, ভীর পাহাড়িয়া, শরদ কেলকর। পরিচালক সন্দীপ কেওলকল, অভিষেক অনিল কাপুর।

দুয়ার জন্য

গত ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের সংসারে এসেছে কন্যাসন্তান দুয়া। এখনও তার মুখ দেখা যায়নি, হাত-পা-ই দেখা গিয়েছে। দুয়াকে দেখার জন্যই রণবীরের কাছে আবদার করল পাপরাৎজিরা। রণবীর স্মিত হাস্যে মুখ ভরিয়ে তাদের থাম্বস আপ দেখিয়ে গাড়িতে উঠে পড়েন। মুম্বাই বিমানবন্দরের ঘটনা।

ওটিটি-তে পুষ্পা ২

বক্স অফিস তোলপাড় করছে পুষ্পা ২। এর মধ্যেই খবর, ওটিটিতেও দেখা যাবে। নেটফ্লিক্স রেকর্ড ভেঙে দেওয়া টাকায় এর স্বত্ব কিনেছে। এই প্ল্যাটফর্মে আগামী ৯ জানুয়ারি ২০২৫-এ পুষ্পা ২ দেখা যাবে। উল্লেখ্য, দেশের মাটিতে ছবি ৫৫০ কোটি টাকার ব্যবসা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে।

১০ টাকা জরিমানা

শিল্পী উদিত নারায়ণকে এই পরিমাণ জরিমানা দেবার নির্দশ দিয়েছিল বিহার কোর্ট। ২০২০ সালে উদিতের প্রথম স্ত্রী রঞ্জনা উদিতের বিরুদ্ধে মামলা করেন, বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যা মিটিয়ে পুনরায় বিবাহিত জীবন কাটানোর জন্য। এই মামলায় উদিত বা তাঁর প্রতিনিধি হাজির ছিলেন না। তাই এই জরিমানা। আগামী ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫-এ ফের শুনানি।

প্রেমে ঋতাভরী

শারুখ-ঘনিষ্ঠ চিত্রনাট্যকার সুমিত অরোরাই নায়িকা ঋতাভরীর নতুন প্রেমিক? সোশ্যাল মিডিয়ায় সুমিতের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, এই বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে তুমিই শান্তি... উল্লেখ্য, সুমিত অরোরা জওয়ান, দ্য ফ্যামিলি ম্যান-এর সংলাপ লিখে পুরস্কার জিতেছেন। জওয়ান-এর প্রোমোর জন্য সুমিতের সঙ্গে ঋতাভরীও সংলাপ লেখেন, মুগ্ধ হন শাহরুখ খান। তবে তিনি প্রেমের কথা স্বীকার করেননি।

চুমু খেতে চান বিরসা

চুমু নিয়ে বেশ রেগে গেলেন বিরসা চক্রবর্তী। বাংলা ইন্ডাস্ট্রির এই পরিচালক কদিন আগেই তাঁর এবং স্ত্রী বিদীপ্তার একটা আদুরে ছবি পোস্ট করেছিলেন। যা দেখে নেটপাড়ার অনেকেই ভুরু কুঁচকেছেন। বোঝাই যাচ্ছে, রাগটা তাঁর আগেই ছিল। এবার তাতে জ্বালানি ঢালল কালীঘাটের ঘটনা।

কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে তরুণ-তরুণীর চুমু খাওয়ার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর তোলপাড় গোটা শহর। কেউ পক্ষে মন্তব্য করেছেন তো কেউ বিপক্ষে পোস্ট করছেন লম্বা লেখা। শনিবারই নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে এই ভিডিয়ো। যেখানে দেখা যায় মেট্রো স্টেশনের পিলারের সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ-তরুণী পরস্পরের ঠোঁটে বুঁদ। সাধারণত কলকাতায় এমনটা চিত্র সচরাচর ধরা পড়ে না। এই ভিডিয়ো পোস্ট করে একজন লেখেন, 'কলকাতা সত্যিই লন্ডন হয়ে গেল।' প্রেমের এমন বহিঃপ্রকাশ মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না

আল্লুর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে তেলেঙ্গানা পুলিশ

২ ডিসেম্বর পুষ্পা ২-এর প্রিমিয়ারে ভিড়ের জন্য পদপিষ্ট হয়ে ৩৯ বছরের মহিলা মারা যান। তার জন্য তেলেঙ্গানা পুলিশ আল্লু অর্জুনকে গ্রেপ্তার করে গত শুক্রবার। শনিবার তিনি অন্তর্বর্তী জামিনে ছাড়া পান। শুক্রবার জামিন পেলেও পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়নি। এ প্রসঙ্গে আল্লুর আইনজীবী বলেছিলেন, সরকারকে জিজ্ঞাসা করুন কেন এটা হল। এটা আইনত অপরাধ। রাজ্যের পুলিশ এই জামিনের নির্দশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাবে। তেলেঙ্গানা পুলিশের এই সিদ্ধান্তে আল্লু আবার নতুন করে বিপদে পড়তে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ছোট তারা ★

মনস্কামনাপল্লির দেবার্ঘ্য বিশ্বাস(১০)। জেলা স্তরের একাধিক অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে নজর কেড়েছে। বড় চিত্রশিল্পী হওয়া তার লক্ষ্য।

স্কুলে নেই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী

বেল বাজাতে হয় শিক্ষকদের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ জেলা সদরে একমাত্র সরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে নেই একজনও নেই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। ক্লাসরুমের তালা খোলা, বেল দেওয়ার মতো সবকাজই করতে হয় শিক্ষকদের। শুধু কি তাই, কর্ণজোড়া লাগোয়া একমাত্র সরকারি ইংরেজি স্কুলে ঢুকতে গা ছমছম করে। চারিদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ শিক্ষক সহ অভিভাবকরা।

> শীঘ্রই যাতে দুটি হস্টেল চালু করা যায় তার উদ্যোগ রয়েছে। স্কুলের কাছে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। তবে এই নিয়ে সরকার যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করছে।
>
> **কিংশুক মাইতি**
> স্কুলের প্রশাসক তথা মহকুমা শাসক

এলাকাবাসীর দাবি মেনে রায়গঞ্জের ছত্রপুরে নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভঃ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাক প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পঠনপাঠনের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠলেও দেখভাল ও সংস্কারের অভাবে স্কুলে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পড়ুয়াদের জন্য সুন্দর হস্টেল থাকলেও কোভিডের পর থেকে বন্ধ। হস্টেলের চারিদিকে জঙ্গল। জানলা-দরজা ভেঙে পড়েছে। স্কুলে নেই একজনও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। একজন করণিক ভরসা।

এই স্কুলের প্রাক প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ৫৬৪ জন পড়ুয়া থাকলেও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে ৩৫০ জন। মাধ্যমিক দিচ্ছে ৩৭ জন এবং উচ্চমাধ্যমিক দিচ্ছে ১৩ জন। শিক্ষকের সংখ্যা সব মিলিয়ে রয়েছেন ১৮। স্কুলে পরিকাঠামোর কোনও অভাব নেই। কিন্তু অভাব রয়েছে দেখভাল করার লোকজনের।

এলাকাবাসীর আশঙ্কা, যে কোনওদিন অঘটন ঘটতে পারে। ছত্রপুর গ্রামের এক বাসিন্দা মাফুজা খাতুন জানালেন, 'আগে এই স্কুলে সবাই অস্থায়ী শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা নিজের স্কুলে চলে গেছেন। স্থায়ী শিক্ষকেরা এসেছেন, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।' গ্রামের মানুষের কথায়, স্কুলে শূন্যপদ পড়ে রয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ পুরোহিত জানান, '১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্কুল ভবন পরিচ্ছন্ন করা যাচ্ছে না। নিজস্ব কোনও ফান্ড নেই। বিডিওকে চিঠি দিয়েছি। দুটি হস্টেলে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী থাকত। সংস্কার খুবই জরুরি। পূর্ত দপ্তরকে জানানো হয়েছে।'

শিক্ষকদের দাবি, এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো সাফল্য পাচ্ছে। এবছর এক ছাত্র রামানন্দ সিংহ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এই স্কুলে পড়ার সময় সে অল ইন্ডিয়া রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল। ন্যাশনাল মেরিট কাম স্কলারশিপ পরীক্ষায় গত বছর ১০ জন পড়ুয়া ভালো রেজাল্ট করেছে।

দাদা কত করে দিচ্ছেন...

শীতের বাজারে দেদার বিক্রি কমলালেবু। মঙ্গলবার বালুরঘাটে।- মাজিদুর সরদার

কর্ণজোড়ায় বাসস্ট্যান্ড দাবি

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : কর্ণজোড়ায় বেশ কয়েক বছর আগে বাসিন্দাদের পাশাপাশি অফিসকর্মীদের সুবিধার্থে রেগুলেটিং মার্কেটিং কমিটির জায়গায় গড়ে উঠেছিল বাসস্ট্যান্ড। কিন্তু সেই বাসস্ট্যান্ডের অস্তিত্ব আর নেই, এখন সেখানে গড়ে উঠেছে বিশালাকার মার্কেট কমপ্লেক্স। নেই কোনও টিকিট কাউন্টার, নেই যাত্রী শেড সহ অন্য সুবিধা। এমনকি নেই বাস দাঁড়াবার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা। ফলে রাস্তার পাশেই হয় যাত্রীদের ওঠা-নামা। সমস্যায় পড়তে হয় এলাকার সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি অফিসকর্মীদের। দাবি উঠেছে, মার্কেট কমপ্লেক্সের এক দিকটা বাসস্ট্যান্ডের জন্য ছেড়ে দিলে ভালো হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা মাধব দাস বলেন, 'মার্কেট কমপ্লেক্সের জায়গায় আগে বাসস্ট্যান্ড ছিল, তাই যাত্রীদের সুবিধার্থে সেখানে বাসস্ট্যান্ড চালু করা প্রয়োজন। বাসগুলি একদিক দিয়ে ঢুকে আরেকদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলে ভালো হয়।' শিক্ষিকা শেফালি রায় জানান, 'কর্ণজোড়ায় মার্কেট কমপ্লেক্সের পাশাপাশি বাসস্ট্যান্ডটি প্রয়োজন। আমাদের প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হয়।'

উত্তর দিনাজপুর বাস ও মিনিবাস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্লাবন প্রামাণিক বলেন, 'বাসস্ট্যান্ড চালু হলে সরকারি নির্দেশ মেনে সবাই সেখানে যাত্রী ওঠানো-নামানো করবে।'

রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি বলেন, 'সেখানে সেভাবে স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড ছিল না। আগে কিছু বাস ঢুকত। জায়গাটি রেগুলেটিং মার্কেটিং কমিটির। তাই সেখানে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে। বাসগুলি রাস্তার পাশে থামে। সেখানে যাত্রী ওঠানো-নামানো করে।'

> মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৯৬১৪৭৪২৫৯২ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার কালিয়াগঞ্জে

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : পদ্ধতিগত ত্রুটি রেখে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার বিরুদ্ধে বিজেপির স্মারকলিপি দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল খোদ চেয়ারম্যানের দপ্তরে। চেয়ারম্যান ও বিজেপি কাউন্সিলার একে অপরের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। বিজেপি কাউন্সিলার তথা শহর মণ্ডল সভাপতি দপ্তর থেকে বেরিয়ে যেতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা। দ্রুত চিকিৎসক এলে চেয়ারম্যানকে কয়েক দিনের বিশ্রামের পরামর্শ দেন ডাঃ গৌতম মজুমদার।

বিজেপির ডাকে তৃণমূল পরিচালিত কালিয়াগঞ্জ পুরসভাকেন্দ্রিক বিভিন্ন অভিযোগকে হাতিয়ার করে মঙ্গলবার দুপুরে সুকান্ত মোড় এলাকার বিজেপি কার্যালয় থেকে মিছিল করে। কালিয়াগঞ্জ পুরসভা অভিযান কর্মসূচি শুরু করে বিজেপি।

এদিনের স্মারকলিপি প্রদান ও পুরসভা অভিযানকে ঘিরে কালিয়াগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী পুরসভায় মোতায়েন ছিল। চেয়ারম্যানের ঘরে বিজেপির স্মারকলিপি দেওয়ার সময় খোদ কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি উপস্থিত ছিলেন।

অবশ্য, এদিনের বিজেপির এই অভিযানকে ঘিরে শহরের সংগঠন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন খোদ পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা। তাঁর দাবি, 'ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়াতে গৌরাঙ্গ দাস গুটিকয়েক গ্রামীণ ও শহরের লোক নিয়ে অবৈধ পদ্ধতিতে স্মারকলিপি প্রদান করতে এসেছেন। আজকের এই স্মারকলিপি কর্মসূচি নিয়ে আগে লিখিতভাবে জানায়নি বিজেপি।'

এদিন অভিযানে একমাত্র বিজেপি কাউন্সিলার হিসাবে গৌরাঙ্গ দাস ছাড়া বাকি ছয়জন বিজেপি কাউন্সিলারের অনুপস্থিতি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলে গৌরাঙ্গবাবুর সাফাই, 'কিছু সমস্যা হয়তো হয়েছে। তাই অন্য বিজেপি কাউন্সিলাররা আজ এই অভিযানে আসতে পারেননি।' যদিও বিজেপি কাউন্সিলারদের আজকের কর্মসূচির বিষয়ে জানানো হয়েছিল? জবাবে গৌরাঙ্গবাবুর জবাব 'হ্যাঁ'।

আরও অভিযোগ, এদিন গৌরাঙ্গবাবু স্মারকলিপি চেয়ারম্যানকে প্রদান করলেও তার কোনও রিসিভ কপি দেননি তিনি। উলটে রামনিবাস সাহা উত্তেজিত হয়ে গৌরাঙ্গ দাসকে পুরসভার বিভিন্ন কাজে অবৈধভাবে চাকরি সহ র‍্যাশন দোকানের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে বিজেপি কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। তবে পুরসভা থেকে বেড়িয়ে এসে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার দুর্নীতির বিরুদ্ধে আগামীদিনে আরও বড় স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ বলে হুংকার দেন বিজেপির শহর মণ্ডল সভাপতি তথা কাউন্সিলার গৌরাঙ্গ দাস।

অভিযোগনামা

- ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়াতে গৌরাঙ্গ দাস গুটিকয়েক গ্রামীণ ও শহরের লোক নিয়ে অবৈধ পদ্ধতিতে স্মারকলিপি প্রদান করতে এসেছেন
- স্মারকলিপি চেয়ারম্যানকে প্রদান করলেও তার কোনও রিসিভ কপি দেননি তিনি
- উলটে রামনিবাস সাহা উত্তেজিত হয়ে গৌরাঙ্গ দাসকে পুরসভার বিভিন্ন কাজে অবৈধভাবে চাকরি সহ র‍্যাশন দোকানের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে অভিযোগ তোলেন

চিকিৎসা চলছে অসুস্থ চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহার। মঙ্গলবার তোলা সংবাদচিত্র।

পড়ুয়াদের নিয়ে ভোটের কর্মশালা

বুনিয়াদপুর, ১৭ ডিসেম্বর : ছাত্রছাত্রীদের ভোট সম্পর্কে সচেতন করতে এবং নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে সোমবার গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গঙ্গারামপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল থেকে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুবলচন্দ্র বিশ্বাস, অখিলেশ সাহা প্রমুখ। এদিন ১৬ থেকে সাড়ে ১৭ বছর বয়সি ছাত্রছাত্রীদের ভোটার কার্ড পেতে কীভাবে আবেদন করা হয়, কীভাবে ভোট দান করা হয় সেসব বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ভিভিপ্যাট, ইভিএমের সঙ্গে তাদের পরিচয় করানো হয়। নোটা ভোট কী, তা নিয়েও আলোচনা হয়। শেষে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কুইজ, ছবি আঁকা, স্লোগান ও রচনা লিখন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বইমেলার প্রচার

বুনিয়াদপুর, ১৭ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলার প্রচার শুরু হল। আগামী ৬ থেকে ১২ জানুয়ারি বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠে ২৯তম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তীতে মূল কমিটি ও আটটি উপসমিতি মেলা নিয়ে একপ্রস্থ সভা করলেও প্রচারে পিছিয়ে ছিল। পাঠক ও বইপ্রেমীদের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রচারে পিছিয়ে থাকার খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। এতেই নড়েচড়ে বসে বইমেলা কমিটি। প্রচার উপসমিতির কনভেনার উজ্জ্বল শীল জানিয়েছেন, 'আজ থেকে বুনিয়াদপুর পুরসভার ১৪টি ওয়ার্ডে টোটোতে প্রচার শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে গঙ্গারামপুর শহর থেকে গ্রাম, প্রতি এলাকায় প্রচার চলবে। বালুরঘাট মহকুমার শহর থেকে গ্রামে গ্রামে মেলার প্রচার চলবে। বুধবার থেকে সর্বত্র ফ্লেক্স ও পোস্টার লাগানো হবে। মেলার উদ্বোধক গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুলাহ চৌধুরী। মেলায় বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থা ও ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার স্টল ছাড়াও প্রতিদিন থাকছে সেমিনার, সভা, কবি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারের বইমেলার থিম, ভাষা দিয়ে সম্প্রীতি গড়ব।'

নাগরিক সুরক্ষায় ৬০টি সিসিক্যামেরা

মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হলেও এখনও সেখানকার বেশিরভাগ এলাকা পিছিয়ে রয়েছে। এই ওয়ার্ডের মূল সমস্যা নিকাশিনালা। আরেকটি বড় সমস্যা এলাকার নিরাপত্তা। একদিকে এয়ারপোর্টের পরিত্যক্ত ময়দান, আরেকদিকে রেললাইন, অন্যদিকে, কোতুয়ালির বিস্তৃত আম বাগান। সন্ধের পর এই ওয়ার্ডের জাহাজ ফিল্ড, তেলিপুকুর কলোনি, কুলদীপ মিশ্র কলোনি, নরসিংকুপ্পার মতো এলাকাগুলি মহিলাদের পক্ষে সুরক্ষিত নয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এনিয়ে প্রত্যেকের মনেই একটা আতঙ্ক কাজ করে। দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে চুরির ঘটনাও। বিমানবন্দরের ময়দান এবং রেললাইন এলাকায় সন্ধের পরেই বসে নেশার আসর। বাড়তে থাকে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য। তাই নাগরিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার এগিয়ে এলেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুজিত সাহা। তাঁর নিজস্ব তহবিলের ছ'লক্ষ টাকায় ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় মোট ৬০টি সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। বুধবার থেকেই ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হবে। ইংরেজবাজার পুর এলাকায় কাউন্সিলারের এমন উদ্যোগ এই প্রথম বলে খবর।

সুজিতবাবুর কথায়, 'এলাকায় জল, আলো, রাস্তা নিয়ে যেমন ভাবব, তেমনই নাগরিক সুরক্ষা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদেরও দায়িত্ব থাকে।'

স্থানীয় বাসিন্দা রেখা সরকার জানান, 'আমাদের ওয়ার্ড অনেকটা পিছিয়ে পড়া। তবে নিকাশি সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। সিসি ক্যামেরা বসানোর এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।' কলেজ পড়ুয়া শ্রুতি সরকারের বক্তব্য, 'আমাদের ওয়ার্ডের বেশ কিছু জায়গায় সন্ধের পর সত্যিই ভয় লাগে। সিসি ক্যামেরা বসলে নিরাপত্তা অনেকটা সুনিশ্চিত হবে।' পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর মন্তব্য, 'প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

> **ইংরেজবাজার**
>
> সন্ধেয় মেয়েরা পড়াশোনা করে ফেরে। অনেকে কাজ থেকে ফেরেন। বিমানবন্দরের পরিত্যক্ত ময়দানে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও নিরাপত্তা দেয় না। রেললাইনেও একই অবস্থা। তাই আমি এই উদ্যোগ নিলাম।
>
> সুজিত সাহা, কাউন্সিলার

যত্রতত্র আবর্জনায় বিভীষিকা গৌড় রোডে

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : এ যেন আবর্জনার সঙ্গে বাস। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্লাস্টিক, গৃহস্থালির উচ্ছিষ্ট। সেইসব পেরিয়েই যাতায়াত করতে হয় আমজনতাকে। গা ঘিনঘিনে পরিবেশের সঙ্গে রয়েছে দুর্গন্ধ। ইংরেজবাজারের ১ নম্বর ওয়ার্ডের গৌড় রোড সংলগ্ন প্রধান সড়কের পাশের রাস্তার ছবিটা এমনই দীর্ঘদিন ধরে। অথচ সাফাই নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয়ার্ঘ দত্তের বিরক্তি, 'প্রতিদিন এখানে আবর্জনা জমে থাকে। রাস্তায় হাঁটতে গেলে দুর্গন্ধ সহ্য করা মুশকিল হয়ে যায়। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা পঙ্কজ সরকারের বক্তব্য, 'সারাবছর তো আবর্জনার পাহাড় হয়ে থাকেই। বিশেষ করে বর্ষাকালে এই সমস্যা আরও বেশি হয়। ভীষণ অস্বস্তিকর।'

রাজ্য বীজ পরীক্ষাগারের পাঁচিলের পাশে ডাঁই করে রাখা জঞ্জাল। তার মধ্যেই জ্বলজ্বল করছে তিনতলা ভবন। রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগের বীজ পরীক্ষাগার কেন্দ্র। জঞ্জাল পরিষ্কারে হেলদোল নেই তাঁদেরও।

স্থানীয়দের ক্ষোভ, আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য বহুবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করা হয়নি। বিশেষ করে কৃষি বিভাগের মুখ্য কার্যালয়টি অবস্থিত এই জায়গায়। যদিও সেখানে সরকারি অফিস রয়েছে। তবুও সঠিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা না হওয়ায়, প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার সন্ধ্যা দাসের আশ্বাস, 'আমি বিষয়টি জানি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেব। তবে আমাদের সঙ্গে স্থানীয়দের সচেষ্ট থাকতে হবে। এই জায়গাটি উপযুক্ত সাফাই করা সত্যিই প্রয়োজন। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি সমাধান হবে।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ	
এ পজিটিভ	- ২০
এ নেগেটিভ	- ২
বি পজিটিভ	- ২৩
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ৬
এবি নেগেটিভ	- ১
ও পজিটিভ	- ১৩
ও নেগেটিভ	- ০
(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)	
■ রায়গঞ্জ মেডিকেল	
এ পজিটিভ	- ০
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ০
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ০
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ০
ও নেগেটিভ	- ০
■ বালুরঘাট হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	- ১৫
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ৮
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ৩
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ৫
ও নেগেটিভ	- ০

পেনশনার সমিতির কর্মসূচি

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলা পর্যায়ের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির মুখপত্র 'প্রবীণ কণ্ঠ'-এর ৩০ বছর পদার্পণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে 'এস মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার' বিষয়ে আলোচনা চলে। ছিল গল্পপাঠ এবং কুইজ প্রতিযোগিতা।

অ্যাফিডেভিট

আমি Rima Bibi আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে যার Reg No. 10028, Dt 12/05/2014 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 6/12/2024 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Nafisa থেকে Nafisa Khatun করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।
(M-112583)

স্টল বাড়তে পারে মালদা জেলা বইমেলায়

স্থানীয় প্রকাশকদের যুক্ত করার নির্দেশ জেলা শাসকের

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৭ ডিসেম্বর : জেলা শাসকের হস্তক্ষেপে অবশেষে মালদা জেলা বইমেলার স্টল বিলি নিয়ে সমস্যা মিটল। বঞ্চিত বই প্রকাশনী সংস্থাগুলিকে স্টল দেওয়া হবে। বাদ যাবে না স্থানীয় প্রকাশনী সংস্থাগুলিও। প্রয়োজনে বাড়তে পারে বুক স্টলের সংখ্যা। মঙ্গলবার বিকেলে জেলা গ্রন্থাগারের বইবাগানে আয়োজিত কনভেনশনে স্টল সমস্যা মেটাতে অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিককে নির্দেশ দেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। কনভেনশনে জেলা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস, সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ, আব্দুল রহিম বক্সী, আশিস কুণ্ডু, এটিএম রফিকুল হোসেন সহ জেলার বইপ্রেমী মানুষ, কবি ও সাহিত্যিকরা।

গ্রন্থাগারের বইবাগানে মেলার কনভেনশন। - স্বরূপ সাহা

৩৬তম মালদা জেলা বইমেলায় এবার স্টল সংখ্যা ১৭০। গতবারের তুলনায় এবার বুক স্টলের সংখ্যা ১০টি বেড়েছে। সেই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে এদিনের কনভেনশনে আলোচনা হয়েছে। জেলা শাসক জানান, 'কলকাতা বইমেলার পর মালদা বইমেলা রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম বইমেলা। যেখানে বই প্রকাশনী সংস্থাগুলি আসতে আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রতি বছরই আলোচনার মাধ্যমে উদ্বোধকের নাম, মঞ্চগুলি যাদের উৎসর্গ করা হবে তাঁদের নাম ঠিক করা হয়। এখনও পর্যন্ত চারজন উদ্বোধকের নাম আলোচনায় উঠে এসেছে। তাঁরা হলেন সাহিত্যিক নলিনী বেরা, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থজিত চক্রবর্তী ও ব্রাত্য বসু। আলোচনা করে যে কোনও একজনের নাম উদ্বোধক হিসাবে ঠিক করা হবে। তিনটি মঞ্চের জন্য সদ্য প্রয়াত তবলাবাদক ওস্তাদ জাকির হোসেন, সুরকার সলিল চৌধুরী ও কবি অরুণ চক্রবর্তীর নাম প্রস্তাব আকারে এসেছে। এনিয়ে আরও আলোচনা হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য, বইমেলা নিয়ে মালদার মানুষের আবেগ অক্ষুন্ন রাখা।

প্রসেনজিৎ দাস জানান, 'জেলা শাসক জানিয়ে দিয়েছেন, জেলা ও কলকাতার যেসব প্রকাশনী সংস্থা স্টল পায়নি তাদের জন্য প্রয়োজনে সংখ্যা বাড়িয়ে স্টল বরাদ্দ করতে হবে। আশা করছি, কোনও সমস্যা হবে না। বইমেলার মিছিলে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে যুক্ত করা হবে। আটদিন ধরে মালদা কলেজ মাঠে এই মেলা চলবে।'

চরাচর ব্যাপী মহাশূণ্যতা।। *ওড়িশার পুরী সৈকতে তবলাবাদক জাকির হুসেনের স্মৃতিতে বালির ভাস্কর্য। শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক। -পিটিআই*

সভাপতি নেই, দুই সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ শেষ

বন্ধ ক্রেতা সুরক্ষা আদালত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার থেকে কার্যত ‘বন্ধ’ হয়ে যাচ্ছে কোচবিহার ক্রেতা সুরক্ষা আদালত। উপভোক্তারা প্রতারণার শিকার হলে এই আদালতে বিচার পেতে মামলা করেন। বিচার শেষে জেলা উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভাপতি ও দুই সদস্য রায় ঘোষণা করেন। কিন্তু বহুদিন ধরেই কোচবিহার ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে সভাপতির স্থায়ী পদ শূন্য। একজন সদস্য সেই দায়িত্ব সামলাতেন। বুধবার দুই সদস্যেরই কার্যক্রমের মেয়াদ শেষ। কিন্তু এখনও নতুন করে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। ফলে, এই আদালতে বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ থাকবে। এই পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েছেন মামলাকারীরা। জেলা উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের রেজিস্ট্রার সুমন নন্দী বলেছেন, ‘সভাপতি ও সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এবিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ

> সভাপতি ও সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এবিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **সুমন নন্দী**
> রেজিস্ট্রার, নিষ্পত্তি কমিশন

মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ সব মিলিয়ে কোচবিহারে ক্রেতা সুরক্ষা আদালত এখন যেন ঢাল-তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার।

ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, জমা পরা মামলা তিন মাসের মধ্যে মীমাংসার লক্ষ্যমাত্রা থাকে। কোনও মামলায় যদি পরীক্ষানিরীক্ষা বা বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আরও দু’মাস বাড়তি সময় মেলে। কিন্তু কোচবিহারে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে ২০১৮ সালের বহু মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। সব মিলিয়ে সংখ্যাটি ২৯৮। নিয়মানুযায়ী, প্রতারিত গ্রাহক মামলা দায়েরের ২১ দিনের মধ্যে সেটি বিচারকদের বেঞ্চে উঠবে। প্রথমে দেখা হবে মামলাটির গ্রহণযোগ্য রয়েছে কি না। গ্রহণযোগ্য হলে মামলার প্রক্রিয়া শুরু হবে। সবদিক খতিয়ে দেখে রায় ঘোষণা করা হয়। কিন্তু যাঁরা রায় ঘোষণা করবেন তাঁরাই বৃহস্পতিবার থেকে থাকছেন না। ফলে, নতুন করে মামলা জমা হলেও তার আপাতত নিষ্পত্তি হচ্ছে না।

বেঞ্চে মোট তিনজন থাকেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বেঞ্চে সভাপতির দায়িত্ব পান। এছাড়া মামলার কাজে অন্তত ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুজন সদস্য থাকেন। মোট তিনজনের বেঞ্চেই রায় ঘোষণা হয়। গত ফেব্রুয়ারি থেকে সভাপতির পদ শূন্য। গ্রাহকরা যাতে কেনাকাটা করতে গিয়ে প্রতারণার শিকার না হন সেজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে নিয়মিত প্রচার চলে। কোনওভাবে কেউ প্রতারিত হলে তাঁকে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানাতে বলা হয়। কিন্তু কোচবিহারে এই সমস্যা কবে মিটবে এখন সেদিকেই তাকিয়ে মামলাকারীরা।

দুশ্চিন্তায় তিন ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা

বর্ডার রোড ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা সীমান্তে

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৭ ডিসেম্বর : সীমান্তের দৈর্ঘ্য সাড়ে তেইশ কিলোমিটার। উত্তরে কালিয়াগঞ্জ, দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গারামপুর ব্লক। মাঝখানে কুশমণ্ডি ব্লকের সাড়ে তেইশ কিলোমিটার জুড়ে বর্ডার রোড ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বিএসএফ। না রাতে তো নয়ই, দিনের বেলাতেও বর্ডার রোড ব্যবহার করা যাবে না। এমন নির্দেশ মেনে নিয়েই পূর্ব মোল্লাপাড়ার প্রাথমিক শিক্ষক বৈদ্যনাথ সরকার ৯ কিলোমিটার বাড়তি পথ ঘুরে রোজ স্কুলে যাচ্ছেন। বাড়ি থেকে অদূরেই পূর্ব মোল্লাপাড়া গ্রামে অবস্থিত গোবরা বিল বিওপি।

কিছুদিন আগেও বর্ডার রোড ব্যবহারে কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না বিএসএফের। কিন্তু নতুন ফরমানে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। পূর্ব মোল্লাপাড়ার পর কাঁকইর, পূর্ব বাসইল, সাটিমারি, ঝগড়াপাড়া পদ্মাকুমারী বিওপি পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়া। মাঝেমধ্যে সীমান্ত পাহাড়ায় সেনা জওয়ানদের ছাউনি। চণ্ডীপুর, বাগডুমা, ঝগড়াপাড়া, পূর্ব বাসইল, উদয়পুর, মৌলাই ছাড়াও অজস্র গ্রাম কাঁটাতারের ধারে। এপারের মানুষের জমি ওপারে থাকলেও চাষাবাদ করতে অবশ্য কোনও অসুবিধে নেই। চণ্ডীপুর গ্রামের শুকলাল হেমব্রম জানিয়েছেন, বাংলাদেশে যখন প্রথম গণ্ডগোল শুরু হয়, তখন কিছুদিন অসুবিধে ছিল। আবার যখন কাঁটাতারের বেড়া নতুন করে ফেন্সিং এর কাজ চলছিল, তখন বর্ডার রোড ব্যবহার করতে দেয়নি বিএসএফ।

আগের থেকে বিএসএফ জওয়ানদের সংখ্যাও বেড়েছে ক্যাম্পগুলিতে। বেড়েছে সবুজ

> ওপারের গণ্ডগোলের খবরে ভয় হয় না, আবার হয়ও বটে। কারণ, ওপারে গণ্ডগোল হলে এপারে বিএসএফ কড়া হয়ে যায়। সীমান্ত পেরিয়ে জমিতে যাওয়া-আসা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার উপায় থাকে না।
>
> **সনাতন সরকার,** বাসিন্দা

রংয়ের গাড়ির আনাগোনা। ওপারের সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষের সঙ্গে এপারের সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষের অনেকেরই আলাপ আছে দীর্ঘদিন ধরে। অনেকের আত্মীয়রা নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন।

বাগডুমা গ্রামের সনাতন সরকারের বক্তব্য, ‘ওপারের গণ্ডগোলের খবরে ভয় হয় না, আবার হয়ও বটে। কারণ, ওপারে গণ্ডগোল হলে এপারে বিএসএফ কড়া হয়ে যায়। সীমান্ত পেরিয়ে জমিতে যাওয়া-আসা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার উপায় থাকে না।’

ঝগড়াপাড়া গ্রামের রতন সরকারের কথায়, ‘আমাদের সবাইকে চেনে বিএসএফের লোকজন। আমরাও জানি ওপারে কোনও ঝামেলা হলে কী করতে হয়।’

চৌষা গ্রামের ভমল সরকার আবার মনে করেন, ‘ভয় হয় অন্য কারণে। ওপারের বহু বাসিন্দা পরিবারের লোক হওয়ায় মানসিক চাপের মধ্যে আছেন আত্মীয়স্বজনরা। কারণ, ওপারে আত্মীয়দের উপর হামলা হলে আমাদের কিছু করার নেই। একটা সময় বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন এপারে আসার চেষ্টা করেছিলেন। পরে নিজেরাই বাংলাদেশে থাকবেন বলে জনমত তৈরি করেন।’ সর্গদা গ্রামের সুজিত হেমরম বলেছেন ভিন্ন কথা। তাঁর কথায়, ‘বিএসএফ কখন কী সিদ্ধান্ত নেয়, জানা যায় না। তাই অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয় সবসময়।’ জওয়ানদের কড়া নজরদারি, সীমান্ত রাস্তা ব্যবহার করতে না দেওয়ার নির্দেশ সবমিলিয়ে এপারের সীমান্তে গ্রামের মানুষ সতর্ক আছেন সবসময়।

‘এক দেশ, এক ভোট’

প্রথম পাতার পর

বিলটিকে সংবিধানের ওপর আঘাত বলে বর্ণনা করেন এবং সংবিধানের পরিপন্থী বলে আখ্যা দেন। তাঁর সুরে সুর মেলান কংগ্রেস সাংসদরা। লোকসভায় বিরোধী দলের উপনেতা গৌরব গগৈ বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনকে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমবার এমন একটি আইন আনা হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গেও পরামর্শ করবেন। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।’ ডিএমকে, সপার মতো বিরোধীরাও বিলদুটির সমালোচনা করেছে। তবে বিলদুটি নিয়ে বিজেপিকে সমর্থন করেছে চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি এবং একনাথ শিন্ডের শিবসেনা।

এদিকে বিরোধীদের তুমুল আপত্তির মধ্যে বিলটিকে সংসদে পেশ করা হলেও বিলটি দিনের আলো দেখতে পাবে কি না তা নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল গুঞ্জন। কারণ সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল আনতে গেলে দুই কক্ষেই দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। যা আপাতত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ’র হাতে নেই। এদিকে বিলদুটি পেশ করার সময় ২১ জন বিজেপি সাংসদ লোকসভায় অনুপস্থিত ছিলেন। দলীয় হুইপ অমান্য করায় তাঁদের কৈফিয়ত তলব করেছে গেরুয়া শিবির। সমস্ত সাংসদকে লোকসভায় হাজির থাকার জন্য তিন লাইনের হুইপ জারি করেছিল বিজেপি। এদিন মোট দুই দফায় ভোট হয়। প্রথম রাউন্ডে দেখা যায় সরকার পক্ষে পড়েছে ২২০টি ভোট। বিরোধী শিবিরের পক্ষে পড়েছে ১৪৯টি ভোট। বিরোধীরা এই নিয়ে হইচই করলে স্পিকার ওম বিড়লা ফের ভোটাভুটি করান।

সরকার শেষপর্যন্ত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় বিরোধীরা নিজেদের জয় বলে দাবি করেছে। লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল পিডিটি আচার্য বলেন, ‘কোনও সংবিধান সংশোধনী বিল পেশের জন্য বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থাৎ সভার মোট সদস্যের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি এবং সভায় উপস্থিত ও ভোটাভুটিতে ব্যস্ত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন নেই।’

ব্রাউন সুগার

প্রথম পাতার পর

এলাকা থেকে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ পাঁচ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। সেবারও প্রতিবেশী জেলার মাদক কারবারিদের যোগ থাকার সম্ভাবনা খুঁজে পায় পুলিশ। রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় এক মহিলার কাছ থেকে হরলিক্স-এর প্যাকেট থেকে মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, ‘মাদক পাচারের ঘটনায় একাধিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়।’

শিশুশ্রম আইনকে উপেক্ষায় মিলে তালা

কালিয়াগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : বন দপ্তরের তৎপরতায় সিল করা হল কালিয়াগঞ্জের ভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের এক মিল। শনিবার রাতে এই মিলে কাজ করতে গিয়ে ডানহাতের তিনটি আঙুল খুইয়েছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক নাবালক। ১৬ বছর বয়সি ওই নাবালকের নাম সঞ্জয় দেবশর্মা। কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জে চিকিৎসা করিয়ে এখন সে কিছুটা ভালো রয়েছে।

এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে জেলা মিনিমাম ওয়েজেসের ইনস্পেকটর সুদীপ্ত সাহা কালিয়াগঞ্জের ওই মিলে পরিদর্শনে আসেন। সুদীপ্ত সাহার বক্তব্য, ‘মিল সিল থাকায় মিলের মালিক অথবা কর্মীদের সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। অবশ্য, গুরুতর জখম ছাত্রের বাবা হীতেশ দেবশর্মার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, সঞ্জয় ওই মিলে স্থায়ীকর্মী ছিল না। সে মাসে সাতদিনের মতো বাড়ির কাউকে না বলে পকেট খরচা জোগাড়ের জন্যে কাজ করতে যেত।’

শুধু নির্দিষ্ট এই পাতি মিল নয়। কালিয়াগঞ্জজুড়ে ইতিউতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কিছু অবৈধ কাঠমিল। শেরগ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা

সূত্রে জানা যায়, দামি মোবাইল ও মাসের ইন্টারনেটের খরচা জোগাড়ে এলাকার ছোটরা এই সব পাতি মিলে কাজ করতে যায়। পাতি মিলের মালিকরাও সুযোগসন্ধানীর মতো ফাঁদ পেতে বসে থাকেন কমবয়সি ছেলেদের কাজে লাগানোর জন্যে। বয়সের বিচার না করে কম টাকায় এদের দিয়ে মিলে কাজ করিয়ে থাকেন এই সব মিল মালিকরা।’

এবিষয়ে, জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক অসিতরঞ্জন দাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘চাইল্ড লেবার দপ্তর এবার একটু নড়েচড়ে বসুক। সব আমরা করলে হবে কী করে। আমরা ওই দপ্তরকে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছি। রিপোর্ট এলে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করব।’

রায়গঞ্জ জেলা বন দপ্তরের আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা জানালেন, ‘কালিয়াগঞ্জ শেরগ্রামের ওই মিল সিল করে দেওয়া হয়েছে। আমরা অভিযোগ দায়ের করেছি। খুব শীঘ্রই উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে মোট ১৮টি মিলের বিরুদ্ধে আমরা অভিযান চালাব।’

সুদীপ সাহার তৈরি আদিযোগী মূর্তি। মঙ্গলবার বোয়ালদার গ্রামের জগন্নাথ ধাম মন্দিরে। -পঙ্কজ মহন্ত

বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুপুর এলাকায়। মঙ্গলবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর ওই ব্যক্তির মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম তারাপদ বর্মন (৬৪)। বাড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকায়। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, মধুপুর সংলগ্ন সাহাপুর এলাকায় একটি পুকুর লিজে নিয়েছিলেন তারাপদবাবু। রবিবার বিকেলে মাছ ধরতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোন তিনি। দীর্ঘক্ষণ পরেও বাড়িতে না ফেরায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান মেলেনি। সোমবার দুপুরে ওই পুকুরের ধারে তাঁর জুতো ও সাইকেল পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় সবার। পুকুরে জাল ফেলে শুরু হয় তল্লাশি। অবশেষে রাতে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। তবে কীভাবে তিনি জলে ডুবে গেলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবার। এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

আদিযোগীর আবির্ভাব

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : বালুরঘাটের তরুণ শিল্পী সুদীপ সাহার উদ্যোগে আরেক শিল্পী অনিমেষ সাহার সহযোগিতায় বোয়ালদার গ্রামের জগন্নাথ ধাম মন্দিরে বসানো হল এক সুবিশাল আদি যোগীর মূর্তি। ৯ ফুট লম্বা ও ১১ ফুট চওড়া এই মূর্তির মুখের ওজন প্রায় ৬ কুইন্টাল। এলাকাবাসীরা উদ্যোগী হয়ে মন্দিরের ছাদের উপরে দড়ি দিয়ে টেনে এই ভারী মূর্তি স্থাপন করেন। এতে আপ্লুত সুদীপ সাহা।

তাঁর বক্তব্য, ‘এটি বানাতে ৭০ কেজি প্লাস্টার অফ প্যারিস ও ৮০ কেজি সাদা সিমেন্ট লেগেছে।’

নিখোঁজ তরুণ

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয় বালুরঘাটের এক তরুণ। নিখোঁজ ওই তরুণের নাম বাপি মহন্ত (৩২)। নিখোঁজ ওই তরুণের বাড়ি বালুরঘাট থানার খরাইল এলাকায়। এনিয়ে গত ৭ তারিখ বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর মা জ্যোৎস্না মহন্ত। গত মাসের ২৫ তারিখ বাড়ি থেকে সেকেন্দ্রাবাদের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। যাওয়ার পথেই ২৭ তারিখ ট্রেন থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই তরুণ।

প্রতিবাদ

বালুরঘাট, ১৭ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ সহ সর্বত্র সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা সহ একাধিক দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হল ১২ই জুলাই কমিটির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কমিটির সদস্যরা একজোট হয়ে ব্যানার হাতে একাধিক স্লোগান তুলে সোচ্চার হন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : বাড়ি থেকে কাজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম দিলকস মহম্মদ (২৫)। মঙ্গলবার বিকেলে ওই তরুণের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

পেশায় তিনি পেট্রোল পাম্পের কর্মী ছিলেন। বাড়ি ইটাহার থানার উত্তরপাড়া গ্রামে। সোমবার বিকেলে বাড়ি থেকে কাজে যাওয়ার পথে একটি লরির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

বিপাকে পুরসভা

প্রথম পাতার পর

জানাতে পারেননি। আমরা সে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি।

তবে এ নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভাকে আক্রমণ করেছেন আরএসপি নেতা প্রলয় ঘোষ। তিনি বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি, স্বজনপোষণ হয়েছে কর্মী নিয়োগে। এতদিন কীভাবে টাকা গেল, তার তদন্ত করে ওই টাকা পুরসভার অ্যাকাউন্টে ফেরত নেওয়ার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।’

বিনা ‘অপরাধে’ হাজতে পরিযায়ী

বামনগোলা, ১৭ ডিসেম্বর : পেটের টানে কাজের জন্য ভিনরাজ্যে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি খুনের মামলায় ভুল করে তাঁকে জড়িয়ে ফেলা হয়। ঘটনার সঙ্গে পরিযায়ীর বিন্দুবিসর্গ সম্পর্ক ছিল না। বিনা অপরাধে পরিযায়ীকে মাসের পর মাস জেলে কাটাতে হয়েছে। পরিবার অনেক দেরিতে খবর পায়। স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য তারাশংকর রায় বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্তর হাত ধরে সেখানে গিয়ে কোর্টে আবেদন করেন। আইনি জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে ছাড়া পেলেন পরিযায়ী। পরিবারে খুশির ছোঁয়া।

কাজের জন্য কানপুরের দেউলিয়ায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন পাকুয়াহাট পঞ্চায়েতের তিতপুর বাগানপাড়ার ৫৬ বছরের বীরেন রায়। সেখানে একটি খুনের মামলায় ভুল করে তাঁকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। যার দরুন থাকতে হয়েছিল জেলে। খবর পান জেলা পরিষদ সদস্য তারাশংকর রায়। তিনি এবং বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত কানপুরে পৌঁছে আদালতে আবেদন করেন। আইনি জটিলতা কাটিয়ে ছাড়া পান বীরেন রায়।। মঙ্গলবার তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পুরাতন মালদার কোর্টস্টেশনে নামেন তারাশংকর রায়। বীরেন রায়কে ফিরে পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে তাঁর পরিবার-পরিজনরা। তাঁকে অভিনন্দন জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন বিজেপির উত্তর মালদা কেন্দ্রের সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত এবং বিজেপির নগর মণ্ডল সভাপতি সুজিত দাস সহ বিজেপির কার্যকর্তারা। বীরেন রায়কে মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানান সকলে।

উজ্জ্বল দত্ত বলেন, ‘বাংলায় কাজের অবস্থা ভালো নেই । তাই বীরেনবাবু ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি খুনের মামলায় ভুল করে তাঁর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় জেলে ছিলেন। খবর পেয়ে সেখানকার বিজেপি নেতৃত্বকে চিঠি করি। সেখানে আমাদের আইনজীবী কোর্টে আবেদন জানালে প্রমাণিত হয় বীরেন রায় নির্দোষ। আজ বাড়িতে ফিরেছেন তিনি।

বীরেন রায় বলেন, ‘খুনের মামলায় ভুল করে নাম জড়িয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে সকলকে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে।’

পুরস্কৃত লোকোপাইলট

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৭ ডিসেম্বর : নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত, সাহসিকতা, রাজস্ব তৈরি ও পরিচালনামূলক উৎকৃষ্টতায় অসামান্য অবদানের জন্য রেলের বিভিন্ন জোনের ১০১ জন কর্মী-আধিকারিককে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। তাঁদের অতি বিশিষ্ট রেল সেবা পদক দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে রেল থেকে একথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের দুই লোকোপাইলটও রয়েছেন। তাঁরা মানুষের জীবন ও রেলওয়ের সম্পত্তি রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। আগামী ২১ ডিসেম্বর নয়াদিল্লির ভারতীয় মণ্ডপমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো তাঁদের সংবর্ধনা জানাবেন বলে রেল সূত্রে খবর।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, এই রেলওয়ের বদরপুরের লোকোপাইলট/গুডস (ইলেক্ট্রিক্যাল) রাজনারায়ণ কুমার ০৫৬৭৬ আপ ধর্মনগর-আগরতলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল চালানোর সময় ত্রিপুরার তেলিয়ামুরা স্টেশন পার করার পর তিনি সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় বারামুলা হিল রেঞ্জে একটি সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ নিশ্চিত করেছিলেন। এনএফআর সূত্রে খবর, সেদিন ট্রেনটিতে আনুমানিক এক হাজার যাত্রী ছিলেন। ট্রেনটি প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে লাইন আটকে রাখা একটি বিশাল ভূমিধসের মুখোমুখি হয়েছিল। রাজনারায়ণ কুমার সে সময় জরুরিকালীন ব্রেক কষে ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে ট্রেন থামিয়ে সব যাত্রীর সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন।

এই জোনের দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত লামডিংয়ের সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোপাইলট (ইলেক্ট্রিক্যাল) রাহুল কুমার। তীব্র হাওয়া ও প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ১৫৬১২ ডাউন ট্রেন চালানোর সময় তিনি লাইনে একটি গাছ পড়তে দেখেন। তিনি দ্রুত জরুরিকালীন ব্রেক কষে ঠিক সময়ে ট্রেনটি থামিয়ে সম্ভাব্য প্রাণহানি সহ বিশাল ক্ষতি রুখতে সমর্থ হন।

এ ব্যাপারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, ‘এই দুই লোকোপাইলট সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ও তাঁদের সাহসিকতার জন্য ট্রেনের বহু যাত্রীর প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। এঁদের জন্য আমরা গর্বিত। তাই তাঁদের পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।’

পুজোয় টানা ছুটি ফিরল প্রাথমিকে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : শিক্ষক, পড়ুয়া এবং অভিভাবক তিন পক্ষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আগামী বছর নতুন শিক্ষাবর্ষে দুর্গা ও কালীপুজোর মাঝে টানা ছুটি থাকবে রাজ্যের প্রাইমারি ও নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলগুলোয়। মঙ্গলবার রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সচিব রঞ্জনকুমার ঝা’র তরফে জারি করা ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ছুটির তালিকা প্রকাশের পরেই এ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে শিক্ষক ও অভিভাবকদের তরফে। যদিও পুজোর সময় টানা ছুটির ধাক্কায় এক লাফে ১৯ থেকে দশদিন কমিয়ে ৯ দিন করা হয়েছে গরমের ছুটি। তাছাড়া আগামী বছরের জন্য ফের জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের হাতে ছাড়া হয়েছে দুটি ছুটি। এনিয়েও দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ সরব ছিলেন শিক্ষকরা।

এদিন জারি ছুটির তালিকা দেখে ‘দাবিপূরণের’ কথা বলে শিক্ষক সংগঠন এবিপিটিএ’র জলপাইগুড়ি জেলা সপাদক বিপ্লব ঝা বলেন, ‘আমাদের লাগাতার দাবি ও আন্দোলনের জয় হল এদিন। ডিপিএসসি’র হাতে দুটি ছুটি ছেড়ে দেওয়াও ইতিবাচক। তবে আগের মতো এই ছুটির তালিকার ভিত্তিতে জেলাওয়াড়ি ছুটির তালিকা করা এবং গরমের সময় সকালে স্কুল করার দাবিতে আমরা আজও অনড়।’

চলতি বছরের অক্টোবর মাসেই এ নিয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে পর্ষদের তরফে। চলতি বছর সহ গত কয়েক বছরে সারা রাজ্যের প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলগুলি দুর্গা ও কালীপুজোর মাঝে দিনদশেক খোলা থাকছিল। রাজ্যের সবথেকে বড় উৎসবের মরশুমের মাঝে এই দেড় সপ্তাহ স্কুল খোলা থাকলেও পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল না স্কুলে। তাছাড়া বছরের এই সময়ে টানা ছুটিতে শিক্ষক ও অভিভাবক দুই পক্ষই চিকিৎসা সহ অন্যান্য কাজে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করায় পুজোর ছুটির মাঝে দিনদশেকের স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ ছিলই। এদিন জারি করা ছুটির তালিকায় গরমের ছুটি কমালেও সম্ভবত তাপপ্রবাহ বাড়লে দিনের বদলে সকালে স্কুল চালু রেখে শিক্ষা দিবস ঠিক রাখার ভাবনা রয়েছে। তবে শিক্ষক মহলের দাবি, গরমের সময় দিনের বদলে সকালে স্কুল চালুর বিষয়টি জেলাওয়াড়ি সাধারণ প্রশাসন এবং ডিপিএসসি’র হাতেই ছাড়া উচিত। এদিন জারি হওয়া ছুটির তালিকা ইতিমধ্যেই সার্কেল স্তরে পৌঁছেছে। পুজোয় টানা ছুটির নির্দেশিকায় আনন্দিত শিক্ষক বিপ্লব সিদ্ধা বলেন, দুই পুজোর মাঝের স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত একেবারেই অবাস্তব ছিল। সেটা শুধরে নেওয়ায় আমরা সবাই আনন্দিত। গরমেও অহেতুক স্কুল বন্ধ না রেখে সমস্ত স্কুল সকালে করা হলেই পড়ুয়াদের পক্ষে ভালো, সঙ্গে শিক্ষা দিবসও বাঁচবে এবং সিলেবাসও শেষ হবে যথাসময়ে।

সরকারের হাতে ভোটের ভার

প্রথম পাতার পর

৯০ দিনের মধ্যে দেশে ভোট করাতে হবে। হাসিনার নতুন সংশোধনীতে বলা হয়েছিল, সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগে শেষ ৯০ দিনে ভোট করাতে হবে। ২০১১ সালে ৩০ জুন বাংলাদেশের সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাশ হয়েছিল। চলতি বছর ৫ অগাস্ট হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। ৮ অগাস্ট ক্ষমতায় আসে অন্তর্বর্তী সরকার। ১৮ অগাস্ট হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। সেটি করেছিলেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার সহ পাঁচজন। ১৬টি ধারার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় সেখানে। পরে বিএনপি, জামাত-ই-ইসলামির মতো কয়েকটি সংগঠন ওই মামলায় যুক্ত হয়।

হাসিনা, রেহানা, জয়, টিউলিপের দুর্নীতির অনুসন্ধান করবে কমিশন : ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে ভারতে গিয়ে অবস্থান নেওয়া বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন রেহানা, হাসিনা-পুত্র জয় এবং রেহানা-কন্যা টিউলিপদের দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে মাঠে নামছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংস্থাটির শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্তের উদ্যোগ এটিই প্রথম। সংস্থাটির মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন মঙ্গলবার কমিশনের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। কমিশন জানিয়েছে, আওয়ামি লিগ সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারের ৮ প্রকল্পে ২১ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ পেয়েছে তারা। শেখ হাসিনা পরিবারের দুর্নীতি তদন্তে হাইকোর্টের রুল জারির দু’দিনের মাথায় কমিশনের তরফে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত এল। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প থেকে মালয়েশিয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিকের ৫ বিলিয়ন ডলার লোপাটের অভিযোগ অনুসন্ধানে কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয় রুলে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে ৫৯ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ পেয়েছে কমিশন। শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, বোন শেখ রেহানা ও তাঁর মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। মঙ্গলবার চেয়ারম্যান আবদুল মোমেনের নেতৃত্বে কমিশনের সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। একইসঙ্গে আশ্রয়ণ প্রকল্প, বেজা ও বেপজার আট প্রকল্প বাস্তবায়নের আড়ালে ২১ হাজার কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগটি এসেছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, তা সবই খতিয়ে দেখবে কমিশন।

খেলায় আজ

২০২২ : প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতলেন লিওনেল মেসি। কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে ফাইনালে আর্জেন্টিনা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে দেয় ফ্রান্সকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ৩-৩। মেসি জোড়া গোল করেন। হ্যাটট্রিক করেছেন কিলিয়ান এমবাপে।

সেরা অফবিট খবর

ভিডিও দিয়ে খোঁচা মুকেশের

রিজার্ভ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া মুকেশ কুমারকে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির মাঝপথেই ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তারপরই ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন ভারতীয় দলের প্রস্তুতি ম্যাচের ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে বিরাট কোহলিকে অফস্টাম্পের বাইরের বলে তিনি আউট করেছেন। সঙ্গে পোস্ট করেছেন ঋষভ পন্থ-রবীন্দ্র জাদেজাকে আউট করার ভিডিও।

ভাইরাল

আর কী কী দেখতে হবে আমাকে

বিজয় হাজারে ট্রফির মুম্বই দল থেকে পৃথ্বী শ-কে বাদ দিয়েছেন নির্বাচকরা। তারপরই নিজের ব্যাটিং পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন, 'ভগবান বলো, আর কী কী আমাকে দেখতে হবে? প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৬৫ ইনিংসে ৩৩৯৯ রান করেছি। স্ট্রাইক রেট ১২৬, গড় ৫৫.৭, তারপরও আমি যোগ্য নই! তোমার ওপর ভরসা রাখছি ভগবান, আশা করব মানুষও আমাকে বিশ্বাস করবে। আমি ঠিক প্রত্যাবর্তন করব... ওম সাই রাম।'

উত্তরের মুখ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার উত্তম ওরাওঁ ১৩ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল হিলি যুব গোষ্ঠী ৫৫ রানে হারিয়েছে গঙ্গারামপুর জুনিয়ার ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ইউরোপ-লাতিন আমেরিকার বাইরে প্রথম কোন দেশ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ঈশা গুহ, ২. জনার্দন নাভলে।

সঠিক উত্তরদাতারা

অনির্বাণ রায়, করণচন্দ্র বর্মন, রতনকুমার পণ্ডিত, দেবজিৎ মণ্ডল, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, অমৃত হালদার, অসীম হালদার, নীলেশ হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নির্মল সরকার, নীরাধিপ চক্রবর্তী, সুজন মহন্ত।

ব্রিসবেন-বাংলার আকাশে ফুটল হাসি

অস্ট্রেলিয়া-৪৪৫
ভারত-২৫২/৯

ব্রিসবেন, ১৭ ডিসেম্বর : আরও একটা বৃষ্টিবিঘ্নিত দিন। গাব্বার আকাশজুড়েকালো মেঘের আনাগোনা। ভারতীয় সাজঘরেও দিনভর আশঙ্কার কালো মেঘ। ফলোঅন বাঁচানোর টক্করে একটা করে উইকেট পড়েছে, আর গভীর হয়েছে আতঙ্ক। পড়ন্ত বিকালে সেই মেঘ কেটে আশার কিরণ। আলো-আঁধারির গাব্বায় প্রদীপ জ্বলল জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপের দাঁতে দাঁত চাপা লড়াইয়ে। দিনের শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে গালির ওপর দিয়ে আকাশের বাউন্ডারি বদলে দেয় গৌতম গম্ভীর, বিরাট কোহলিদের উত্তেজনায় ফুটতে থাকা গম্ভীর মুখগুলি। চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফ মারলেন গম্ভীর। করতালিতে কুর্নিশ বিরাট-রোহিত শর্মার। গ্যালারিতে ভারত আর্মির যেন 'যুদ্ধ' জয়ের উচ্ছ্বাস। ভারতীয়দের স্বস্তি আরও বাড়িয়েছে ব্রিসবেনের আকাশে ম্যাচের পঞ্চমদিনেও বৃষ্টির পূর্বাভাস। 'অ্যাকুওয়েদার' জানিয়েছে, সারা দিন আকাশে মেঘ থাকবে। সকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে বৃষ্টির আশঙ্কাও বাড়বে। বিকালে ৯০ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫৪ শতাংশ। দুপুর ১টা পর্যন্ত হালকা বন্যার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে ব্রিসবেনে। ফলে চলতি ম্যাচ ও সিরিজের নিরিখে বুমরাহর সঙ্গে বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য আকাশের লড়াই ভারতীয় ড্রেসিংরুমেও হাসি ফোটাল।

৬৬তম ওভারের শেষ বলে যখন রবীন্দ্র জাদেজার দায়িত্বশীল ইনিংসে ইতি পড়ে, তখনও ফলোঅন বাঁচাতে দরকার ৩৩ রান। ক্রিজে শেষ জুটি- বুমরাহ ও আকাশ। সবাইকে অবাক করে অসম যুদ্ধে জয় আকাশদের। গত অজি সফরে যে লড়াইটা দেখা গিয়েছিল চেতেশ্বর পূজারা-শার্দূল ঠাকুর, রবিচন্দ্রন অশ্বীন-হনুমা বিহারী কিংবা ঋষভ পন্থের ব্রিসবেন-গাথায়।

২১৩/৯। ফলোঅন বাঁচানোর আশা ছেড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের নয়া লড়াইয়ের জন্য হয়তো মনে মনে তৈরি হওয়া। লোকেশও দিনের শেষে বলেন, প্যাড পরে ফের মাঠে নামার জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। ক্রিজে নামার সময় আকাশকে দেখা যায় গম্ভীরের সঙ্গে কথা বলতে। ইশারায় গম্ভীর বুঝিয়ে দেন ধৈর্য ধরে ক্রিজে পড়ে থাকো। সোজা ব্যাটে খেলো। প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়োনদের বিরুদ্ধে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করলেন। সঙ্গী বুমরাহও। ফল, ফলোঅন বাঁচিয়ে হারা ম্যাচ বাঁচানোর আশায় বুঁদ ভারত।

কখনও ওভার দ্য উইকেট, কখনও রাউন্ড দ্য-স্ট্র্যাটেজি বারবার বদলেছেন কামিন্স-স্টার্করা। কিন্তু টলাতে পারেনি ভারতের ১০, ১১ নম্বর ব্যাটারকে! বুমরাহ-আকাশের যে অসম যুদ্ধ পারদ ছড়াল গাব্বার প্রতিটি কোণে। ৫৫ বল অবিচ্ছিন্ন থেকে দশম উইকেটে ৩৯। স্টার্কদের বাউন্সার যেমন সামলালেন, তেমনই লায়োনের স্পিনের টোপও- দলের তাবড় ব্যাটাররা যার থেকে শিক্ষা নিতেই পারে।

আকাশের ৩১ বলে অপরাজিত ২৭। দুইটি বাউন্ডারি এবং ফলোঅনের পর কামিন্সকে মারা বিশাল ছক্কা। যা দেখে অবাক বিরাটের প্রতিক্রিয়া দেখার মতো। ফলোঅন বাঁচানোর স্বস্তির পর খুশির ছক্কায় দিল খুশ করে নেওয়া। আকাশকে কিছুদিন আগে ব্যাট উপহার দিয়েছিলেন বিরাট। সুফল হাতেনাতে। 'টেস্টে এক ওভারে সবাধিক রানটা কার? গুগলে দেখে নেবেন' বলা আত্মবিশ্বাসী বুমরাহর ১০। চাপের মুখে কামিন্সকে ছক্কাও হাঁকালেন।

মাঝে কোহলির বার্তা আকাশদের পৌঁছে দিতে মাঠে দৌড়োলেন ধ্রুব জুরেল। আসলে লড়াই তখন শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরে ভারতের সাজঘরেও। অস্ট্রেলিয়ার ৪৪৫ রানের জবাবে ভারত ২৫২/৯। এখনও ১৯৩ রানে পিছিয়ে থাকলেও বাঁচার অক্সিজেনে ফুটছে রোহিত ব্রিগেড।

আগামীকাল ম্যাচের শেষদিন। অজিদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে হবে। তারপর ভারতকে টার্গেট দিয়ে জয়ের জন্য ঝাঁপানো। মহান অনিশ্চয়তার খেলা হলেও শেষ তিন সেশনে এত কাণ্ড ঘটা কার্যত অসম্ভব। সেক্ষেত্রে ড্রও ভারতের কাছে জয়ের শামিল হবে।

কথায় বলে, ভাগ্য সাহসীদের সাহায্য করে। দিনের শুরুটা সেভাবেই। প্রথম বলেই কামিন্সের বলে স্লিপে রাহুলের ক্যাচ ছাড়েন স্টিভেন স্মিথ। রাহুল তখন ৩৩-এ। শেষপর্যন্ত লায়োনের বলে স্মিথ স্লিপেই ডানদিকে ঝাঁপিয়ে লোকেশের (৮৪) এক হাতে দর্শনীয় ক্যাচ নেন। সাজঘরের পথে চলতি সিরিজে দলের সবথেকে নির্ভরযোগ্য ব্যাটার। নামের পাশে চলতি সিরিজে দুই দলের মধ্যে সর্বাধিক ৪৬৩টি বল খেলার নজিরও।

তার আগেই অবশ্য আউট রোহিত (১০)। অফস্টাম্পের বাইরের বলে ফের খোঁচা মারার দৃষ্টিকটু প্রয়াস। অথচ সুযোগ ছিল পুরোনো হয়ে আসা বলে অধিনায়কোচিত ইনিংসে সমালোচকদের চুপ করিয়ে দেওয়ার। ৭৪/৫। ফলোঅন বাঁচানোর ২৪৬ টার্গেটও তখন অনেক দূর।

রোহিত-বধে ম্যাচে আরও জাঁকিয়ে বসার উচ্ছ্বাস কামিন্সদের। জোশ হ্যাজেলউডের অভাব (কাফ মাসলের চোটে বল করেননি আজ) ঢেকে দাপট স্টার্কদের। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতি থেকেই টিকে থাকার যুদ্ধ। একাধিকবার বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হল। কিন্তু কোনও কিছুই থামাতে পারেনি জাদেজাদের। ষষ্ঠ উইকেটে জাদেজা-লোকেশের ৬৭ রান দিয়ে শুরু। নীতীশকুমার রেড্ডিকে (১৬) নিয়েও ৫৩ রান যোগ করেন জাদেজা (৭৭)। ষোলোতে বড় ইনিংসের ষোলোকলা পূরণ না হলেও ৬১টি বল খেলে জাদেজার সঙ্গে লম্বা সময় কাটান।

সিরিজে প্রথমবার খেলতে নেমে বোলিংয়ে ব্যর্থ জাদেজা। ১২৩ বলের নিয়ন্ত্রিত ইনিংসে রাখলেন গম্ভীরদের আস্থার মর্যাদাও। জাদেজা-লোকেশদের প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণ বুমরাহ-আকাশদের নিজেদের ছাপিয়ে যাওয়া লড়াইয়ে।

প্যাট কামিন্সের বলে গালির উপর দিয়ে আকাশ দীপের শট বাউন্ডারি পেরিয়ে যেতেই উচ্ছ্বাস ভারতীয় ড্রেসিংরুমে। বিরাট কোহলি, গৌতম গম্ভীররা যেন ম্যাচ জয়েরই সেলিব্রেশন করে ফেললেন। হাসি ফুটল রোহিত শর্মার মুখেও।

অর্ধশতরানের পর তলোয়ার সেলিব্রেশন রবীন্দ্র জাদেজার।

গাব্বায় দশম উইকেটে ভারতের পার্টনারশিপ

ব্যাটার	রান	সাল
জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপ	৩৯	২০২৪
মনোজ প্রভাকর-জাভাগল শ্রীনাথ	৩৩	১৯৯১
এম জয়সীমা-উমেশ কুলকার্নি	২২	১৯৬৮
ভেঙ্কটপতি রাজু-জাভাগল শ্রীনাথ	১৪	১৯৯১
ইশান্ত শর্মা-উমেশ যাদব	১৪	২০১৪

আমি তো প্যাড পড়ে ফের মাঠে নামার কথা ভাবছিলাম। ব্যাট হাতে নিয়ে তৈরি হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল মনের মধ্যে।
-লোকেশ রাহুল

আবহাওয়া

'অ্যাকুওয়েদার' জানিয়েছে, সারা দিন আকাশে মেঘ থাকবে। **সকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ**। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে বৃষ্টির আশঙ্কাও বাড়বে। **বিকালে ৯০ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে**। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫৪ শতাংশ। **দুপুর ১টা পর্যন্ত হালকা বন্যার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে ব্রিসবেনে**।

দুই টেলএন্ডারের প্রশংসায় ভেত্তোরি

ফের চোট, জোশ বাকি সিরিজে অনিশ্চিত

ব্রিসবেন, ১৭ ডিসেম্বর : এখনও চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া।

যদিও জেতার সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ। অবিশ্বাস্য কিছু দরকার পঞ্চম দিনে ড্রয়ের পথে থাকা ব্রিসবেন টেস্টের ভাগ্য বদলে দিতে। দেওয়াল লিখন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্কদের। দিনের শুরুতে রোহিত শর্মাকে আউটের পর যে উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছিল, দিনের শেষে তা উধাও।

দিনের শেষ ওভারে আকাশ দীপের শটে বাউন্ডারি পেরোনোর পর হতাশার অন্ধকার অজি শিবিরে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে পূর্ণ আধিপত্য দেখিয়েও জয় হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা কামিন্স-স্টিভেন স্মিথদের চোখেমুখে। চিন্তা বাড়িয়েছে জোশ হ্যাজেলউডের চোট। চোটের জন্য (সাইড স্ট্রেইন) অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্ট খেলতে পারেননি। এবার ডান পায়ের কাফ স্ট্রেইন।

আজ সারাদিনই মাঠের বাইরে। চলতি টেস্ট তো অবশ্যই, বাকি সিরিজেও অনিশ্চিত। মেলবোর্ন (২৬-৩০ ডিসেম্বর), সিডনিতে (৩-৭ জানুয়ারি) জোশকে ছাড়াই মাঠে নামার চ্যালেঞ্জ অজিদের সামনে। এদিন গা ঘামানোর সময় সমস্যা ধরা পড়ে। প্যাট কামিন্স, স্টিভ স্মিথের সঙ্গে কথা বলেন হ্যাজেলউড। তারপর ফিজিও নিক জোনসের পরামর্শে মাঠ ছেড়ে সোজা হাসপাতালে।

স্ক্যান রিপোর্টে চোট ধরা পড়েছে। দলের মুখপাত্র বলেছেন, 'ডানদিকে কাফ স্ট্রেইনে আক্রান্ত জোশ হ্যাজেলউড। ব্রিসবেন টেস্টে আর খেলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। বাকি সিরিজেও অনিশ্চিত। দ্রুত হ্যাজেলউডের পরিবর্ত বেছে নেওয়া হবে।'

৪ উইকেট নিয়ে ভারতকে চাপে রাখলেন প্যাট কামিন্স।

স্কট বোল্যান্ডের প্রত্যাবর্তন প্রায় নিশ্চিত। দলের বোলিং কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরিও সেই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন। বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যজনক। সকালেই অস্বস্তি অনুভব করে। জোশ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হয়নি। বোল্যান্ডই সম্ভাব্য পরিবর্ত। অ্যাডিলেডে ভালো বল করেছে। আর যখনই ডাক পড়েছে দলের প্রয়োজনে দায়িত্ব সামলেছে।'

ব্রিসবেন টেস্টের পরিস্থিতি নিয়েও বলতে গিয়ে ড্যানিয়েল ভেত্তোরি স্বীকার করে নেন, ভারতকে ফলোঅন করানোর জন্য তাঁরা মরিয়া ছিলেন। দিনের শুরু থেকে সেই লক্ষ্যেই ঝাঁপিয়ে ছিলেন। জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপের পার্টনারশিপ ভাঙার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু দুজনের সম্ভাবনা তৈরি করেও তীরে এসে তরি ডোবে। ভেত্তোরির যুক্তি, জিততে একটাই রাস্তা খোলা ছিল-ভারতকে ফলোঅন করানো। সুযোগ হাতছাড়ার আক্ষেপ।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'জাদেজা আউটের পর সুযোগও চলে এসেছিল। কিন্তু বুমরাহ-দীপের লড়াকু পার্টনারশিপে তা আটকে যায়। চলতি ম্যাচে প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে বৃষ্টিতে, যা আমাদের কাজও কঠিন করে দিয়েছে।' ২১৩/৯ থেকে অবিচ্ছিন্ন দশম উইকেটে ৩৯ করে ফলোঅনের ২৪৬ রানের টার্গেট টপকে যায় বুমরাহ-আকাশ জুটি।

প্রথম ইনিংসে দেরিতে ডিক্লেয়ার করা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ভেত্তোরির যুক্তি, প্রথম ইনিংসের বড় স্কোর সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। আর আবহাওয়াকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতির পরও স্টার্ক-কামিন্স কিন্তু আগুন ঝরিয়েছেন, মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে মানছেন, এদিন হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতিতে বাকি বোলারদের বাড়তি ধকল নিতে হয়েছে, যা চিন্তার জায়গা।

ফের ব্যাটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম : লোকেশ

ব্রিসবেন, ১৭ ডিসেম্বর : ভেবেছিলেন ফলোঅন নিশ্চিত।

এদিনই দ্বিতীয়বার ব্যাট হাতে নেমে পড়তে হবে। রবীন্দ্র জাদেজা আউট হওয়ার পর মানসিকভাবে সেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু হতাশার সেই ছবিটা বদলে যায় জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপের নায়কোচিত লড়াকু ব্যাটিংয়ে। দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে দুই সতীর্থকে নিয়ে প্রশংসায় ভাসিয়ে দিলেন লোকেশ রাহুল।

৮৪ রানের অনবদ্য ইনিংসে দলকে রসদ জোগানো লোকেশ বলেছেন, 'আমি তো প্যাড পড়ে ফের মাঠে নামার কথা ভাবছিলাম। ব্যাট হাতে নিয়ে তৈরি হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল মনের মধ্যে। যদিও নিশ্চিত ছিলাম না, ওরা আমাদের ফলোঅন করাবে কিনা। বৃষ্টির ভ্রূকুটি গোটা ম্যাচজুড়েও। এদিনও অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। আমরা মরিয়া ছিলাম ম্যাচে টিকে থাকার রাস্তা খুঁজতে। আকাশ এবং বুমরাহ শেষে সেই কাজটা করল।'

টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে টেলএন্ডারদের যে লড়াইয়ের কথা বারবার সাংবাদিক সম্মেলনে শোনা গেল লোকেশের গলায়। বলেছেন, 'লোয়ার অর্ডার যখন রান করে, লড়াই চালায়, তা উপভোগ্য হয়ে ওঠে। টিম মিটিংয়ে বারবার যা নিয়ে আমরা আলোচনাও করি। বোলাররাও ব্যাটিং নিয়ে পরিশ্রম করছে। তারই প্রতিফলন। ওদের লড়াকু যুগলবন্দি আজ ফলোঅন বাঁচিয়ে দিল। দুর্দান্ত সব শট খেলল আকাশরা। দিনের শেষে দুরন্ত লড়াই ম্যাচে বড়সড়ো বদল এনে দিল।'

রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে সকালের যুগলবন্দিতে দলকে লড়াইয়ে রাখেন লোকেশ। তারপর জাদেজা-নীতীশ কুমার রেড্ডির আরও এক হাফ সেঞ্চুরির পার্টনারশিপ। জাদেজার প্রশংসা করে বলেছেন, 'দুর্দান্ত ব্যাটিং করল। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার প্রয়াস। দীর্ঘদিন ধরে লোয়ার অর্ডারে এই দায়িত্ব সামলাচ্ছে। জাদেজার থেকে আমরা এই প্রত্যাশা করি।'

চতুর্থ দিনের শেষে ম্যাচ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে অনেকটাই নিশ্চিন্তে ভারত। লোকেশও জানালেন, তারা খুশি। জাদেজার সঙ্গে জুটি নিয়ে জানান, জাদেজার সঙ্গে পার্টনারশিপের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তখন জুটি দরকারও ছিল ভীষণভাবে। ফলোঅন বাঁচাতে আজ প্রতিটি রানই গুরুত্বপূর্ণ। বোলার জাদেজার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার জাদেজাও। বলেছেন, 'ব্যাট হাতেও দুর্দান্ত পারফরমার। ওর সঙ্গে পার্টনারশিপ উপভোগ করেছি। উপভোগ করি ওর ব্যাটিং। যেভাবে প্রস্তুতি নেয়, তাও বেশ নজরকাড়া।'

বৃষ্টিতে প্রচুর ওভার নষ্ট হয়েছে। ভারতের পক্ষে যা শাপে বর। তবে বারবার খেলা বন্ধের ফলে ব্যাটিং কঠিন হচ্ছিল বলেও জানাচ্ছেন লোকেশ। যুক্তি, বারবার ক্রিজে গিয়ে সেট হতে হচ্ছিল। যা বেশ বিরক্তির, চ্যালেঞ্জিংও। তাল কাটছিল বারবার। যা সামলানো সহজ নয়।

কৃতিত্ব দিচ্ছেন জাদেজাকেও

অর্ধশতরানের পর লোকেশ রাহুল। মঙ্গলবার ব্রিসবেনে।

সুদীপরা আজ যাচ্ছেন হায়দরাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা

১৭ ডিসেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার রেশ এখনও রয়েছে। তার মধ্যেই দরজায় কড়া নাড়ছে বিজয় হাজারে ট্রফি। সর্বভারতীয় একদিনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগামীকাল বিকেলে হায়দরাবাদ উড়ে যাচ্ছে বাংলা দল। সেখানেই আগামীকাল দলের সঙ্গে যোগ দেবেন মহম্মদ সামি ও মুকেশ কুমাররা। আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে হাজির হয়ে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'টি২০-র পালা শেষ। সামনে এবার একদিনের ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ। সেরা দল নিয়েই আমরা বুধবার হায়দরাবাদ যাচ্ছি। দেখা যাক কী হয়।'

বিজয় হাজারে ট্রফি

সুদীপ ঘরামির নেতৃত্বাধীন দলে রয়েছেন সামি-মুকেশ দুজনই। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে আগামীকাল রাতেই হায়দরাবাদে বাংলার ক্রিকেট সংসারে ঢুকে পড়বেন সামি। আর অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে আপাতত ব্যক্তিগত কাজে পাটনায় থাকা মুকেশও বুধবার রাতেই হায়দরাবাদ পৌঁছে যাচ্ছেন। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি-মুকেশ থাকার ফলে আমাদের বোলিং শক্তি অবশ্যই বাড়বে। কিন্তু তারও আগে মাঠে নেমে আমাদের সেরাটা দিতে হবে।' অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার টি২০-র স্কোয়াডে না থাকলেও বিজয় হাজারের দলে রয়েছেন। অনুষ্টুপ থাকার ফলে বাংলার ব্যাটিং শক্তিও বাড়বে বলে মনে করছেন সুদীপরা। উল্লেখ্য, ২১ ডিসেম্বর দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিজয় হাজারে অভিযান শুরু করবে বাংলা।

লোকেশের নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিংয়ে মজে গাভাসকার

আকাশদের কুর্নিশ হরভজনের

ব্রিসবেন, ১৭ ডিসেম্বর : টেস্ট ওপেনিংয়ে আর কি দেখা যাবে রোহিত শর্মাকে?

নতুন বল যেভাবে লোকেশ রাহুল সামলাচ্ছেন, প্রশ্নটা ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে। চলতি সিরিজে লোকেশের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পর যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং কম্বিনেশনে আস্থা দেখাচ্ছেন প্রাক্তনরাও। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষেও যা অস্বীকার করা মুশকিল। পারথে যশস্বীর ম্যাচ জেতানো শতরানের পরও চলতি সিরিজে সেরা ব্যাটার এখনও পর্যন্ত লোকেশই। শুধু রান নয়, নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং, ক্রিজে পড়ে থাকার মানসিকতায় নজর কাড়ছেন। সুনীল গাভাসকারের মতে, অফস্টাম্প-জাজমেন্টে দক্ষতা, দেরিতে খেলা-প্রতিফলন লোকেশের ইনিংসে।

লোকেশের ১৩৯ বলে ৮৪ রানের ইনিংস প্রসঙ্গে কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার বলেছেন, 'অফস্টাম্পের বাইরে বল টানা ছেড়ে গেল লোকেশ। গতকাল মানসি লাবুশেনকে দেখেছিলাম। অফস্টাম্প জাজমেন্টের মুনশিয়ানা এর আগে দেখেছি মুরলী বিজয়ের মধ্যে। এদিন প্রথম বল বাদ দিলে দুর্দান্ত ব্যাটিং লোকেশের।'

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের নিয়ে অবশ্য সমালোচনা থামার লক্ষণ নেই। চেতেশ্বর পূজারা যেমন বলে দিচ্ছেন, বিরাটের টেকনিক নতুন বল সামলানোর জন্য উপযোগী নয়! চলতি ব্যর্থতা প্রসঙ্গে প্রাক্তন সতীর্থের যুক্তি, শুরুতে একাধিক উইকেট হারাচ্ছে ভারত। ফলে প্রায় নতুন বলটাই সামলাতে হচ্ছে। যার জন্য প্রস্তুত নয় বিরাটের মানসিকতা, টেকনিকও। পারথে দ্বিতীয় ইনিংসে পুরোনো বল খেলার সুযোগ পেয়েছিল। শতরান পেয়েছে।

মহম্মদ কাইফের মুখে আবার রবীন্দ্র জাদেজার ৭৭ রানের লড়াকু ইনিংসের কথা। টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে আবেদনও করলেন, পরের টেস্টেই আবার না ছাঁটাইয়ের দলে ফেলা হয় তারকা অলরাউন্ডারকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কাইফ লিখেছেন, 'প্রয়োজনে একজন ব্যাটারকে বাদ দেওয়া যেতে পারে পরের ম্যাচে। কিন্তু জাদেজাকে কখনোই নয়। এই ইনিংসে ব্যাটারদের মধ্যে সবথেকে স্বচ্ছন্দ দেখিয়েছে ওকেই। চলতি সিরিজে এখনও সেরা কম্বিনেশন নামাতে পারেনি ভারত। আশা করি শেষ দুই টেস্টে তা বদলাবে।'

হরভজন সিং মজে আকাশ দীপ-জসপ্রীত বুমরাহর ফলোঅন বাঁচানোর লড়াইয়ে। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় বলেছেন, 'কুর্নিশ জানাই আকাশ-বুমরাহকে। কঠিন পরিস্থিতি থেকে ওদের যুগলবন্দি, বৈতরণি পার করার তাগিদ দলকে অক্সিজেন জোগাবে। এই লড়াইটা জোগাবে বাকি সিরিজে ভারতকে মাথা উঁচু করে লড়াইয়ের আত্মবিশ্বাস। হয়তো বদলে দেবে সিরিজের সমীকরণ।'

অপরদিকে অফস্টাম্প-সমস্যা মেটাতে আদাজল খেয়ে ঘাম ঝরাচ্ছেন বিরাট কোহলি। সুযোগ পেলেই নেমে পড়েন ভুল শুধরোতে। আজ চতুর্থ দিনেও ব্যাট-বলের টানটান উত্তেজনার মাঝে প্র্যাকটিসে নেমে পড়তে দেখা গেল। হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণা, ওয়াশিংটন সুন্দরদের বোলিংয়ে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন।

ব্যস্ত রাখলেন দলের থ্রো ডাউন স্পেশালিস্টকেও। বাড়তি নজর অফস্টাম্প লাইনে। যত বেশি খেললেন, তার চেয়ে বেশি বল ছাড়তে দেখা গেল নেটে। কিন্তু প্রশ্ন, ম্যাচ পরিস্থিতিতে কি সেই ধৈর্য দেখাতে পারবেন কোহলি?

শুভেচ্ছা

☺ Abhisek & Keya (কলেজপাড়া, বাগডোগরা) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় **'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট'** (Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

এমবাপেকে নিয়েই দোহায় রিয়াল মাদ্রিদ

দোহা, ১৭ ডিসেম্বর : ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপের ফাইনাল খেলতে মঙ্গলবারই দোহায় পৌঁছেছে রিয়াল মাদ্রিদ। বুধবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে দশটায় মেক্সিকোর ক্লাব পাচুকা এফসি-র মুখোমুখি হবে তারা। দলের সঙ্গে গিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপেও। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত সপ্তাহে আটালান্টার বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পান ফরাসি তারকা। তবে চোট থেকে সেরে ওঠায় তাঁকে স্কোয়াডে রেখেছে রিয়াল।

দোহা পৌঁছে কিলিয়ান এমবাপে।

আগামী বছর থেকে নতুন মোড়কে শুরু হচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ। আর পুরোনো ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের আঙ্গিকেই এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ। গত মরশুমের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে বুধবার দোহার লুসাইল স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনালে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে মেক্সিকান ক্লাবটি প্লে-অফে মিশরের ক্লাব আল আহলিকে হারিয়ে জায়গা করে নিয়েছে ফাইনালে। শক্তির বিচারে মাদ্রিদ জায়েন্টদের থেকে কয়েক যোজন পিছিয়ে পাচুকা। তবুও তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে মাঠে নামতে চান কার্লো আন্সেলোত্তি। দলের সঙ্গে কাতার সফরে এসেছেন রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। টিম হোটেলে কোচ আন্সেলোত্তি ও ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৭ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৫ সর্বভারতীয় একদিনের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। আজ ফাইনালে তুমুল লড়াইয়ের পর পাঞ্জাবকে ৪৭ রানে হারিয়ে দিল বাংলার মেয়েরা। প্রথমে ব্যাট করে বাংলা করেছিল ১৫৭/৮। জবাবে ১১০/৬-এর বেশি করতে পারেনি পাঞ্জাবের অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা দল। সর্বভারতীয় স্তরে দীর্ঘসময় পর বাংলার মহিলাদের দুর্দান্ত সাফল্যের রেশ সিএবিতেও। সন্ধ্যার সিএবিতে আজ কিংবদন্তি মহিলা ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীর নামের স্ট্যান্ড উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে গেল। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চেই সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা দলের প্রত্যেক সদস্যের জন্য নগদ দুই লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন। সিএবি সভাপতির কথায়, 'বাংলার অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা দল আমাদের সবাইকে গর্বিত করল।'

প্রয়াত অরূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : প্রয়াত হয়েছেন কলকাতা ময়দানের অভিজ্ঞ ক্রীড়া সাংবাদিক অরূপ পাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ইস্টবেঙ্গল সমাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শুধু তাই নয়, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লাইব্রেরির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন অরূপ।

চেন্নাইয়ে শোভাযাত্রায় বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি নিয়ে হুড খোলা গাড়িতে ডোম্মারাজু গুকেশ। মঙ্গলবার। ছবি : পিটিআই

ধোনি নয়, জকোভিচ এখন গুকেশের পছন্দ

চেন্নাই, ১৭ ডিসেম্বর : কনিষ্ঠতম হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কিছুদিন আগেই। তারপর দেশে ফিরে পেয়েছেন রাজার সম্মান। বিমানবন্দরে থেকে শুরু করে ছোটবেলার স্কুল সবখানেই ভক্তরা ভরিয়ে দিয়েছেন ভালোবাসায়। বিশ্বনাথন আনন্দকে আদর্শ মেনেই যে এতটা পথ এসেছেন ডোম্মারাজু গুকেশ সে কথা সবাই জানেন। তবে দাবার বাইরে গুকেশের আদর্শ কে?

এদিন সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। জানালেন, 'যখন ছোট ছিলাম ভারতীয় ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ভালো লাগত।' তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে ভালো লাগা, 'এখন আমি নোভাক জকোভিচের ভক্ত। আমার মতে, দুজনই অসাধারণ অ্যাথলিট। এবং ওদের পছন্দ হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'

৬৪ খোপের লড়াইয়ে চিনের ডিং লিরেনকে হারিয়েছেন আগেই। এবার ছোটবেলার ভয় উচ্চতাও জয় করলেন গুকেশ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সিঙ্গাপুরে বাঞ্জি জাম্পিংয়ের ভিডিও নিজেই সামাজিক মাধ্যমে দিয়েছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ার সময় গুকেশ চিৎকার করে বলছেন, 'আমিই নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।' আসলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ চলাকালীন গুকেশ বাজি ধরেছিলেন ট্রেনার গ্রেজেগর্জ গাজেওয়াস্কির সঙ্গে। শর্ত ছিল লিরেনকে হারালে গুকেশকে বাঞ্জি জাম্পিংয়ে লাফাতে হবে। গ্রেগর বলেছেন, 'আমি অজুহাত খুঁজছিলাম। তবে গুকেশ বাজির শর্ত পূরণে আগ্রহী ছিল।'

রিচার দাপটেও হার স্মৃতিদের

মুম্বই, ১৭ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ওপেনিংয়ের সুযোগ দেওয়া হলেও কাজে লাগাতে পারেননি রিচা ঘোষ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে ফিনিশারের দায়িত্ব পেতেই চেনা ছন্দে ফিরেছেন শিলিগুড়ির

আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে রিচা ঘোষ।

উইকেটকিপার-ব্যাটার। প্রথম ম্যাচে ১২ বলে ২০ রানের পর মঙ্গলবার ছয় নম্বরে নেমে রিচা ফিরলেন ১৭ বলে ৩২ নিয়ে। তাঁর হাফ ডজন বাউন্ডারির তিনটিই এল ১৮ নম্বর ওভারে অ্যাফি ফ্লেচারের বোলিংয়ে। তাঁকে ঘিরে যখন আরও একটি অর্ধশতরানের স্বপ্ন জাগছে তখনই ক্যারিবিয়ান উইকেটকিপার শেমাইন ক্যাম্পবেলের দুরন্ত ক্যাচে ফিরতে হয় রিচাকে।

এদিন মাঠে নামার আগেই ধাক্কা খেয়েছিল ভারত। ফিটনেসের অভাবে সরে দাঁড়ান অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর। পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দেন এদিনই টি২০ এবং ওডিআইয়ে ব্যাটারদের তালিকায় যথাক্রমে তিন ও দুই নম্বরে উঠে আসা স্মৃতি মান্ধানা। ব্যাট হাতেও শুরুতে তিনি দলকে টানার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ৪১ বলে স্মৃতি করে যান ৬২ রান। কিন্তু উলটোদিক থেকে উমা ছেত্রী (৪), জেমিমা রডরিগজ (১৩), রাঘবী বিস্তরা (৫) সাহায্য করতে না পারায় কখনোই ভারতের রান রেট আটের গণ্ডি ছুঁতে পারেনি। ভারত শেষ করে ১৫৯/৯ স্কোরে।

পালটা জবাবে শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন হেইলি ম্যাথিউজ (৪৭ বলে অপরাজিত ৮৫)। কিয়ানা জোসেফ (২২ বলে ৩৮) ও ক্যাম্পবেল (অপরাজিত ২৯) তাঁকে সংগত করায় ভারতীয় বোলাররা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৫.৪ ওভারে ১ উইকেটে ১৬০ রান তুলে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আনল।

বিদায়ি টেস্টে সাউদিকে জয় উপহার নিউজিল্যান্ডের

হ্যামিল্টন, ১৭ ডিসেম্বর : ১৬ বছরের যাত্রা শেষ হল টিম সাউদির। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার তাঁর শেষ টেস্টে ৪২৩ রানের রেকর্ড ব্যবধানে জয় উপহার দিলেন সতীর্থরা। নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে এটাই সর্বাধিক ব্যবধানে টেস্ট জয়।

প্রথম দুই টেস্টে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজ আগেই পকেটে পুরে নিয়েছিল ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে তাদের ৩৪৭ রানের জবাবে ইংল্যান্ড ১৪৩ রানে গুটিয়ে যায়। জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের লক্ষ্যমাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫৮ রান। মঙ্গলবার চতুর্থ দিনের শুরুতে ২ উইকেটে ১৮ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে ইংল্যান্ড। কিউয়ি পেসারদের দাপটে ৪৭.২ ওভারে ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয় ২৩৪ রানে। শেষ ইনিংসে সাউদি নিয়েছেন ২ উইকেট। ম্যাচের পর বিদায়ি ভাষণে তিনি বলেছেন, 'ইংল্যান্ডকে সিরিজ জয়ের জন্য অভিনন্দন। আমি ওদের বিরুদ্ধে খেলা উপভোগ করেছি। আমি পরিবার ও সতীর্থদের ধন্যবাদ জানাই আমার পাশে থাকার জন্য।'

ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং। হয়ে গেল সাই কলকাতা কেন্দ্রের উদ্যোগে। ৮ কিমি সাইক্লিংয়ের উদ্বোধন করতে এসে সাইকেল চালাতে দেখা গেল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মত বিশিষ্ট ফুটবলারকে। ছিলেন সুস্মিতা সিংহরায়, সঞ্জয় রাইরা।

ব্রাজিল ফেডারেশন সভাপতি পদে লড়বেন রোনাল্ডো

ব্রাসিলিয়া, ১৭ ডিসেম্বর : ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদের নির্বাচনে লড়বেন কিংবদন্তি ফুটবলার রোনাল্ডো নাজারিও। বর্তমান সভাপতি এডনাল্ডো রডরিগেজের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২৬ সালে। সেই নির্বাচনকে মাথায় রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ২০০২ বিশ্বকাপের নায়ক।

ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে বর্তমান সময়টা ভালো যাচ্ছে না। মাঠে এখন আর 'সাম্বা ম্যাজিক' দেখা যায় না। ব্রাজিলের হৃতগৌরব ফেরানোই লক্ষ্য রোনাল্ডোর। সেইজন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। নির্বাচন প্রসঙ্গে রোনাল্ডো বলেছেন, 'অনেক কিছুই আমাকে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উৎসাহিত করেছে। বিশ্ব ফুটবলে ব্রাজিলের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চাই।'

বর্তমানে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল ভায়াডোলিডের মালিকানা রয়েছে রোনাল্ডোর হাতে। তবে তিনি খুব শীঘ্রই তা বিক্রি করে দিতে চান। এই প্রসঙ্গে ব্রাজিল কিংবদন্তি বলেছেন, 'খুব দ্রুতই রিয়াল ভায়াডোলিডে নিজের শেয়ার বিক্রি করে দিতে চাই। তাহলে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে কোনও সমস্যা হবে না।' এর আগে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ক্রুইজেরিওর ৯০ শতাংশ শেয়ার ছিল রোনাল্ডোর কাছে। চলতি বছরে তিনি তা বিক্রি করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ার্ধের ঝড়ে জয় ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৪ (হিজাজি, বিষ্ণু, সুরেশ-আত্মঘাতী, ডেভিড)
পাঞ্জাব এফসি-২ (আসমির, ভিদাল)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : তিন বিদেশি নেই। নেই মাঝমাঠে ভরসার পাত্র জিকসন সিংও। পুরোপুরি ফিট নন হেক্টর ইউস্তে। প্রথম একাদশ সাজাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁকে। এমন পরিস্থিতিতে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল যে পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়বে তা বোধহয় জোড় দিয়ে বলতে পারছিলেন না লাল-হলুদ সমর্থকরাও। ম্যাচে প্রথমার্ধের শেষে তো নয়ই। কিন্তু পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে এদিন ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে তা প্রমাণ করলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, ক্লেইটন সিলভারা। ম্যাচে ফারাকটা বোধহয় গড়ে দিলেন সুপারসাব পিভি বিষ্ণুই। দ্বিতীয়ার্ধে লাল-হলুদের মিনিট কুড়ির ঝড়ে খরকুটোর মতো উড়ে গেল পাঞ্জাব।

ব্রুজোঁ পুরো পয়েন্ট পাওয়ার লক্ষ্যেই দল সাজিয়েছিলেন। ম্যাচের আগে তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল সাহসী ফুটবল খেলার। কিন্তু সেই পরিকল্পনা মাঠে নেমে তো কাজে লাগাতে হবে ফুটবলারদেরই। পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে সেই কাজটাই প্রথমার্ধে করতে পারছিলেন না নাওরেম মহেশ সিং, নন্দকুমার শেখররা। লুকা মাজসেন, পুলগা ভিদালদের আটকাতে রক্ষণে দুই বিদেশিকে রাখেন অস্কার। সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে মাঝমাঠে জুটি বাঁধেন আনোয়ার আলি। যদিও নতুন পজিশনে মানিয়ে নিতে প্রথম দিকটায় বেশ সমস্যা হচ্ছিল আনোয়ারের। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেয় পাঞ্জাব। ৩৯ মিনিটে বক্সের একেবারে প্রান্ত থেকে বাঁ পায়ের জোড়ালো শটে জাল কাঁপান ভিদাল। তার আগে ইস্টবেঙ্গল প্রথম গোল হজম করে ২১ মিনিটে। ভিদালেরই বাড়ানো বলে ধরে লক্ষ্যভেদ আসমির সুলজিচের। মহম্মদ রাকিপ সামনে থাকলেও বলে পা ছোঁয়াতেই পারেননি। ৩৪ মিনিটে আরও একবার পরিকল্পিত আক্রমণে লাল-হলুদ রক্ষণে চিড় ধরিয়ে দেয় পাঞ্জাব। থ্রু বল পেয়েছিলেন অরক্ষিত লুকা। তবে প্রভসুখান সিং গিল সেই যাত্রায় রক্ষা করেন। পরে বলটিকে পুরোপুরি বিপন্মুক্ত করেন লালচুংনুঙ্গা।

উলটোদিকে প্রথমার্ধে শুরুর মিনিট দশেক বাদ দিলে বাকি সময়টা বেশ আগোছালোই দেখায় ইস্টবেঙ্গলকে। মাঝে যদিও বা ক্লেইটন, ডেভিডরা হাতে গোনা কয়েকটা সুযোগ পেলেন তা কাজে লাগাতে পারলেন না। ইস্টবেঙ্গলের ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার সবচেয়ে সহজ সুযোগটা পান ম্যাচ শুরুর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। এই এখবারই নয় বেশ কয়েকবার বল পেলেও প্রতিপক্ষের কাছে গতিতে পরাস্ত হন তিনি। ৮ মিনিটে ক্লেইটনেরই ভাসানো ফ্রি-কিক দক্ষ শটে গোলে পাঠালেও অফসাইডের জালে জড়ান ডেভিড।

তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই দেখা গেল অন্য ইস্টবেঙ্গলকে। প্রথমার্ধের শেষে হাঁটুতে চোট পান মহেশ। হুইল চেয়ারে তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। ফলে বিরতির পর মহেশের বদলে বিষ্ণুকে নামাতে বাধ্য হন অস্কার। কিন্তু এই পরিবর্তনেই অনেকখনি বদলায় দলের খেলা। লাল-হলুদ একটি গোল শোধ করে দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর মিনিট খানেকের মধ্যেই। ক্লেইটনের ভাসানো ফ্রি-কিক হেডারে জালে জড়িয়ে দেন হিজাজি মাহের। ৫৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরান মহেশের পরিবর্ত হিসাবে নামা বিষ্ণু। রাকিপের সেন্টার পাঞ্জাবের সুরেশ মেতেই বিপন্মুক্ত করার চেষ্টা করলেও বল পেয়ে যান বিষ্ণু। ঠান্ডা মাথায় লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। ৬০ মিনিটে সেই সুরেশেরই আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। নন্দকুমারের ক্রস তাঁর পায়ে লেগে গোলে ঢুকে যায়। ৬৭ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ব্যবধান ৪-১ করেন ডেভিড। বিষ্ণুর সাজিয়ে দেওয়া বল দক্ষ হেডারে জালে জড়ান তিনি। ম্যাচের বাকি সময়ও দাপট ছিল লাল-হলুদেরই। এদিকে, ৬৪ মিনিটে বিষ্ণুকে ফাউল করায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন পাঞ্জাবের লুংদিম। শেষ দিকে দশজনের পাঞ্জাবের আক্রমণ হাতে গোনা।

গোল করে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করার পর ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।

এই জয়ের ফলে ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট হল ইস্টবেঙ্গলের। লিগ টেবিলে যদিও কোনও পরিবর্তন হল না। সেটা করতে হলে ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে অস্কার ব্রুজোঁর দলকে।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখন, রাকিপ, হিজাজি, হেক্টর, লালচুংনুঙ্গা, আনোয়ার, সৌভিক, নন্দকুমার (নীশু), মহেশ (বিষ্ণু), ডেভিড (আমান) ও ক্লেইটন (সায়ন)।

আজ গোয়া যাচ্ছে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : টানা জয়ের মধ্যে থাকলেও দলের মধ্যে কোনওমতেই আত্মতুষ্টি আসতে দিতে নারাজ সবুজ-মেরুন শিবির।

বুধবারই দল রওনা দিচ্ছে গোয়ার উদ্দেশ্যে। এফসি গোয়া ম্যাচ যে কঠিন সেকথা বারবারই উল্লেখ করছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে মোলিনা। আগের ম্যাচে গোল করে জেতানো ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজ পরিষ্কার বলছেন, 'গা-ছাড়া মনোভাব দেখানোর কোনও জায়গাই নেই। এখন আমাদের গোয়া ম্যাচের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। যাতে ওই ম্যাচ থেকেই ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারি।' তবে তিনি বা জেসন কামিংসরা কেরালা ম্যাচে শেষমুহূর্তে দলকে জিতিয়ে অসম্ভব খুশি। স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের কথায় অবশ্য বারবারই দলের মধ্যেকার সুম্পর্কের কথা উঠে আসছে। তিনি বলেছেন, 'আসলে আমরা একটা পরিবারের মতো। নিজেদের মধ্যে অসম্ভব ভালো বোঝাপড়ার জন্যই ভালো খেলতে পারছি। প্রত্যেকে একসঙ্গে রোজ পরিশ্রম করি, আরও ভালো খেলার চেষ্টা করি। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত হাল না ছাড়া মনোভাবই জিততে সাহায্য করছে। এভাবেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এখন আমাদের সামনের ম্যাচে তিন পয়েন্টই লক্ষ্য। আর তার জন্য এবার প্রস্তুতি শুরু হবে।' মরশুমের শুরুরদিকে যাঁরা ক্রমাগত গোল খাচ্ছিলেন, সেই তাঁদেরই এত ক্লিনশিট রাখতে পারার রহস্য কী জানতে চাইলে তাঁর সোজাসাপটা জবাব, 'দেখুন তখন সদ্য এখানে এসেছি। টম (অ্যালড্রেড), দীপেন্দুরা (বিশ্বাস) কীভাবে খেলে জানতাম না। এখন রোজ মাঠে পরিশ্রম করি, আর মাঠের বাইরে পরিবারের লোকজনের মতো মিশি। তাই এখন ভালো খেলতে পারছি।'

প্রায় প্রতি ম্যাচেই পরে মাঠে নেমে গোল করা এখন অভ্যাসে পরিণত করেছেন কামিংস। এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'দেখুন আমার কাজই হল গোল করা। তাই কখন নামলাম সেটা বড় কথা নয়, নিজের কাজটা ঠিকমতো করতে পারছি কি না সেটাই আসল। ভালো লাগছে বেঞ্চে থেকে এসেও দলকে সাহায্য করতে পেরে।' দুই বিদেশিই অবশ্য এর জন্য সমর্থকদের পাশে থাকার কথা বারবার উল্লেখ করলেন।

আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ সঞ্জয়ের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : পরপর দুটি ম্যাচ জিতে সন্তোষ ট্রফির গ্রুপশীর্ষে রয়েছে বাংলা। বুধবার তারা তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। প্রতিপক্ষ রাজস্থান এখনও জয়ের দেখা পায়নি। কিন্তু তারপরেও রাজস্থান ম্যাচ নিয়ে সতর্ক কোচ সঞ্জয় সেন। তিনি বলেছেন, 'টানা ম্যাচ জিতলেও দলে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। রাজস্থান ভালো দল। ম্যাচটা আমাদের কাছে যথেষ্ট কঠিন। ছেলেদের সতর্ক থাকতে হবে।'

সন্তোষের যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকেই গোলের মধ্যে রয়েছেন রবি হাঁসদা। পাশাপাশি ফর্মে রয়েছেন অধিনায়ক নরহরি শ্রেষ্ঠাও। রাজস্থানের বিরুদ্ধে এই দুই ফুটবলারই সঞ্জয় সেনের তুরুপের তাস হতে চলেছেন।

এদিকে, মহিলাদের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সিকিমকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে বাংলা। হ্যাটট্রিক করেছেন দলের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার রিম্পা হালদার। অপর গোলটি সুমিত্রা মারান্ডির।

ঝুলন স্ট্যান্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ২২ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৭ ডিসেম্বর : বডরি-গাভাসকার ট্রফিতে সময়টা ভালো যাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়ার। পারথে দুর্দান্ত শুরুর পর আচমকাই ছন্দপতন।

অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টে হার। চলতি ব্রিসবেন টেস্টেও খুব একটা ভালো জায়গায় নেই টিম ইন্ডিয়া। বারবার ব্যাটাররা ব্যর্থ হচ্ছেন। জসপ্রীত বুমরাহ বাদে বাকি বোলাররাও ছন্দে নেই। বুমরাহকে সাহায্য দিতে পারছেন না মহম্মদ সিরাজরা। তার মধ্যেই আজ গাব্বায় বৃষ্টিবিঘ্নিত চতুর্থ দিনে বাংলার আকাশ দীপের ব্যাটে কোনওরকমে ফলোঅন বাঁচিয়েছে রোহিত শর্মার ভারত।

আকাশের লড়াই পছন্দ হয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও। আজ সন্ধ্যায় মহারাজ হাজির হয়েছিলেন সিএবি-তে। ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্সের লনে আজ সন্ধ্যায় কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামী ও ভারতীয় সেনার প্রয়াত কর্নেল এনজে নায়ারের নামে স্ট্যান্ডের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে গেল। আগামী ২২ জানুয়ারি ইডেনে রয়েছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ। সেই ম্যাচের আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে দুই স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সৌরভ আজ টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন। বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত ভারত সিরিজের বাকি দুই টেস্টে ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু তার জন্য ব্যাটারদের রান করতেই হবে।' টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের রানে ফেরার পথে মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের দুই সেরা ক্রিকেটার অধিনায়ক রোহিত ও বিরাট কোহলির ফর্মে না থাকা। অনিশ্চয়তার সরণিতে বারবার আউট হচ্ছেন বিরাট। সমস্যাটা কী হচ্ছে কোহলির? প্রশ্নের জবাবে সৌরভ বলছেন, 'কোহলিকে আরও ধৈর্য ধরতেই হবে। অজি পেসাররা অফস্টাম্পের লাইনে বল করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে ওকেই মোকাবিলা করতে হবে। বিরাট জানে কীভাবে রানে ফিরতে হয়। মনে রাখবেন, পারথে ও শতরান করেছিল। আমি নিশ্চিত সিরিজের বাকি দুই টেস্টেও বড় রান করবে ও।'

বিরাটকে আরও ধৈর্য ধরতে হবে : সৌরভ

ইডেন গার্ডেন্সে মঙ্গলবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ঝুলন গোস্বামী। -ডি মণ্ডল

লোকেশ রাহুলকে ওপেনিংয়ে পাঠিয়ে অধিনায়ক রোহিত নিজে ছয় নম্বরে ব্যাট করছেন। নিয়মিত ব্যর্থও হয়ে চলেছেন হিটম্যান। রোহিতের জন্য কী পরামর্শ দেবেন? সৌরভের মহারাজকীয় জবাব, 'রোহিত কেন ছয় নম্বরে ব্যাট করছে, ওকে নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা কী, জানি না আমি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, ছয় নম্বরে রোহিত নতুন বল খেলার সুযোগ পাবে। হয়তো তাই এমন সিদ্ধান্ত।' নিজের দীর্ঘ কেরিয়ারে সৌরভ বহুবার ছয় নম্বরে ব্যাটিং করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে মহারাজ বলেছেন, 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ছয় নম্বরে নেমে অনেক সময়ই নতুন বল সামলাতে হয়। রোহিত জানে কীভাবে নতুন বল সামলাতে হয়। আমার মনে হয়, দ্রুত রানে ফিরবে ও। বিরাটের মতো ওকেও ধৈর্য ধরে উইকেটে পড়ে থাকতে হবে।'

ব্রিসবেনে আজ ফলোঅন বাঁচানোর পর ভারতীয় সাজঘরে কোচ গৌতম গম্ভীর সহ বাকিদের আস্ফালন দেখে ক্রিকেট দুনিয়া বিস্মিত হয়ে গিয়েছে। ফলোঅন বাঁচিয়ে টেস্ট জয়ের মতো উল্লাস কেন? সৌরভের কথায়, 'এই প্রশ্নের জবাব গম্ভীররাই দিতে পারবে। আমি শুধু বলব, হয়তো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকেই এমনটা করে ফেলেছে ও।' বাংলার আকাশ দীপ আজ কোহলির থেকে উপহার পাওয়া ব্যাটে নজর কেড়েছেন। বাঁচিয়েছেন দলের ফলোঅন। সৌরভের কথায়, 'আকাশ দুর্দান্ত প্রতিভা। ওর বয়স কম। গাব্বায় ভালো বোলিং করেছে। ব্যাটিংটাও খারাপ করল না। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যত বেশি ও খেলবে, বুঝতে পারবে ওখানে কীভাবে সফল হতে হয়।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

একজন বাসিন্দা সঞ্জয় পান্ডে - কে 20.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40E 14878 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটা আমার জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনার মতো ঘটেছে। আমার লটারির টিকিট সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিলনা কিন্তু অনেক বিজয়ীদের বিবরণ দেখার পর এটি কিনতে আমি আগ্রহী হয়েছিলাম। সাধারণ মানুষের সেবা করার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।